শুকদেব।

দৃশ্য কাব্য।

শ্রীশ্রীগীতগোবিন্দ গীতি-নাট্য, উপদেশমালা,
মালতী প্রভৃতি প্রণেতা

শ্রীমহেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
প্রণীত।

'How charming is divine Philosophy !
Not harsh and crabbed, as dull fools suppose,
But musical as is Apollo's lute'.

Milton.

প্রকাশক—শ্রীনগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
৭ নং ডিহি ইণ্টালি রোড।
প্রিণ্টার—মুখার্জী এণ্ড কোম্পানি
কলিকাতা প্রেস, ২৯ নং মস্‌জিদবাড়ী ষ্ট্রীট।
কলিকাতা।

সন ১৩১০ সাল।

মূল্য ১৲ এক টাকা।

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ।

পুরুষ।

গোলোকনাথ।
ইন্দ্র।
নারদ।
ব্যাসদেব।
শুকদেব।
জনক (রাজর্ষি)।
বিদূষক।
মন্ত্রী।
কোষাধ্যক্ষ।
প্রধান কর্ম্মচারী।
রাজাচার্য্য।
মদন।

।

গোলোকেশ্বরী।
দুর্গা।
শচী।
জয়া।
বিজয়া।
উর্ব্বশী।
মেনকা।
রম্ভা।
তিলোত্তমা।
পঞ্চচূড়া।
চন্দ্রলেখা।
রতি।
ভক্তি।
প্রেম।
শুকদেবের স্ত্রী।
ভালবাসা।
মায়া।
আদিরস।

প্রমথপত্নীগণ, কিন্নরিগণ, প্রৌঢ়া ও যুবতী রমণিগণ, মুনিকন্যাগণ, বারনারিগণ, দৌবারিক, মোহন্ত, সস্ত্রীক যাত্রী, সস্ত্রীক পাহাড়ীয়া, সস্ত্রীক নাবিক, জনৈক ব্রাহ্মণ, রাখাল বালকগণ।

শুকদেব।

(দৃশ্যকাব্য)

প্রস্তাবনা।

দৃশ্য — নন্দন কানন।

রম্ভা উর্ব্বশী মধ্যে, মেনকা তিলোত্তমা একদিকে ও
পঞ্চচূড়া চন্দ্রলেখা অপর দিকে দণ্ডায়মান ও

গীত।

রাঃ বাহার—তাঃ দাদ্‌রা।

মে, তি, প, চ। প্রেম তরঙ্গে, রঙ্গে ভঙ্গে, আয়লো ভেসে যাই।
প্রাণের টানে, মনের সাধে, মনের সাধ মিটাই॥

র, উ। রসিক রতন নাবিক যদি পাই?
একলা জলে ভাস্‌তে গেলে পাছে প্রাণ হারাই?

মে, তি, প, চ। যৌবনে জোয়ার ভরা থৈ থৈ থৈ,
রসিক নাবিক জুট্‌বে এসে,
ভাবিস্‌নি সই সই সই!

মনের বলে হেলে দুলে,—সমীরে পালটি তুলে,
(ওলো) ভাস্‌বি যখন ভাব্‌বি তখন,
দরিয়ার কুল কিনারা নাই ॥

র, উ। সুখের ভরে, মাঝ ডহরে,
যদি লো হালটি ছেড়ে যায়,
এমন সাধের তরীখানি,—
ওলো সই ! ডুব্‌বে দরিয়ায়

মে, তি, প, চ। এমন নাবিক মিলে যদি,—
দেব তার কালামুখে ছাই ॥

[সকলের প্রস্থান ।



প্রথম অঙ্ক।

"*All thoughts, all passions, all delights,*
*　　　*　　　*　　　*
* *are but ministers of Love.*"

S. T. Coleridge



প্রথম অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

নন্দন কাননের অপরাংশ।

ইন্দ্র ও শচীর প্রবেশ।

শচী। নাথ! আজ সিংহাসনে বসতে অনিচ্ছা কেন?

ইন্দ্র। প্রিয়ে! নিরবচ্ছিন্ন অসার সুখ আর ভাল লাগে না। মিষ্টান্ন কি ক্রমাগত খাওয়া যায়?

শচী। তবে কি আমাকে বিরহানলে দগ্ধ হ'তে হবে?

ইন্দ্র। হৃদয়েশ্বরি! তার জন্য ভাবনা কর'না। হংসের মত দুগ্ধ পান করবো।

শচী। তা' হ'লে আমি কি সে সুখে বঞ্চিত হবো?

ইন্দ্র। প্রিয়ে! তাও কি কখন হয়? তাই কি বিধাতার কল্পনা?

(নেপথ্যে ভেরী ধ্বনি)

শচী। (সভয়ে) ওমা! একি?

ইন্দ্র। তাইত, এখানে কে ভেরী ধ্বনি কচ্চে?

শচী। বোধ হয় কোন অসুর টসুর এসেছে।

(পুনঃ নেপথ্যে ভেরী ধ্বনি)

শচী। ঐ যে আবার? এখানে আর থেকে কাজ নেই, চল আমরা এখান থেকে যাই।

ইন্দ্র। প্রিয়ে! ভয় কি?

(ভেরী হস্তে শিবদূতের প্রবেশ)

ইন্দ্র। (দূতের প্রতি) তুমিই কি ভেরী ধ্বনি কচ্ছিলে?

দূত। আজ্ঞা হাঁ।

ইন্দ্র। কে তুমি? যেই তুমি হও, কোথায় এসে ভেরী ধ্বনি কচ্চ জান? এ দেবরাজ ইন্দ্রের বিলাসভূমি নন্দন কানন। এখানে স্বয়ং বলিশ্রেষ্ঠ দেবরাজ শচী সঙ্গে বিহার কচ্চে। কার সাধ্য তার অনুমতি বিনা এ কাননে প্রবেশ করে?

দূত। দেবরাজ! আমি শিবদূত। সম্প্রতি আমি, মা কৈলাসেশ্বরীর বার্ত্তাবহ। তাঁরই আদেশে আমার এখানে আসা। দেবরাজ! আমিও আপনার ন্যায় যাহা সাধ্য জানি, অসাধ্যও জানি, আর কোথায় যে এসেছি, তাও জানি। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, অগ্রে আমার পরিচয় না নিয়ে, আর আমার আস্‌বার হেতু অবগত না হয়ে, রোষ পরবশ হয়ে আমার উপর কটু উক্তি প্রয়োগ করা, আপনার ন্যায় মহাজনের উচিত কার্য্য হয় নাই।

ইন্দ্র। তা হলেও কি তুমি আমার উপর দোষারোপ কত্তে

পারো ? রমণীয় নন্দন কাননে ভীম নাদ না করে' শান্তভাবে যদি প্রবেশ কত্তে, তা হলেই বড় আনন্দের বিষয় হ'ত। আনন্দ পূর্ণ স্থলে শান্তিই চির বিরাজ করে, এটি স্বভাব সিদ্ধ। ভীষণ মূর্ত্তি বা ভীষণ নিনাদ এ কাননের উপযুক্ত নয়। নন্দন কানন চির শান্তিময়।

দূত। তা বটে, দেবরাজ! কিন্তু আপাততঃ সময় আর কার্য্যের অনুরোধে ক্ষণিক আনন্দ ভোগ করা অপেক্ষা, চির-কালের জন্য পূর্ণমাত্রায় সেই আনন্দ ভোগ করবার চেষ্টা কল্লে ভাল হয় না কি ?

ইন্দ্র। কেন ? সে বিষয়ে কিছু সন্দেহ আছে নাকি ?

দূত। সন্দেহ না থাক্‌লে, আপনার আদেশ বিনা আমি কেনইবা এখানে আস্‌বো ?

ইন্দ্র। তবে আসবার হেতু শীঘ্র বল ?

দূত। দেবরাজ! হেতু প্রকাশ কত্তে মায়ের নিষেধ। তবে তাঁর আদেশে আমি আপনাকে এই পর্য্যন্ত বলতে পারি যে, ইতিপূর্ব্বে, এমন কি বার বৎসর হ'ল, এক-দিন কৈলাসে আম্র কাননে বসে' মা কৈলাসেশ্বরী কৈলাসনাথকে জিজ্ঞাসা করেন যে, 'কলিযুগে জীবগণ কি উপায়ে মুক্তিলাভ করবে'। তা'তে বাবা বলেন যে, 'যোগই জীবের মুক্তির উপায় হবে'। তা'তে মা আবার বল্লেন, 'সেই যোগের কথা আমার বড় শুনতে

ইচ্ছা হচ্চে'। বাবা তাতে বল্লেন, 'বেশ, বলবো। কিন্তু এ কাননে কোন জীব জন্তু থাকলে বলা হবে না।' তার পর, বাবার আজ্ঞায় নন্দী, সেই আম্র কানন থেকে সব জীব জন্তু, কীট পতঙ্গ, পক্ষী প্রভৃতি যে কেউ ছিল সব তাড়িয়ে দিলে। কিন্তু যে আম গাছ তলায় বাবা আর মা বসে' ছিলেন, একটি সদ্যজাত শুক পক্ষী সেই গাছে ছিল। তার বাপ মা আগে পালিয়ে গিছ্‌লো। সদ্যজাত শুক উড়তে পারেনি বলেই সেইখানে ছিল। বাবা, মা, কি নন্দী, কেউই তা জানতে পারেন নি। তারপর বাবা মা'কে বল্লেন, 'শঙ্করি! আমি বলবো, কিন্তু তোমাকে আমার প্রতি কথায় সায় দিতে হবে।' মা বল্লেন, 'বেশ, তাই হবে।' বাবা তারপর বলতে লাগলেন। তারপর মা, খানিকক্ষণ বাবার কথায় সায় দিয়ে' ঘুমিয়ে পড়েন। বাবা, তা' জানতে না পেরে, ভাবে বিভোর হয়ে বলতে লাগলেন। তারপর ঐ সদ্যজাত শুক পক্ষী, বাবার শ্রীমুখ হ'তে যোগের কথা শুন্‌তে শুন্‌তে অল্পক্ষণের মধ্যে বাহ্যিক আভ্যন্তরীক মহা বলবান মহাজ্ঞানী হয়ে উঠলো। আর মা শঙ্করীকে নিদ্রিত দেখে, সেই শুকই বাবার কথায় সায় দিতে লাগলো।

ইন্দ্র। কি আশ্চর্য্য! তার পর?

দূত। তার পর যোগের কথা শেষ হয় হয়, এমন সময় মায়ের

ঘুম ভাংলো। মা জেগে উঠে বাবাকে বল্লেন, 'দেব! আমি ঘুমিয়ে পড়েছিলুম, অনেক আগে থেকে আবার বলো।' বাবা তাই শুনে চমকে উঠে বল্লেন, 'সে কি? তুমি যদি ঘুমিয়ে পড়েছিলে, তা হলে আমার প্রতি কথায় সায় দিচ্ছিল কে? তা হলে কেউ না কেউ এখানে অবশ্য আছে।' তারপর বাবার আদেশে নন্দী, চারিদিক দেখ্‌তে দেখ্‌তে ঐ আম গাছে সেই শুক পাখীকে দেখ্‌তে পায়। দেখ্‌তে পেয়ে, বাবাকে ঐ কথা বল্‌তে বল্‌তে, শুক নক্ষত্রগতিতে উড়ে গেল। বাবা, তারপর, জন কএক দূতকে ডেকে বল্লেন, 'ঐ শুককে বন্ধন কর।' তারপর অনেক দূত চারিদিকে চলে গেল। পরে অনেক অনুসন্ধানের পর সংবাদ পাওয়া গেল যে, ঐ শুক ব্যাসদেবের পুত্র হ'য়ে ধরায় অবতীর্ণ হয়েছে।

ইন্দ্র। কি আশ্চর্য্য! তারপর?

দূত। তারপর মা কৈলাসেশ্বরী আজ আমাকে বল্লেন, 'তুমি দেবরাজকে কৈলাসে নিয়ে এস।' দেবরাজ! মা'য়ের আদেশ এই পর্য্যন্ত আপনাকে বলা, আর আপনাকে সঙ্গে করে' নিয়ে তাঁর নিকট উপস্থিত হওয়া। এখন আপনার যা' অভিরুচি।

ইন্দ্র। অভিরুচি? মহামায়ার আজ্ঞা পালন কত্তে দাসের আবার অভিরুচি? আমার সৌভাগ্য যে, তিনি

আমাকে স্মরণ করেছেন। তবে এখন চল, আর কাল বিলম্বের প্রয়োজন নাই। (শচীর প্রতি) প্রিয়ে! সব শুন্‌লেত? এখন বিদায়।

[একদিক দিয়া দূত সহ ইন্দ্রের, ও অপর দিক দিয়া শচীর প্রস্থান।]

দ্বিতীয় দৃশ্য।

কৈলাস-শিখর—বিল্বকুঞ্জ।

মা কৈলাসেশ্বরী দেবমঞ্চে আসীনা।
জয়া ও বিজয়া নিম্নে দুইদিকে দাঁড়াইয়া চামর
ব্যজন করিতেছে।
প্রমথপত্নীগণের গীত গাহিতে গাহিতে প্রবেশ।

থাম্বাজ—একতালা।

পরম রতন ও রাঙ্গা চরণ, কত শোভা উপচয়।
বাসনা মনের কর' মা পূরণ, হ'ও না মা নিরদয়॥
চাহিনা চাহিনা রতন ভূষণ, চাহিনা দিও না মায়ারি বাঁধন,
চাই চাই শুধু প্রেমরতন, তব পদে মতি রয়॥ (যাতে)
অবোধ বালকে জনক জননী, তোষে যথা খেলনায়,

তেমতি জননি! এ জনমে যেন ভুলাও না ছলনায়ঃ—
পেয়েছি যখন দেখা তোমার, আঁখীর বাহিরে থেক না আর,
হিয়াকাশে যেন পূর্ণিমা শশী চিরদিন তরে উদিত রয়॥

(শিবদূতের প্রবেশ ও দুর্গার চরণে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত।)

কৈলা। এস দূত! দেবরাজ কৈ?

দূত। (নেপথ্যে দেখাইয়া) এই যে মা, তিনি এসেছেন।

(ইন্দ্রের প্রবেশ ও কৈলাসেশ্বরীর চরণে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত।)

কৈলা। এস দেবরাজ! ইন্দ্রলোকের মঙ্গল ত?

ইন্দ্র। মা সর্ব্বমঙ্গলা যার সহায়, তার কি কখন অমঙ্গল সম্ভবে? অমঙ্গলের কি ভয় নাই যে, মঙ্গলময়ীর আশ্রিতকে আক্রমণ করে?

কৈলা। তা সত্য, পুরন্দর! কিন্তু গ্রহবৈগুণ্যে তোমাদের যদ্যপি কোনরূপ বিপদের সূচনা হয়, তা' হ'লে তার প্রতিকারের কি হবে?

ইন্দ্র। সে কি মা? অভয়ার আশ্রিতের বিপদ? এ কি অসম্ভব নয় মা?

কৈলা। উপস্থিত ক্ষেত্রে অসম্ভব নয়।

ইন্দ্র। তবে শ্রীপাদপদ্মে প্রার্থনা, বিপদের বিষয় বর্ণন করে' এ দাসের উৎকণ্ঠা দূর কত্তে আজ্ঞা হয়।

কৈলা। তা বর্ণন কল্লে, তার প্রতিকারে বোধ করি কৃত-সঙ্কল্প হবে।

ইন্দ্র। মা কৈলাসেশ্বরীর শ্রীপাদপদ্মে যদি এ দাসের একান্ত

মতি থাকে, তা' হ'লে বিপদকে বিপদে ফেল্‌তে এ দাস সাধ্যমত ত্রুটি কর্‌বে না।

কৈলা। সাধ্যেরও ত্রুটি হবে না সত্য, কিন্তু কৃতকার্য্যতা সম্বন্ধে বোধ করি অপারগ হবে না।

ইন্দ্র। মা! আপনার অভয় পদ স্মরণ করে' প্রাণপণে, একান্ত মনে, অদম্য উৎসাহের সহিত কোন কার্য্যে হস্তক্ষেপ কল্লে কি বিফলমনোরথ হয়? প্রতিজ্ঞা কল্লেম, প্রাণপণ কল্লেম, সুফল অবশ্যম্ভাবী। এক্ষণে কৃপা করে' অশান্তির বিষয় বর্ণন কত্তে আজ্ঞা হয়।

কৈলা। সাধু সাধু, পুরন্দর! আশীর্ব্বাদ করি তুমি কৃতকার্য্য হও। তবে উপস্থিত বিষয় শ্রবণ করো। সম্প্রতি ধরাধামে, মহাজ্ঞানী মহাতপস্বী মহাপণ্ডিত এক মুনির আবির্ভাব হয়েছে। ইনি বেদসঙ্কলয়িতা ব্যাস-দেবের পুত্র, নাম শুকদেব। এই শুকের আদিবৃত্তান্ত দূতমুখে অবগত হয়েছ। তারপর ঐ শুকদেব তীর্য্যক অবস্থায় কৈলাসনাথের শ্রীমুখ হ'তে মুক্তিতত্ত্ব লাভ করে', সেই তত্ত্ব জগতে প্রচার কত্তে মানস করেছে। যদি প্রচার করে, তা' হ'লে জগতের সমুদয় জীবই প্রবৃত্তিমার্গ পরিত্যাগ করে' নিবৃত্তি মার্গে যাবে। তা' হ'লে কি সংসার থাক্‌বে? প্রলয় হবে, তোমার ইন্দ্রত্ব যাবে, এমন কি সমস্তই যাবে। এই জন্যে, অর্থাৎ সংসার রক্ষার জন্যে, বিশ্ব রক্ষার জন্যে, শুকদেবকে

প্রবৃত্তিমার্গে আনা নিতান্ত প্রয়োজন। আর এ কার্য্য তুমি ভিন্ন আর কেউই পার্‌বে না। কিন্তু তা বলে' শুকদেব হেন মহাজনকে সামান্য জ্ঞানে সামান্য ভাবে নেওয়া হ'বে না। সোপান অবলম্বন করে' উপরে উঠতে গেলে, একমাত্র উপরের দিকেই যেমন লক্ষ্য থাকে, সেইরূপ এমন আয়োজন কর্‌বে, যাতে নিত্য বস্তু হ'তে শুকদেবের লক্ষ্য ভ্রষ্ট না হয়। প্রবৃত্তি-মার্গের ক্রিয়া যেন শুকদেবের উপরে উঠবার হেতু হয়। আর সে ক্রিয়া যেন তার মহত্বকে হীনপ্রভ না করে।

ইন্দ্র। মা! এ যে বিপদ হতেও বিপদ? এতদূর ত স্বপ্নেও ভাবি নাই? জগদম্বে! এ যে পিপীলিকার স্কন্ধে পৃথিবীর ভার অর্পণ করা হচ্চে।

কৈলা। দেবরাজ! চিন্তা কি? আমার আশীর্ব্বাদে আমারই আদেশ পালন কর্‌বে, এতেও চিন্তা?

ইন্দ্র। ইচ্ছাময়ীর আদেশ, এ চিন্তার বিষয় নয় সত্য। কিন্তু ইতিপূর্ব্বে বাবার ধ্যানভঙ্গের ঘটনাটি স্মরণ হ'লে মনে বড় ভয়ের সঞ্চার হয়।

কৈলা। তার জন্যও বা দুর্ভাবনা কেন? কামদেব তোমার অনুচর। অপরাপর রিপুগণ কামদেবের আজ্ঞাবহ। তাদের সাহায্যে তুমি ভগ্ন-মনোরথ হবে না। বায়ুর সাহায্যে অগ্নির যেমন শক্তি বৃদ্ধি হয়, সেইরূপ রিপু-গণের সাহায্যে তুমি নির্ব্বিঘ্নে কৃতকার্য্য হবে। আর

এক কথা, আমার আদেশে ইন্দ্রিয়গণ সময়ে সময়ে শুক-দেবের অন্তঃকরণে প্রবেশ করবে। তা'তে রিপুগণের কোন বিপদ হবে না।

ইন্দ্র। মা! একখণ্ড অগ্নি স্পর্শ করা যায়। কিন্তু একখণ্ড অগ্নিদগ্ধ লৌহ যেমন স্পর্শ করা যায় না,—রবিকর সহ্য করা যায়, কিন্তু রবিকরতাপিত বালুকারাশী যেমন স্পর্শ করা যায় না,—সেইরূপ আপনাদের নিকট আগমন করা যায়, কিন্তু আপনাদের শ্রীপাদপদ্ম পূজা করে', আপনাদিগের মহিমা কীর্ত্তন করে' যে জন মহাপুরুষ ও মহাতেজস্বী হয়, তার নিকট গমন করা যায় না।

কৈলা। পুরন্দর! আমার আশীর্ব্বাদ বৃথা হবে না। তোমার কোন ভয় নাই।

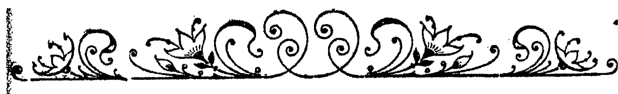
ইন্দ্র। (সোৎসাহে) না, মা! আপনি যখন সহায়, মহাশক্তি মহামায়া যখন আমায় সহায়, তখন ভয় ও পরাজয় কি মনে স্থান পায়?

কৈলা। তবে একান্ত মনে স্বকার্য্য সাধনে যত্নবান হও।

ইন্দ্র। যে আজ্ঞা, মা! তবে অনুমতি হলে এ দাস এখন বিদায় গ্রহণ কত্তে পারে।

কৈলা। এস, দেবরাজ! আবার আশীর্ব্বাদ করি, নির্ব্বিবাদে কৃতকার্য্য হও।

[অভয়াকে প্রণাম করিয়া ইন্দ্রের প্রস্থান।]



দ্বিতীয় অঙ্ক।

"There came and looked him in
the face
An angel beautiful and bright;
And that he knew it was a fiend.'

S. T. Coleridge.

"Its passions will rock thee
As the storms rock the ravens
on high."

P. B. Shelley.



দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

কাননমধ্যে এক পুষ্করিণীর ঘাট।

কলসীকক্ষে একজন প্রৌঢ়া ও চারিজন যুবতী রমণীর প্রবেশ।

১ম-রম। (প্রৌঢ়ার প্রতি) ঠান্‌দিদি! এবার থেকে তোমাকে আমরা 'ঠান্‌দিদি চূড়োমণি' বলে' ডাক্‌বো।

প্রৌঢ়া। ওলো! তোদের এই সমস্ত বয়েস, তোরা এখন কত রঙ্গে রঙ্গিণী, কত সঙ্গে সঙ্গিনী, কত ভঙ্গে ভঙ্গিনী, আমি চূড়োমণি হলে' তোরা হবি কি?

২য় রম। আমরা আর কি হবো? আমরা ত বিদেন টিদেন দিতে জানিনি, যে আমাদের নামের পরে আর একটা উপনাম বস্‌বে।

৩য় রম। হ্যাঁ ঠান্‌দিদি! ঠাকুরদাদা কি তোমাকে ছেলে বেলায় নেকা পড়া শিখিয়েছিলেন?

৪র্থ রম। 'ছেলে বেলায়' কি বলচিস্ লো? ঠাকুরদাদা আর ঠান্‌দিদি কি ভাই বোন, যে ছেলেবেলায় ওঁদের দেখা শুনো হয়েছিল?

প্রৌঢ়া। (৪র্থ রমণীর প্রতি) ওলো! তা নয়, তা নয়। ছেলে বেলায় আমার বিয়ে হয়েছিল বলে' ও কথা বল্‌চে। (৩য় রমণীর প্রতি) ছেলে বেলা থেকে না শেথালে এত জানলুম কি করে? আর ছেলে বেলায় কেন, এথনও পড়ায়।

৪র্থ রম। হ্যাঁ ঠান্‌দিদি! স্বোয়ামীকে কি করে' রাগাতে হয় গা?

প্রৌঢ়া। তা' ও জানিস্‌নি? থানিকক্ষণ তার কথার কোন উত্তর না দিলিই হল, তা হলেই অমনি চটে' আগুন।

১ম-রম। ও ঠান্‌দিদি! থানিকক্ষণ কি বল্‌চা? আমি এক মাস কথা না কয়ে দেখিছি, কিছুই হয় নি। বরং আরো কত ভাব, কত আয়িত্তি, কত ভালবাসা, কত কি।

প্রৌঢ়া। আচ্ছা, রাদ্দিন রেগে গর গর করে' দেখিছিস্‌?

২য় রম। ঠান্‌দিদি! তাও কি বাকি রেথিছি? ভাল করে' দেখিছি। রাগে গর গর করবার আগে বরং একটু আধটু বাইরে থাক্‌তো, কিন্তু গর গর কল্লে, আঁচল ধরে' ঘরে ঘরে পেছনে পেছনে জড়িয়ে বেড়ায়। তার পর রাগকে যমালয়ে পাঠিয়ে দিয়ে, দফাকে রফা করে' হাঁপ ছাড়ে।

প্রৌঢ়া। তবে গোঁপ দাড়ি পরে' শালা সেজে গালে দুটো ঠোনা মারিস।

১ম রম। যাক, ও সব কথা যাক। হ্যাঁ ঠান্‌দিদি! পোয়াতিরা ত দশ মাসে খালাস হয়। কিন্তু ব্যাসদেবের মাগ পিবরী বার বছরের পর খালাস হ'ল, এমন ত আশ্চয্যি কোথাও দেখিনি? এমন কেন হল, ঠান্‌দিদি?

২য় রম। আবার ছেলেও হয়েছে তেমনি। শুনিছি, একেবারে সমত্ব বয়সে ভূমিষ্টি হয়েছে।

৩য় রম। এর কি কিছু বিদেন টিদেন আছে ঠান্‌দিদি?

প্রৌঢ়া। এর আর বিদেন টিদেন কি? একি মনিষ্যির খেলা? এ দেবতার খেলা।

একান্তে শুকদেবের প্রবেশ।

শুক। জগৎ ত দেখছি প্রবৃত্তির দাস। প্রাণীমাত্রই প্রবৃত্তিমার্গে অনবরত বিচরণ কচ্চে। বিরাম নাই, নিবৃত্তি নাই, অথচ নিবৃত্তির দিকে কারুরই লক্ষ্য নাই। শঙ্করের ক্রোধানলে আমার যে মৃত্যুই শ্রেয়স্কর ছিল? কেন ব্যাসপুত্র হয়ে ধরায় অবতার্ণ হয়েছিলেম? (পরিক্রমণ) জগতের সমুদায় পদার্থ চিন্‌তে ত জীবন কেটে যাবে। (চতুর্দ্দিক চাহিতে চাহিতে ঘাটে স্ত্রীলোকদিগকে দেখিয়া) ঐ যে সব হাঁস, জলকেলী করবার জন্য ইতস্ততঃ কচ্চে।

(ঘাটে স্ত্রীলোকদিগের উচ্চ হাস্য।)

শুক। এ কি? এই কি হাঁসের হাসির ধ্বনি? কোন গ্রন্থ ত এরূপ বলচেনা? (একদৃষ্টে স্ত্রীলোকদিগকে দেখিতে লাগিলেন)

১ম রম। ঠান্‌দিদি! তুমি না হয় চাকরদের বলে’ দিও, তারা যেন এই তিনটে সিঁড়ির শ্যাওলা তুলে দেয়। পা বাড়াবার যো নেই, এমনি পেচোল।

শুক। (স্তম্ভিত হইয়া) এ কি? হাঁসেরা কি আমাদের মত কথা কয়? এ সন্দেহ দূর কত্তে হ’ল। (ঘাটে স্ত্রী-লোকদিগের নিকট গমন)

রঃ গঃ। ও মা! ইনি কে?

শুক। তোমরা ত হাঁস?

প্রৌঢ়া। (স্বগত) এ কি? ইনি কি বলচেন? পাগল না কি? আবার তাই বা কি করে’ বলি? দেখ্‌তে ত দেব-তুল্য মূর্ত্তি। (প্রকাশ্যে) আপনি কি করে’ চিনলেন যে আমরা হাঁস?

শুক। কেন? আমার পিতা যে বলে’ দিয়েছেন?

প্রৌঢ়া। কে আপনার পিতা?

শুক। মহামুনি ব্যাসদেব।

প্রৌঢ়া। (চমকিত হইয়া) আপনিই ব্যাসদেবের পুত্র দেব-তুল্য শুকদেব?

শুক। হাঁ, আমার নাম ঐ বটে, কিন্তু আমি দেবতুল্য নই। এ জগতে আমি একজন অন্ধ পরিব্রাজক। ৺ প্রেরিত আমি একটা মল মূত্র ক্লেদের সমষ্টি।

প্রৌঢ়া। আপনার পিতা কি আমাদের ‘হাঁস’ বলে আপ-নাকে চিনিয়ে দিয়েছেন?

ক। হাঁ। একদিন আমরা পিতা পুত্রে এক জলাশয়ের নিকট উপস্থিত হই। সেই পুষ্করিণীর ঘাটে দুই পদ আর দুই পক্ষ বিশিষ্ট কতকগুলি শ্বেতবর্ণ সুন্দর জীব দেখে, পিতাকে জিজ্ঞাসা করায়, তিনি আমাকে বলে' দিলেন, 'ও গুলি স্ত্রীলোক।' তাই শুনে আমি তাঁকে বলেছিলেম, 'এই স্ত্রীলোক? এদেরই মায়াতে জগৎ মুগ্ধ?' তার পর অপর ঘাটে তোমাদের মত কতকগুলি জীব দেখে, আবার তাঁকে জিজ্ঞাসা করায় তিনি বল্লেন, 'ওরা হাঁস।' তাই শুনে আমি তাঁকে বলেছিলেম, 'আমি একটা হাঁস পুষবো।'

প্রৌঢ়া। আমরা হাঁস নই।

শুক। তবে কি আপনারা দেবতা? আপনারা কি জীবের ত্রাণকর্ত্তা?

প্রৌঢ়া। আজ্ঞা না।

শুক। তবে আপনারা যাই হ'ন, আমাকে অনুগ্রহ করে পথ দেখিয়ে দিন। আমি যেখানে যাচ্চি, আমার যেটি গন্তব্য স্থান, আমি তার পথ চিনি না। আপনারা আমাকে পথ দেখিয়ে দিন।

প্রৌঢ়া। আপনি কোথায় যাচ্চেন?

শুক। তা বল্‌তে পারি না। কোথায় যাচ্চি, কার সঙ্গে দেখা কত্তে যাচ্চি, আমি তার কিছুই জানি না। আমি ভ্রান্ত পথিক, অন্ধ পরিব্রাজক, আবার তার উপর এ স্থান আমার সম্পূর্ণ অপরিচিত।

প্রৌঢ়া। এ' ত গেল স্থানের কথা। দেখা কত্তে যাচ্চেন কার সঙ্গে ? তাকে কি আপনি চেনেন ?

শুক। না, আমি তাঁকে চিনি না, কিন্তু তিনি আমাকে চেনেন। তাই বল্‌চি, তিনি কোথায় থাকেন, আমাকে বলে' দিন। আপনারা দেবতা, বসন ভূষণে ভূষিত অতি মনোহর দেবতা, আপনারা সব জানেন।

প্রৌঢ়া। আমরা দেবতা নই, আমরা স্ত্রীলোক।

শুক। আপনারাই স্ত্রী লোক ? (চিন্তা)

প্রৌঢ়া। (স্বগত) এ কি ? ইনি কি জগতের কিছুই চেনেন না ? শুনিচি, ইনি ত মহাপণ্ডিত, মহাজ্ঞানী। তা পণ্ডিতরা, জ্ঞানীরা, তপস্বীরা কি জগতের কিছুই চেনন না ? (প্রকাশ্যে) আমরা প্রকৃতি।

শুক। (সকলকে দেখিতে দেখিতে) আপনাদের দেহে আর আমাদের দেহে পার্থক্য কেন ? আপনাদের বক্ষদেশে বৃহৎ মাংস খণ্ড কেন ? ওর নাম আর হেতু কি ?

প্রৌঢ়া। এর নাম স্তন। আর এ হেতুশূন্য নয়। এই স্তন অমৃতের ভাণ্ডার। যে জীব আমাদের গর্ভে জন্মায়, এই মাংস খণ্ড সেই জীবের আহারের ভাণ্ডার। আপনি দ্বাদশ বৎসর গর্ভে থেকে ভূমিষ্ঠ হয়েছেন। শৈশব অবস্থায় আপনি ত মাতৃ স্তনের অমৃত পান করেন নি ? তবে এর মর্ম্ম আপনি কি বুঝবেন ?

শুক। (স্বগত) স্ত্রীলোক ? অমৃতের ভাণ্ডার ? গ্রন্থের উক্তি,—

যে স্ত্রী প্রবৃত্তিমার্গে আরোহণ করাবার প্রধান সোপান, যে স্ত্রীর মায়ায় জগৎ মুগ্ধ, যে স্ত্রীর মায়া চক্রে পড়ে' পুরুষ সর্ব্বদাই বিঘূর্ণিত, সেই স্ত্রী আবার প্রাণ রক্ষক? জগতে উৎপত্তির জন্য, সংসারের শ্রীবৃদ্ধির জন্য, শিশুর প্রাণ রক্ষার জন্য সেই স্ত্রীর সৃজন? তবে জগতে যে স্ত্রী সন্তান প্রসব করে' সেই সন্তানকে রক্ষা করবার জন্য আপনার প্রাণ উৎসর্গ করে, যে স্ত্রী সংসারের শ্রীবৃদ্ধি করে, যে স্ত্রী জগতের এত উপ-কারিণী, সেই স্ত্রী কি কখন সাধনার পথে কণ্টক রোপণ কত্তে পারে? (পরিক্রমণ) এ চিন্তায় যে অতিশয় ব্যাকুল হয়ে পড়্লুম। সৃষ্টিকর্ত্তা স্ত্রীলোককে হাঁস কল্লেন না কেন? স্ত্রীলোক? অমৃতের ভাণ্ডার?

(প্রস্থান।

১ম রম। একি দিদি! এঁকে দেখে লজ্জা সরম সব কোথায় গেল? পুরুষ দেখ্‌লে আমরা যে লজ্জায় জড় সড় হই, কিন্তু আজ সে লজ্জা কোথায় গেল? দিদি! এঁতে যে এক নতুন দেখ্‌লুম? এঁতে বাবার রূপ দেখ্‌তে পেলুম, ছেলের রূপ দেখ্‌তে পেলুম, আবার ইষ্ট দেবতার রূপও দেখ্‌তে পেলুম। এমন ত কাকেও দেখিনি? ইনি কি ছদ্মবেশে কোন দেবতা এসেছেন? চল যাই, আবার তাঁকে দেখিগে।

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

শুকদেবের তপোবন।

শুকদেব যোগাসনে উপবিষ্ট।

শুক। হে ভগবন্! সত্য সনাতন!

গীত।

রাঃ ভৈরোঁ—তাঃ—একতালা (বা চৌতাল)

শ্রীগুরুচরণ করিয়ে স্মরণ, তাঁরই উপদেশে পূজি হে তোমায়।
প্রণবোচ্চারণে, নানা আয়োজনে, তাহে পূতমনে শুদ্ধ করি কায়।
অপার যে দেখি ভক্তি-পারাবার,
কুল কিনারার সীমা নাহি যার,
আনন্দে ভাসিব লহরীতে তার,
ধরে' আছি প্রাণ যাহারি আশায়॥
কিন্তু কেন হয় বিচলিত মন?
কেন সাধনায় বাধা অনুক্ষণ?
ভাবি গো অন্তরে, কি হইবে পরে,
জানি না, হে নাথ! কি হবে উপায়!
পাই যেন, নাথ! সবলের বল,
জয় করি যেন ইন্দ্রিয় সকল,
তব নাম শেষে করিয়ে সম্বল,
মিসাইয়ে যেন যাই তব পায়॥

[ধ্যানস্থ হইলেন।

ভক্তি ও আদিরসের দুই দিক দিয়া প্রবেশ।

ভক্তি। আমার আধারে কেন কর অধিকার?
মানে মানে ফিরে যাও দেশে আপনার।

আঃ-রঃ। (হাব ভাব ভঙ্গীর সহিত)
আমার যা মান, জান মূল্য কত তার?
এর মর্ম্ম বুঝিবারে সাধ্য কি তোমার?
নীরস জীবন নিয়ে আছ এ ভুবনে,
রসের কি ধার ধারো বাস করে' বনে?

ভক্তি। মানের বুঝি না মর্ম্ম? এই কি আমার ধর্ম্ম?
'নীরস জীবন মম' বলিলে এ কথা?
আমায় আদর করে' যে জন রাখে লো ধরে',
তুমি কি সাহস করে' যেতে পারো তথা?

আঃ-রঃ। স্বর্গ মর্ত্ত রসাতল, সব মম করতল,
আমি মাত্র একেশ্বরী, সকলি আমার,—
তোমায় কে চেনে বল, কে আছে তোমার?

ভক্তি। তুমি মাত্র একেশ্বরী সকলি তোমার?
কথা বলে' হাসালে যে, কি কহিব আর?
এ তিন ভুবনে সব, জীবন থেকেও শব
হয় যে লো দিনে দিনে গুণেতে তোমার?
দুর্ব্বল যাহারা, তুমি রাণী সে সবার॥

আঃ-রঃ। তোমারো যে কথা শুনে হাসি রাখা ভার?
দুর্ব্বল যাহারা, আমি রাণী সে সবার?

দেখিয়ে মোহিনী রূপ, অতল রসের কূপ,
হারালেন মহেশ যে জ্ঞান আপনার ?
জীবাত্মায় পরমাত্মায় কে দেয় বিহার ?
কার গুণে তরে' যায় এ তিন সংসার ?
ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র তুমি, কহিলাম সার ;—
নীরস দেহেতে মাত্র তব অধিকার ॥
দেখিবে এখনি শুকে, কে তাহারে রাখে সুখে,
কা' হ'তে সে কারে পায়, দেখিবে সংসার,
কি করিতে পার তুমি, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্রাকার ?

ভক্তি। বড়ই যে জোর দেখি পেয়ে যুবকেরে ;
রহিবে কি চিরকাল শুকদেবে ঘেরে ?
এত কি থাকিবে জোর ? নিশী কি হবেনা ভোর
পাকা কেশে র'বে কি সে' তোমা পানে হেরে ?
বুড়ো শুকে কিবা পাবে আঁখি কোণে ঠেরে ?
যুবতী থাকিতে তুমি পারো চিরকাল।
আমিও থাকিতে পারি আজ যাহা কাল ॥
কিন্তু—
কে তোমার পরাধীন হ'য়ে থাকে চিরদিন ?
আমরণ কারে রাখ পেতে মায়াজাল ?
মাঠে কি বাহিতে পারো তুলে দিয়ে পাল ?
আমি কিন্তু চিরকাল রহিব সমান ;
বরং বাড়িয়া যাবে দিনে দিনে মান।

শৈশব হইলে পার, যৌবনে পরিব হার,
চিরদিন গাব গান ধরিয়ে সুতান।
আমি কি তোমার মত হ'তে পারি ডান?

আঃ রঃ। দেখ্‌বো লো! কার গানে মজে কার প্রাণ।
কেই বা মজাতে পারে, কেবা করে ত্রাণ॥

[দুই দিক দিয়া দুইজনের প্রস্থান।

শুক। (ধ্যানান্তে)

কি আশ্চর্য্য! অরিদল এখনো প্রবল?
এখনো সাহস পায়? এখনো নিকটে ধায়?
আমাকে কি ভাবে তারা এতই দুর্ব্বল?
এ হেন সাধনা মম হবে কি বিফল?
মাতৃগর্ভে রহিলাম দ্বাদশ বৎসর।
কি কারণে দিবাকর গ্রহ তারা সুধাকর,
চাহে নাই দেখিবারে আমার অন্তর?
থাকিতে কি হবে বলে' আঁধার ভিতর?
এখনো আঁধারে কেন পড়ি বার বার?
তা হ'লে তফাতে থেকে, অরিগণ থেকে থেকে,
সাধিছে কি বাধ সবে সাধনে আমার?
শেষে কি মজাতে মোরে বাসনা সবার?
আরো দেখি কিছুদিন ধরায় থাকিয়া।
যে ধন পাবার আশে, রহিয়াছি পিতৃবাসে,

তাঁরে যদি নাহি পাই বিদেশে আসিয়া,
নিজ দেশে যাব শেষে স্বেচ্ছায় চলিয়া॥

(পুনরায় ধ্যানস্থ)

ধীরে ধীরে দূরে রম্ভার প্রবেশ।

রম্ভা। এই ত দেবরাজের আদেশে শুকদেবের তপোবনে এলুম, দেবতারাও ত আমার সঙ্গে এসেছেন। কিন্তু গা'টা কেমন ছম্‌ ছম্‌ কচ্চে। বেরুবার সময় একটা বাধা পড়েছিল, তাইতে কি এমন হচ্চে? ফিরে কি যাব? না, তা হবে না। শুধু শুধু ফিরে গেলে নারীকুলে কি কলঙ্ক হবে না? নারী হয়ে, বিশেষতঃ অপ্সরা হ'য়ে একজন যোগীর ধ্যান ভাংতে পারবনা? মৎস্যগন্ধা যে পরাশর মুনির মুণ্ড ঘুরিয়ে দিছ্‌লে;— মেনকা যে অতবড় বিশ্বামিত্র ঋষির মাথা খেয়েছিল। আমি কি এই ছোক্‌রার ধ্যান ভাংতে পারব না? কিন্তু ছোকরা দেখ্‌লে বড় ভয় হয়, বুড়ো সুড়ো হ'লে তত ভয় টয় হয় না। ন্যাজ খসা বুড়ো সাপের বিষের চেয়ে সলুইয়ের বিষের তেজ আরো বেশী। আগুনের চেয়ে তপের তেজ আরো খর। তা যাই হ'ক, দেবরাজের আদেশ, একবার বেয়ে চেয়ে দেখ্‌তে হবে। একটু তফাতে গিয়ে রস ছড়াতে ছড়াতে ত এখানে আসি, তারপর যা হয় হবে। (ঊর্দ্ধদৃষ্টে) হে দেবগণ!

রক্ষা করো। তেমন তেমন হলে, এখানে আমাকে একলা ফেলে যেন পালিয়ে যেওনা।

[প্রস্থান।

(নেপথ্যে রম্ভার গীত।

ভৈরবী—দাদ্‌রা।

কামেরে জিনিতে, কে পারে মহীতে,
কাম সম বীর কেবা আর ?
যেবা যত বীর, অটল সুধীর,
তত ত্বরগতি দেখি তার॥

শুক। (চমকিয়া উঠিয়া) কে ও গান গাচ্চে ? এ যে মধুর কণ্ঠস্বর! মানব কণ্ঠে ত এত মধুরতা থাকে না ? তবে কে গাচ্চে ? উদ্দেশ্য কি ? দেখি দেখি, ব্যাপার খানা কি। (ধ্যানস্থ হইয়া) ও! ইন্দ্রের এই কাজ ? আমার উপর শত্রুতাচরণ ? (সহাস্যে,) ভাল দেখা যাক কি হয়। (মুদিত নয়নে অবস্থিতি।)

গীত গাহিতে গাহিতে ও মধ্যে মধ্যে নৃত্য
করিতে করিতে রম্ভার পুনঃ প্রবেশ।

গীত।

ভৈরবী—দাদ্‌রা।

আগেতে হারিয়ে সাধের প্রাণ, পুনরায় প্রাণ হ'ল তার,
কামেরে সদয় বল কে না হয়, পরিতে সে রতি-সুখ হার ?

রূপেরি ছটায় মন ভুলে যায়, প্রাণে আঁকা থাকে ছবি তার,
শেষেতে মিলন, প্রেমেরি বাঁধন, দু'য়ে মিলে হয় একাকার।

শুক। (চক্ষু উন্মীলন করিয়া শান্তভাবে) কে আপনি? কোথা হতে আগমন কচ্চেন?

রম্ভা। দেব! আমি একজন স্বর্গ-বিদ্যাধরী, আমার নাম রম্ভা। উপস্থিত নন্দন-কানন হ'তে আস্‌চি।

শুক। অভ্যাগত অতিথি? আগচ্ছ আগচ্ছ। কিন্তু দেবি! আমি একজন ফলমূলাহারী সামান্য ভিক্ষুক, বৃক্ষমূলে বাস। এখানে কি স্বর্গ-বিদ্যাধরীর উপযুক্ত অতিথি-সৎকার হবার সম্ভাবনা? এতে কি আমার অপরাধ হবে না?

রম্ভা। দেব! আপনার কুণ্ঠিত হবার কোন কারণ নাই। আমি সে রকম সামান্য অতিথি নই।

শুক। তবে দেবি! আপনি যদি সামান্য অতিথি না হ'ন, তা হলে জিজ্ঞাস্য, ভগবানের বিশাল রাজ্যে শত শত মহাজন থাকৃতে, শত শত সুরম্য প্রাসাদ থাকৃতে, আমার নিকট এই সামান্য পর্ণ কুটীরে আপনার আগমন কেন?

রম্ভা। দেব! আমাকে ওরূপ সসম্মানে সম্বোধন কর্‌বেন না, তা হলে সম্মানের অবমাননা করা হয়। এ অধিনীকে আপনার দাসী জ্ঞান করবেন

শুক। দেবি! আপনি যে-ই হন, আমার নিকট আজ আপনি

অতিথি। দেব সম অতিথি। উপস্থিত দেবার্চ্চনা হতেও আপনার সৎকার শ্রেষ্ঠ।

রম্ভা। (স্বগত) এ যে একপ্রকার বিপদে পড়লুম। দেবরাজের কল্পনা যে ভেসে যায়, দেখ্‌ছি। এমন মহাজনের সঙ্গে কি করে' আদিরসের কথা কই?

শুক। কি ভাব্‌চেন?

রম্ভা। দেব! ভাবচি এই যে, আমার কতকগুলি মনোগত কথা ছিল, তা সে সব কি করে' আপনার নিকট প্রকাশ কর্‌বো, তাই ভাব্‌চি।

শুক। তার জন্য আপনার ভাবনা কেন? আপনি অশঙ্কোচে বল্‌তে পারেন।

রম্ভা। দেব! মনোমত পাত্র বিশেষের শুভ দর্শনলাভ হ'লে আত্মহারা হ'তে হয়, আর সেই সঙ্গে সঙ্গে স্বভাবজাত কাজগুলিও অবিবাদে আপ্‌নি আপ্‌নি প্রকাশ হয়ে পড়ে।

শুক। আপনার কথার যে ভাবার্থ বুঝ্‌তে পাচ্চি না।

রম্ভা। (স্বগত) আর চুপ্ করে' থাকতে পারি না। যা থাকে ভাগ্যে, প্রকাশ করি। (উর্দ্ধদৃষ্টে) হে কন্দর্প! তুমি সহায় থেকো। (প্রকাশ্যে) দেব! (ভাব ভঙ্গীর সহিত)

গীত।

ঝিঝিট—একতালা।

বসন্তাগমনে, সুরম্য কাননে,
দখিণ মলয় যবে বায়,—
চায় না কি মন, প্রেমিক রতন,
পীরিতি সাগরে যে ভাসায় ?

শুক। (সহাস্যে) এ কি রকম কথা বলচো রম্ভা ?

গীত।

ঝিঝিট—একতালা।

মায়া মোহ সবে, নাশিতে আহবে,
যে না পারে আসি' এ ধরায়,—
কোথা সুখ তার, মেদিনী মাঝার,
শান্তি কোথা সে দেখিতে পায় ?

রম্ভা। (হাবভাবের সহিত) দেব!
উত্তুঙ্গ পীনস্তনবর্ত্তুলান্তরং
মুক্তাবলি হার বিভূষিতান্তরং
স্তনান্তরং যঃ পুরুষো ন সেবতে
বৃথান্তরং তস্য নরস্য জীবনং।

শুক। (সহাস্যে) দেবি!
ওঁকার মূলং পরমং পদান্তরং
গায়ত্রি সাবিত্রী সুভাষিতান্তরং

বেদান্তরং যঃ পুরুষো ন সেবতে
বৃথান্তরং তস্য নরস্য জীবনং।

গীত।

রম্ভা। ঝিঁঝিট—একতালা।

অঞ্জনে রঞ্জিত ঢুলু ঢুলু আঁখি,
কটাক্ষ বাণ সুরচিত;
নিন্দিত ফণী লম্বিত বেণী
রতন ভূষণে বিজড়িত;—
ত্রিবলী শোভিত, নাভী সুগভীর
কোটীতে মেথলা সুশোভিত,
যোষা মুদ্রা হেন রূপসীর
কে না হয় হেরে বিমোহিত?

গীত।

শুক। ঝিঁঝিট—একতালা।

বঙ্কিম ঠাম, ভঙ্গী মোহন,
নয়নে মোহিত ত্রিসংসার,
ভৃগুপদ রেখা কৌস্তভ মণি
বিরাজিত সদা হৃদে যাঁর;
ধ্বজ বজ্রাঙ্কুশ পদে অঙ্কিত,
শ্রীঅঙ্গ চর্চ্চিত চন্দনে যাঁর,
যে না হয় তাঁরে হেরে বিমোহিত,
কোথা সে শান্তি জীবনে তার?

এখন ব'ল, রম্ভা! তোমার আর কোন কথা আছে কি?

রম্ভা। (স্বগত) এ যে বিপরীত কাণ্ড হবার লক্ষণ দেখ্‌ছি। এখন আমি ওঁকে বর সাজিয়ে বাসর ঘরে নিয়ে যাই, কি উঁনি আমাকে তপস্বিনী সাজিয়ে তপোবনে রাখেন? এখন যে এই সমস্যা দেখ্‌ছি।

শুক। কি ভাব্‌ছো রম্ভা? এখন বল', তোমার আর কোন কথা আছে কি?

রম্ভা। দেব! আপনাকে আর অধিক কি বল্‌বো,—আপনি মহা তেজস্বী, পূর্ণ বিবেকী, কিম্বা ত্রিলোক তৃণদর্শী মহা তপস্বী হলেও, আপনার যে তপস্যা, তা আদিরস-যুক্ত মায়ার কাছে হীনবল।

শুক। (সহাস্যে) আমার তপস্যা যা-ই হ'ক, আর আমিও যা' হই, তাতে তোমার লাভালাভ কি?

রম্ভা। আমার অলাভ কিছু নাই। তবে এই লাভ যে আপনি আমাকে ভজনা করেন।

শুক। তোমাকে কিছু উপদেশ দেবার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু তা হ'ল না। তুমি এখন স্বস্থানে প্রস্থান করো।

রম্ভা! আপনাকে সঙ্গী না করে' আমি অন্যত্র প্রস্থান কচ্চিনা।

শুক। (স্বগত) দেশ কাল পাত্র বিবেচনায় রূপান্তর ধারণ কত্তে হ'ল। (প্রকাশ্যে) তুমি এখন প্রস্থান না কল্লে তোমার বিপদ হবে।

রম্ভা। তা হলেও আপনাকে উদ্ধার কত্তে হবৈ।

শুক। (স্বগত) হে ব্রহ্মণ্য দেব! অপরাধ মার্জ্জনা করবেন। (প্রকাশ্যে) হে বৈশ্বানর! পরিত্রাহি, পরিত্রাহি।

(হঠাৎ রম্ভার চতুর্দ্দিকে অগ্নি জ্বলিয়া উঠিল)

রম্ভা। (সভয়ে) কি সর্ব্বনাশ! এ কি হ'ল? চারিদিকে যে আগুন জ্বলে উঠলো। (সক্রন্দনে) হে দেবরাজ! হে দেবগণ! রক্ষা করুন, রক্ষা করুন। প্রাণ যায়, রক্ষা করুন। (ক্রন্দন)

শুক। (সহাস্যে) স্বর্গ-বিদ্যাধরি! কার সাধ্য এখানে এসে তোমাকে রক্ষা করে। কার ক্ষমতা, তোমাকে রক্ষা করবার জন্য আমার অনুমতি বিনা এ তপোবনে প্রবেশ করে?

রম্ভা। (সক্রন্দনে) তা হলে', হে দেব! হে মহাজন! আপনি নিজ গুণে আমাকে রক্ষা করুন। আমার অপরাধ মার্জ্জনা করুন। (ক্রন্দন)

শুক। তবে এখন তিষ্ঠ। মোহে মুগ্ধ হয়ে, এক স্থানে সমভাবে তিষ্ঠ। অগ্নিদেব! তিরোহিত হও। (অগ্নি নির্ব্বাণ হইল। রম্ভা একস্থানে বাক্‌শূন্য হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। শুকদেব পুনরায় ধ্যানস্থ হইলেন)

ধীরে ধীরে দেবর্ষি নারদের প্রবেশ।

নার। (রম্ভাকে দেখিয়া স্বগত) এ কি? ইনি কে? রম্ভা না? (ভাল করে' দেখিয়া) তাই ত, এ যে স্বর্গ-

বিদ্যাধরী রম্ভা। এখানে কেন ? কর্ত্তাটি স্বয়ং ধ্যানস্থ, টুক্‌টুকে রম্ভাটি নিকটস্থ, তপোবনটি লোকালয় হ'তে কিঞ্চিত দূরস্থ, কি তবে মনস্থ ? এ যে আমাদের একেবারে করে' ফেল্লে ব্যতিব্যস্ত। (পরিক্রমণ) এই ইনি স্ত্রী পুরুষ কিছুই চেনেন না, মনুষ্যমাত্রকে দেবতা-ভাব, জগতের যাবতীয় কার্য্যে ইনি সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ, তবে নিভৃত তপোবনে একটি টুক্‌টুকে অপ্সরা সঙ্গিনী কেন ? এর হেতু কি ? একবার দেখি দেখি ব্যাপার খানা কি। (কিঞ্চিৎ ধ্যানস্থ হইয়া) ও হো! এ যে সুন্দর কৌশল! মা কৈলাসেশ্বরীর কল্পনা, ইন্দ্র যন্ত্রী, আর রম্ভা যন্ত্র। কিন্তু হঠাৎ কি এ যন্ত্র কোন কাজ কত্তে পারবে ? এ যে আগেই ভোঁতা হয়ে যাবে। (পরিক্রমণ) তাইত, আমি এখন কি করি ? একটা গীত গাই। দেখি, এতে যদি মহাপুরুষের চট্‌কা ভাঙ্গে।

গীত।

ভীমপলশ্রী-কওয়ালি।

জগততারণ সেই প্রেমেরি আধার।
যদি থাকে মন সে ধনে লভিতে সবার,
তবে হেসে হেসে যাও ঘেঁসে করিতে বিহার॥
একাসন অনশন, দিবা নিশী জাগরণ,

বসন ত্যজিয়ে কেন কৌপীন সার?
ছোলার খোসার মত, এ সংসারে অবিরত
থাকিতে হইবে, কথা বলিলাম সার,
কিন্তু-ভিতরে থাকিতে হ'বে দোঁহে একাকার।
ইস্, এখনো যে বিভোর, এ যে শাড়া শব্দ কিছুই নাই। (প্রকাশ্যে) অহে শুকদেব গোস্বামি! কার ধ্যানে মগ্ন আছ? চক্ষু দুটি মুদিত করে', একটি টুক্‌টুকে অপ্সরাকে সম্মুখে দাঁড় করিয়ে রেখে, কা'কে একমনে ধ্যান কচ্চো?

শুক। (চক্ষু উন্মীলন করিয়া সচকিতে ও সসম্ভ্রমে) একি! আস্‌তে আজ্ঞা হ'ক। (গাত্রোত্থান)

নার। এইত এলেম।

শুক। এখন জিজ্ঞাসা কত্তে পারি কি, আপনি কোন্ মহাপুরুষ, এবং কোথা হতে আগমন হচ্চে?

নার। আমি দেব-ঋষি। শুকদেব! গমন বা কোথায়, আগমনই বা কোথায়; এ স্থান বা কোথায়, সে স্থানইবা কোথায়; তুমি বালক, তোমাকে আর কি বলবো? বিশেষতঃ তুমি এখন বাল্য লীলায় রত।

শুক। আজ্ঞা তা সত্য, আমি বালক সত্য। কিন্তু—যাক। এখানে কতক্ষণ আগমন হয়েছে?

নার। তা' ও বা কি করে' জানবে বল? টুক্‌টুকে রম্ভাটিকে উদরস্থ করবার আগেই তোমার এই ভাব, না জানি

পরে কি হবে। এখন তোমাকে এক কথা জিজ্ঞাসা করি, এখানে এই টুকটুকে জ্যান্ত পুতুলটিকে নজরবন্দী করে' রাখবার হেতু কি ?

শুক। দেবর্ষে! 'হেতু' কি বলচেন? আমি এর কিছুই জানি না। আমি আপনার কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেম, হঠাৎ আমার সম্মুখে এই মূর্ত্তি এসে উপস্থিত। শুধু কি উপস্থিত? আবার তর্ক। তখন কি করি, কার্য্যের ব্যাঘাত হয় ভেবে, অগ্নিদেবকে আনিয়ে একে একটু ভয় দেখালেম।

নার। বটে? তাইত দেখাবে। তারপর?

শুক। আজ্ঞা, তারপর বিদ্যাধরীকে ভয়াকুল দেখে অগ্নিদেবকে স্বস্থানে প্রস্থান কত্তে বল্লেম, অগ্নিদেব তিরোহিত হলেন।

নার। অগ্নিদেবকে যে বেশ বশ করেছ দেখ্‌ছি। তারপর?

শুক। আজ্ঞা, তারপর আমার কিছু উপদেশ না শুনে পাছে ও পালিয়ে যায়, তাই আপাততঃ ওকে স্তম্ভিত করে' দাঁড় করিয়ে রেখেছি।

নার। তা' স্তম্ভিত করে' দাঁড় করিয়ে রাখবার কি আবশ্যক ছিল? লগুড়ের প্রভাবে ধরায় একেবারে লম্বিত করে' রাখলেই ত হত? তা যা হবার তা হয়েছে, এখন একে প্রকৃতিস্থ কর?

শুক। যে আজ্ঞা। (রম্ভার প্রতি) মায়াবিনি! বিদ্যাধরি!

প্রকৃতিস্থ হও।

রম্ভা। (চৈতন্য পাইয়া, পরে দেবর্ষিকে দেখিয়া) একি দেবর্ষি! আঃ প্রাণটা বাঁচ্‌লো। (সহাস্যে) এখন প্রণাম করি, মন খুলে আশীর্ব্বাদ করুন। (দেবর্ষিকে প্রণাম করিল।)

নার। বটে? একেবারে মন খুলে আশীর্ব্বাদ কত্তে হবে? আচ্ছা, তবে এই আশীর্ব্বাদ কচ্চি, শুকে বিহার কর্, চির সুখিনী হ'।

রম্ভা। (সহাস্যে) আজ্ঞা তা—ই করবো, আর তা কল্লেই তা হবো। সম্প্রতি, একটু আগে যে প্রাণটি হারাতে বসেছিলুম?

নার। তা কি জানিস্, রম্ভা! যার প্রাণ আছে তারই প্রাণ কখন কখন এদিকে ওদিকে হারিয়ে যায়। বিশেষতঃ তোদের প্রাণ হচ্চে চেতন পদার্থ। এক স্থান হ'তে আর এক স্থানে অবাধে সটান চলে' যায়; আবার আসে, আবার যায়। যাক, সে কথা যাক্। এখন জিজ্ঞাসা করি, তুই এখানে কি কত্তে এসেছিলি?

রম্ভা। বলি, আপনার কি কিছু অবিদিত আছে?

নার। আমার বিদিত আছে কি না আছে, তার ত কোন কথা হচ্চে না? কিন্তু তোর যে কি আছে আর কি নেই, তা'ত কিছু বুঝতে পাল্লুম না।

রম্ভা। কেন প্রভো?

নার। আবার 'কেন প্রভো ?' ঢাল নেই খাঁড়া নেই, অমনি হাত মুখ চোক্ ঘুরিয়ে এলেই হ'ল ? একি আমাদের দেবরাজকে, কি আর আর মুনিকে পেয়েছিস্ যে, 'পাগ্‌লা ভাত খাবি, না হাত ধোবো কোথা ?' ন্যাকা নেকী। যা', দূর হ', বেরো।

রম্ভা। (সহাস্যে) বলি, শুধু মুখে শুধু হাতে দূর হলে' মনিবকে কি বলে' জবাব দেব ?

নার। সে তখন দেখা যাবে। এখন যাবি কি না ?

রম্ভা। আজ্ঞা, দেবর্ষে! তবু ইচ্ছে হচ্চে যে, আর একবার নেচে গেয়ে যাই।

নার। তাইত, বড় নাচনদার হয়েছিস্ যে ? বলি, এখন একলা যাবি, না ঢেঁকিকে সঙ্গে দেব ?

রম্ভা। কেন দেবর্ষে ? নিজে গেলে কি হয় না ? (হাসিতে হাসিতে প্রস্থান)

নার। এখন শুকদেব! তোমাকে জিজ্ঞাসা করি, তপস্যায় কতদূর অগ্রসর হয়েছ ?

শুক। দেবর্ষে! অগ্রসর হওয়া দূরে থাক, বরং পশ্চাদ্‌গামী হচ্চি।

(নেপথ্যে রম্ভার গীত।)

ভৈরবী—দাদ্‌রা।

মনের ঘরে লাগ্‌লে আগুন কে দেয় তাতে জল ?
কেঁদে কেঁদে বেড়ালে কি হবে তাতে ফল ?
প্রবৃত্তির চাবি নিয়ে, ভালবাসার কল খুলিয়ে,

প্রেমের বারি ঝঝ্ঝরিয়ে ঝল্লে অবিরল,
জলা আগুণ নিভে গিয়ে, যাবে রসাতল॥
বিধি বিষ্ণু মহেশ্বর, মানবাদি যত চর,
কে না বল পান করে সেই প্রেমকে অবিরল? ঃ—
জানিনা ক কোন্ পুরাণে, থাকৃতে বলে শুকনো প্রাণে,
এই কি ছিল প্রেমের ভালে ঢল্ ঢল্ ঢল্?
আদর যেথায় পাব, সেথায় চল্ চল্ চল্॥

শুক। মহামুনে! এই কি আমার অদৃষ্টে লিপিবদ্ধ ছিল? ঘোর আঁধারময় ভব কারাগারে এসে একা থাকৃতে হ'ল? একা যেমন এসেছি, কারুর কি দেখা পাবনা, যিনি আমাকে অন্ধকার হ'তে উদ্ধার করে' নিবৃত্তি মার্গের সীমান্তে নিয়ে যান?

নার। শুকদেব! এ সংসার আঁধারময় কারাগার নয়, আলোকময় শান্তির মেলা। কিন্তু তা' চিন্'তে নিজের একটু দৃষ্টির আবশ্যক। দৃষ্টি টুকু খরতর হ'লে আর কি আঁধারময় কারাগার দেখ্'বে? তখন দেখ্'তে পাবে যে, ঠিক তোমার মত অসংখ্য২ লোক শান্তি মেলায় চারিদিকে ঘু'রে ঘু'রে বেড়াচ্চে। তখন যে দিকে চাইবে, সেই দিকেই তোমার বোধ হবে যেন তুমি দর্পণের সুমুকে দাঁড়িয়ে আছ। তার পর নিবৃত্তি মার্গের সীমান্তে আপনিই যেতে পারবে।

শুক। দেবর্ষে! চক্ষু থাকৃতে অন্ধ হয়ে রয়েছি। হস্ত পদ

থাকৃতে ক্রিয়া হীন হয়ে রয়েছি। বাতুলের মত ঘুরে বেড়াচ্চি। দেখ্‌ছি সব, কিন্তু আমার চক্ষে সকল দ্রব্যই অর্থশূন্য। তাই বলচি, দেবর্ষে! তপস্যায় পশ্চাদ্‌গামী হচ্চি।

নার। এর কারণ বুঝতে পাচ্চ কি ?

শুক। হৃদয় আকাশে মাঝে মাঝে ইন্দ্রিয় অরির উদয়, * এই কারণ। ইচ্ছা হয় সাধনার জন্য পৃথিবীকে ইন্দ্রিয় শূন্য করি।

নার। বুঝিছি। শুকদেব! ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে যুদ্ধ কত্তে হলে, অস্ত্রে শস্ত্রে সজ্জিত হয়ে থাকৃলে কোন কাজ হবে না।

শুক। তবে দেবর্ষে! যে উপায়ে অগ্রগামী হই, অনুগ্রহ করে' সেই উপায়টি আদেশ করুন।

নার। শুকদেব! ইতস্ততঃ ঘুরে ঘুরে বীরভাবে সশস্ত্র হয়ে থাকৃলে কোন ফল ফল্‌বে না। তবে শান্তভাবে কোন উপায়ে একটি দৈবশক্তি অধিকার কত্তে পারলে ফল পেতে পারো, অর্থাৎ তোমার সে ঘোর টুকু যেতে পারে।

শুক। সে দৈবশক্তিটি পাবার উপায় কি প্রভো ?

নার। তুমি যে দেখছি নদীকূলে বাস করে' জলের জন্য হাহাকার কচ্চ। তুমি ব্যাসদেবের পুত্র হয়ে এ কথা আবার

---

* প্রথম অঙ্কের দ্বিতীয় গর্ভাঙ্কে দেবরাজের প্রতি মা কৈলাসেশ্বরীর আদেশ দেখুন।

আমাকে জিজ্ঞাসা কচ্চ? তুমি কি তোমার পিতাকে জিজ্ঞাসা করেছিলে?

শুক। আজ্ঞা না, দেবর্ষে! আপনি আমাকে আদেশ করুন, কি কত্তে হ'বে।

নার। তবে শুন, মিথিলাধিপতি রাজর্ষি জনকের নিকট যাও। তাঁর কাছে গেলে তোমার আশা পূর্ণ হবে।

শুক। তবে আমাকে অনুমতি দিন, আমি মিথিলা যাত্রা করি।

নার। তাঁর কাছে যাবার আগে তোমাকে আর একটি কথা জিজ্ঞাসা করি। প্রবৃত্তি দেশের মাঝখান দিয়ে নিবৃত্তির দেশে যেতে হয়। জগতে প্রবেশ করে' তোমার কি তাই ইচ্ছা আছে?

শুক। দেবর্ষে! ক্ষমা করবেন, জগৎ দুর্ভেদ্য।

নার। শুকদেব! এইটি তোমার ভ্রম। তবে দু'টি কথা বল্‌তে হল, মন দিয়ে শুন। জগৎ দুর্ভেদ্য নয়। তবে যে ব্যক্তি শক্তিহীন, তার পক্ষে দুর্ভেদ্য। সেই শক্তি প্রকৃতি-গত। অথবা প্রকৃতিই সেই শক্তি। পুরুষ হচ্চে শব, আর প্রকৃতি হচ্চে শক্তি কিম্বা শ্রী। শক্তিহীন জীব, জগতে শ্রীহীন ও অকর্ম্মণ্য। জগতে পুরুষ-জীব প্রকৃতির বশ, সুতরাং শক্তি সম্পন্ন। কৈলাসে হর গৌরী, বৈকুণ্ঠে লক্ষ্মী নারায়ণ। সাক্ষাৎ কৈলাসেশ্বরী আর কমলা হচ্চেন শ্রী ও পরমা প্রকৃতি, পূর্ণ শক্তি। জগতস্থ স্ত্রীগণ হচ্চে শক্তি ও শ্রীর

অংশ। জগতের পুরুষগণকে, তুমি, আমি প্রভৃতি সমুদয় পুরুষকেই সেই শক্তি ও শ্রী সম্পন্ন হ'তে হবে। সেই এক শক্তি হ'তেই জগতের উৎপত্তি। জগতের উৎপত্তিই হচ্চে বিধাতার কল্পনা। তোমার পরমারাধ্য পিতামহ পরাশর মুনির শক্তি হ'তে তোমার পিতার উৎপত্তি হয়েছে। তোমার পিতার কল্পনা হ'তে তোমার উৎপত্তি হয়েছে। আবার তোমার শক্তি হ'তে অপর কোন মহাপুরুষের উৎপত্তি হ'তে পারে। উৎপত্তিই হচ্চে ভগবানের কল্পনা। শুকদেব! জগতে প্রবেশ করে' শ্রী ও সু-প্রকৃতিযুক্ত শক্তিকে আশ্রয় কর, তা হলেই তোমার মনের অন্ধকার দূর হবে, আর নিবৃত্তি মার্গে যেতে পারবে।

শুক। দেবর্ষে! এর প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্ত দেখাতে পারেন?

নার। তা হ'লেই তুমি প্রকৃতিস্থ হও? আচ্ছা, তা হ'লে আবার বলি, মিথিলাধিপতি রাজর্ষি জনকের নিকট যাও, তিনিই প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্ত স্থল। তোমার পিতার ও এই ইচ্ছা।

শুক। যে আজ্ঞা, তাই যাব।

উভয়ের প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

ভদ্রাশ্রম।

এক একটি ময়না পাকী হস্তে মুনিকন্যাগণের প্রবেশ।

গীত।

ভৈরবী—দাদ্‌রা।

গা'রে আমার সোণার পাকি! মধুর হরিনাম।
যে নামেতে সফল হয় রে, সকল মনস্কাম॥
সোণা মুখে সোণার ছাঁদে, ঘাড়টি নেড়ে তায়,
পড়লে সে নাম, প্রেমের ফাঁদে আপনি পড়ে' যায়,
শান্তি বাঁধে বাঁধন দিবি, বসে' অবিরাম॥

(চারিদিকে উর্দ্ধদৃষ্টে)

ডাক্‌ দেখিরে কোকিল যত,
'কুহু কুহু' অবিরত,
পঞ্চমেতে তুলে তান মাতিয়ে দেরে প্রাণ :—
আকাশ ভেদী স্বরটি তুলে,
পাপিয়ারা ডাক্‌ সকলে,
'চোক্‌ গেল,' 'চোক্‌ গেল' 'চোক্‌ গেল' বলে'
আপন স্বরে প্রেমের ভরে বল রে বিভুনাম॥

বল্ দেখি'রে যত পাকি ! আছিস্ কাননে,
'মনের কালি, ঘুচাও, কালি ! পড়ি চরণে।'
'কালী' 'হরি' দুটি গাছে,
এক ফল তোরা পাবি পাছে,
পাবি তোরা দু-নামেতে প্রাণের সেই আরাম :—
(হস্তস্থিত ময়নার প্রতি)
সে নামেতে তোর যদি রে ঝরে নয়ন জল,
স্বর্গ মর্ত্ত একেবারে করবি রসাতল,
কেউ কি তখন তিন ভুবনে হ'বে রে তোর বাম ?

একটি বালিকা } (নেপথ্য দেখিয়া) ঐ যে বাবার সঙ্গে দাদা আসচেন। চ' ভাই ! আমরা হরিংদের খাবার দিইগে চ'।

('ভৈরবী'-সুরে) চ' চ' চ' হরিংদের সব্ খাবার দিই গে চ'।

[সকলের প্রস্থান।

ব্যাস ও শুকদেবের প্রবেশ।

শুক। পিত ! আপনার কথার প্রতিবাদ করা আমার মহা পাপ। কিন্তু সত্য কথা বলতে বোধ হয় কোন বাধা নাই। স্বর্গ কামনায় কোন ক্রিয়া করবার অথবা পর্য্যায়ক্রমে সুখান্তে দুঃখ আর দুঃখান্তে সুখ ভোগ করবার আমার ইচ্ছা নাই।

ব্যাস। তবে ভগবানের কল্পনার বিরুদ্ধে কার্য্য করা কি সম্ভব ?

শুক। আজ্ঞা না।

ব্যাস। মনুষ্য দেহ ধারণ করে', দেহী হয়ে পৃথিবীতে এসে, পিতা মাতার আজ্ঞা অবহেলন করা কি পুত্রের ধর্ম্ম ?

শুক। আজ্ঞা না, পিত! কিন্তু পুত্র কি কখন পিতা মাতার অবাধ্য হয় ?

ব্যাস। তবে তুমি আমাদের আদেশ পালন কচ্চ না কেন ?

শুক। তাত! বিধির বিধি পালন কল্লে কি পিতৃ মাতৃ আদেশ পালন করা হয় না ?

ব্যাস। সংসারে এসে সংসারী হওয়া কি বিধির বিধি নয় ?

শুক। পিত! ক্ষমা করবেন। লক্ষ্য লক্ষ্য যোনি ভ্রমণ করেছি। কখন কখন অপ্সরা বেষ্টিত হয়ে নানা উপচারে স্বর্গ ভোগ করেছি। কখন কখন কীট পতঙ্গ হয়ে, কখন কখন শৃগাল কুক্কুর সিংহ ব্যাঘ্র ইত্যাদি হয়ে নানা স্থানে ভ্রমণ করেছি। পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মে যেরূপ দুঃসহ যাতনা ভোগ করেছি, তা হ'তে সহস্র সহস্র গুণ অধিক কষ্ট, সম্প্রতি গর্ভাবস্থান কালে মাতৃ গর্ভে এক এক দিন ভোগ করেছি। অতএব পিত! মৃত্যুর অধীন হ'তে আর আমার ইচ্ছা নাই। যেখানে নিরবচ্ছিন্ন সুখ ও শান্তি, যেখান হ'তে পতনের ভয় নাই, সেই স্থানে যাবার জন্য ব্যাকুল হয়েছি।

ব্যাস। প্রিয়তম পুত্র! তোমার ন্যায় নানা শাস্ত্রজ্ঞ মহাপণ্ডিত তুল্য সু-সন্তানকে আমি আর অধিক কি বলবো ? তবে এই পর্য্যন্ত বলতে পারি যে, সংসারে এসে ন্যায়ান্যায়

বিচার 'করে' সাংসারিক নিয়ম সকল পালন করাই বিধি।

শুক। পিত! অব্যয় সাধনারূপ পুন্য প্রভাবে বিস্তার সহিত ব্রাহ্মণত্ব ও ব্রহ্মতত্ত্ব লাভ করেছি। এ স্থলে, পিত! আমি আর কি করবো? যা মিথ্যা, তা যখন মিথ্যা বলে' আমার উপলব্ধি হ'ল,—আর যা' সত্য, তার সঙ্গে যখন আমার নৈকট্য সম্বন্ধ রইল, তখন আর আমার ন্যায়ান্যায় বিচারের ভয় কি?

ব্যাস। (স্বগত) আর বৃথা তর্ক কল্লে কোন ফল ফল্‌বেনা। বালকদের যে কাজ কত্তে নিষেধ করা যায়, তারা তা-ই করে; কিম্বা যা' কত্তে বলা যায়, তা' করে না। এটি বালকদের স্বভাব। (প্রকাশ্যে) আর তোমার সঙ্গে তর্ক করব না। তুমি মূর্খ নও, তোমার হিতাহিত বিবেচনা করবার ক্ষমতা আছে, এস্থলে তুমি যা' ভাল বিবেচনা কর, তাই কর'। দেবর্ষির কাছে শুনলুম, তিনি কি তোমাকে রাজর্ষি জনকের সঙ্গে দেখা কত্তে বলেছেন?

শুক। আজ্ঞা হাঁ। এখন আপনার অনুমতি হলে, মিথিলা যাত্রা করি।

ব্যাস। বেশ, উত্তম। আমি সম্পূর্ণ অনুমতি দিচ্চি।

শুক। যে আজ্ঞা।

[উভয়ের প্রস্থান।



তৃতীয় অঙ্ক।

I know not which way -
I must look - -
For Comfort. - -

W. Wordsworth.



তৃতীয় অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

মিথিলা। রাজর্ষি জনকের মন্ত্রণা গৃহ

বিদূষকের প্রবেশ।

বিদু। সাবাস সাবাস, হায়! অহং বিদূষক,
সুধা সম দেব-ভোগ মণ্ডার সেবক।
মণ্ডার মাহাত্ম্য কত, গুণ তার কত শত,
কে জানিবে অহং বিনা, আর সে মোদক,
আর যত সুরসিক তাহার ভক্ষক।

ছানা চিনি উভয়ের প্রেমের মিলনে,
খর্জ্জুর গুড়েতে পুনঃ লোহিত বরণে,
যবে হ'য়ে একাকার, মূর্ত্তি ধরে গোলাকার,
কে না দেয় কর তাতে পুলকিত মনে?
কে না ইচ্ছা করে তারে পুরিতে বদনে?

সন্দেশের বীজ যদি হইত ধরায়,
ধন্যবাদ শত শত দিতাম ধাতায়।
না হ'য়ে কাহারো দাস, দিবা নিশী দিয়া চাষ,

পক্ক হ'লে বোঝা বোঝা তুলিয়া মাথায়,
বাড়ি এসে ঢালিতাম ব্রাহ্মণীর পায়॥

সন্দেশ যদ্যপি হত অপ্সরাবতার,
ছায়া সম গায়ে গায়ে থাকিতাম তার।
ভালবেসে প্রাণ ভরে,' অশেষ যতন করে,'
চাকিতাম দিবা রাতি তার সুধা-তার;
রসিকের দলে নাম উঠিত আমার।

ভোজনের শেষ অঙ্কে মণ্ডার প্রবেশ।
ন্যায় শাস্ত্র কহে অর্থ ইহার বিশেষ॥
তিক্ত, কসা, ঝাল, টকে, পরে দধি থক্ থকে,
হয়ে এলে ভোজনের অভিনয় শেষ,
যবনিকা রূপে দেখ পড়েন সন্দেশ।

শ্বেতবর্ণ গোলাকারং মণ্ডা মণ্ডা মহামৃতং,
ভোজনান্তে উদরস্থং পুনঃজন্ম বারং শতঃ।

মন্ত্রী ও কোষাধ্যক্ষের প্রবেশ।

মন্ত্রী। প্রণাম, বিদূষক মহাশয়! কার পুনঃজন্ম বারং শতঃ?

বিদূ। (আশীর্ব্বাদ করিয়া) আর কার মন্ত্রী মহাশয়? মণ্ডা মন্ত্রেন দীক্ষিত যো নরঃ তস্য নরস্য পুনঃজন্ম বারং শতঃ, আর কার?

মণ্ডা সুমিষ্ট বিশিষ্ট আকৃষ্ট কর।
গণ্ডা দুবিষটে ঘিনষ্টে এ কষ্ট হর॥

কোষা। সত্য কথা বল্‌তে কি, বিদূষক মহাশয়! আপনারাই সুখী।

বিদূ। তার কারণ, আপনারা আমাদের সুখে রেখেছেন বলে'। আপনাদের গুণে, আপনাদের কার্য্য প্রণালীতে, আপনাদের সুমন্ত্রণায়, এমন যে রাজর্ষি জনক, দেবতারা যাঁর কাছে কম্পবান, এ হেন রাজাকে আপনারা যখন সুখে রেখেছেন, তখন আমি যে তাঁর আশ্রয়ে থেকে সুখে থাক্‌বো, তার আর বিচিত্র কি?

(মন্ত্রী ও কোষাধ্যক্ষ বিদূষকের পদধূলি গ্রহণ করিলেন)

মন্ত্রী। আপনাদের পদধূলির বলেই আমাদের যা কিছু।

কোষা। আমাদের গুণই বলুন, আর যা-ই বলুন, সব ঐ পাদপদ্মে ভক্তি-বলে। আর এক কথা, বিদূষক মহাশয়! আপনিই রাজর্ষিকে চিনেছেন।

বিদূ। আপনাদের কাছে আর অধিক কি বলবো, আমি যেন নন্দন কাননে বাস কচ্চি।

মন্ত্রী। সে কিরূপ? বিদূষক মহাশয়!

বিদূ। আমাদের রাজর্ষিই যেন নন্দন কানন। তাঁর এক একটি কথা যেন এক একটি বিকসিত পারিজাত। ভাবের গন্ধে দশদিক আমোদ করে রাখে। আরও বল্‌তে কি, তাঁর হৃদয় যেন ক্ষীরোদ সাগর। রাজর্ষির পীরিত প্রেম ভালবাসা, যেন ইড়া পিঙ্গলা সুষুম্নাঃ,

রাদ্দিনঃঅন্তরে অন্তরে বইচে, বিরাম নেই, অথচ কারুর দেখ্‌বার যোটি নেই। আহা! রাজার দয়া যেন গ্রীষ্ম কালের শিশির, কেউ দেখ্‌তে পায়না, অথচ গাছের গোড়া সব রসে' আছে আর মন্ত্রী মহাশয়! আপনার আমার মনে কণিকা মাত্র দয়ার আমেজ হ'লে, চারিদিকে একেবারে হা মা কা পড়ে যায়, ঢাক ঢোল জগঝম্প লম্পঝম্পর দাপোটে দেশ বিদেশ একেবারে থরহরি কম্পবান হয়ে পড়ে।

মন্ত্রী। বিদুষক মহাশয়! এই অল্পদিন রাজর্ষির আশ্রয়ে এসে, আপনি তাঁকে যথার্থই চিনেছেন। তবে এক কথা জিজ্ঞাসা কত্তে পারি কি? আপনার পূর্ব্বের মনীবের হৃদয় কেমন ছিল? তাঁর কাছে ত বহুদিন ছিলেন, তাঁর হৃদয় কেমন?

বিদূ। আহা হা! মন্ত্রী মহাশয়! সে কথা আর তুলবেন না। তাঁর হৃদয় যেন ধু ধু করা সরু সরু বালুকাময় মরু। তাঁর দয়ার স্রোত যেন মজা সরস্বতী, উপরে ছাগলে ঘাস খাচ্চে। তাঁর ভালবাসা, যতক্ষণ না কিছু হস্তগত হয়। তার পরেই স্বাকারে নিরাকারবৎ, চৈতন্যে অচৈতন্য স্বরূপ। তাঁর কথা শুনলে, কাষ্টে কুঠারাঘাতও মধুর সঙ্গীত বলে বোধ হয়।

কতকগুলি দরখাস্ত হস্তে প্রধান কর্ম্মচারীর প্রবেশ।

মন্ত্রী। আসতে আজ্ঞা হয়। আপনার আস্‌তে একটু বিলম্ব হয়েছে বোধ হয়।

প্রঃ ক। আজ্ঞা হাঁ; কিন্তু বিরামেরও অভাব।

রাজর্ষি জনকের প্রবেশ, ও সকলের যথা যথা স্থানে উপবেশন।

রাজা। অদ্যকার কার্য্য কি কি?

প্রঃ কঃ। (একখানি দরখাস্ত দেখাইয়া) দক্ষিণ মহলের সমস্ত প্রজা মহারাজের নিকট এই নিবেদন কচ্চে যে, এ বৎসর প্রচুর বরষাভাবে তা'দিগের ভালরূপ আবাদ হয় নাই, এজন্য রাজস্ব সম্বন্ধে মহারাজের বিচার প্রার্থনা।

রাজা। মন্ত্রি! এ বিষয়ে তোমার অভিপ্রায় কি?

মন্ত্রী। মহাভাগ! এ দাসের এই অভিপ্রায় যে, প্রজাদের এক বৎসরের কর ক্ষমা করা হ'ক, আর তা'দিগকে এই সংবাদ দেওয়া হ'ক যে, আগামী বৎসর যে প্রজা সাধ্যমত যত অধিক জমীতে আবাদ করে' ভালরূপ ফসল জন্মাতে পারবে, তারই রাজস্ব সম্বন্ধে বিশেষরূপে বিবেচনা করা যাবে। আর অধিকন্তু সেই অনুসারে তাকে রাজ সরকার হ'তে পুরস্কারও দেওয়া হবে। প্রজা সন্তান, প্রজাকে রক্ষা করাই ধর্ম্ম।

রাজা। (অপর সকলের প্রতি) কেমন, তোমাদের কি অভিপ্রায়?

কোষা। (সকলের প্রতি চাহিয়া) মহারাজ! মন্ত্রী মহাশয় যা বল্লেন, তা সর্ব্ববাদী সম্মত।

রাজা। বেশ, উত্তম।

বিদু। মন্ত্রী মহাশয়! ইচ্ছে হয় আমি আপনার গুণের বাঁধন হয়ে থাকি। বলব কি, আমার আগেকার মনীবের

হাতে এই রকম দরখাস্ত এলে, তাঁর ঘুঘুরূপী মন্ত্রণা-দাতাগণ এই বন্দোবস্ত কত্তেন যে, সর্ব্বাগ্রে প্রজাদের সর্ব্বস্ব লুণ্ঠন ; তৎপরে কর্ম্মচারী ঘুঘুগণ কর্ত্তৃক লুণ্ঠিত দ্রব্যসব আপনা আপনি ঘরে ঘরে চুল চিরে বণ্টন ; তার পর প্রত্যেকের বাড়িতে দিনকয়েক চল্‌তে চব্য চূষ্য লেহ্য পেয় এই চাতুর্ব্বিধ সণ্টন ; আর উপ-সংহারে, মনীবকে একটা যা তা করে' বুঝিয়ে দিয়ে, তাঁর হাতে দিত উত্তম আওয়াজদার একটি ঘণ্টন।

মন্ত্রী। বিদূষক মহাশয়! 'দিনকয়েক সণ্টন'—এ কি রকম?

বিদূ। আজ্ঞা, এটাও বুঝতে পাল্লেন না? সেই কর্ম্মচারী ঘুঘুদের চাক্‌রিই হচ্চে লুণ্টন, তাতেই যে ক'দিন চলে সণ্টন ; তার পর যে ঠন্ ঠন্ সেই ঠন্ ঠন্।

রাজা। বল কি বয়স্য?

বিদূ। আর কি বল্‌ব মহারাজ? একি আপনার রাজ্য? যে অমাবস্যার রাত্তির কি পূর্ণিমার রাত্তির, কিছুই প্রভেদ নাই? বারমাস রাত্তিরে রাজধানীতে সরকারী আলো জ্বলচে? বারমাস সরকারী চাঁদের আলো? রাজপথের দু'ধারে চাঁদের মালা? প্রজারা রাত্তিরে নির্ব্বিঘ্নে ঘুমিয়ে থাকে, আর রাজপ্রহরীরা পাহারা দিয়ে তাদের সর্ব্বস্ব রক্ষা করে? লেখা পড়ার উন্নতি হচ্চে? বড় বড় প্রজাদের সম্মান রক্ষা করে' তাদের উপর বড় বড় উপাধি দেওয়া হচ্চে? হাসি, সুখ, শ্রী, শান্তি, এদের

দুর্ভিক্ষের নামটি পর্য্যন্ত নাই? একি আপনার রাজ্য মহারাজ?

রাজা। (প্রধান কর্ম্মচারীর প্রতি) আর সব দরখাস্ত কোথাকার?

প্রঃ কঃ। মহারাজ! দ্বিতীয় দরখাস্ত কতকগুলি বণিকের।

রাজা। তারা কি বল্‌চে?

প্রঃ কঃ। মহারাজ! তাদের এই নিবেদন যে তাদের বিক্রয় বড় কম হচ্চে। সেই জন্য তাদের রাজস্ব সম্বন্ধে মহারাজের বিচার প্রার্থনা।

রাজা। মন্ত্রি! এতে তোমার অভিপ্রায় কি?

মন্ত্রী। মহারাজ! এ দাসের এই অভিপ্রায় যে, বহুকালব্যাপী একটি শিল্প প্রদর্শিনী মেলা খোলবার হুকুম হ'ক। তাতে অনেক প্রদেশের অসংখ্য যাত্রীর সমাগম হবে। তা হলেই সমস্ত বণিক দোকানদার প্রভৃতি নানা ব্যবসায়ীর দ্রব্য সকল প্রচুর পরিমাণে বিক্রয় হবে।

রাজা। (সকলের প্রতি) কেমন, তোম্‌রা কি বল?

কোষা। এ অতি সুন্দর পরামর্শ।

বিদূ। (গাত্রোত্থান করিয়া) সাধু সাধু সাধু। মহৎ লোক, অতি মহৎ লোক, খুব অতি মহৎ লোক। খুব বড়, খুব বড়তর, খুব বড়তম। এমন না হলে মন্ত্রী? মহারাজ! আমাদের মন্ত্রী মহাশয়ের কথা শুনে বল্‌বো কি, সৃষ্টি-কর্ত্তার উপর রাগ হচ্চে।

রাজা। সে কি বয়স্য, সৃষ্টিকর্ত্তা আবার কি কল্লেন ?

বিদূ। আজ্ঞা, তিনি নিজে কিছু করেন নাই, তবে আমাদের সু-মন্ত্রীর মত তাঁর একজন মন্ত্রী থাক্‌লে, তাঁর ও আমাদের আরও ভাল হ'ত।

রাজা। সে কি রকম ?

বিদূ। আজ্ঞা, আমাদের মত তাঁর একজন ভাল মন্ত্রী থাক্‌লে, সেই মন্ত্রীর পরামর্শে, তিনি, এমন যে স্বর্ণ, সোণা, তার গায়ে গন্ধ রাখ্‌তেন ; ইক্ষু গাছে ফল ফলাতেন ; চন্দন গাছে ফুল ফুটাতেন ; পণ্ডিতদের অমর কত্তেন ; রত্নাকরের জলকে মিছরির সরবতের মত মিষ্টি কত্তেন ; চাঁদের ক্ষয় রাখতেন না ; যার ধারি, তাকে শীঘ্র শীঘ্র যমালয়ে না পাঠিয়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত হতেন না ; আর যারা ধারে, শুদের শুদ তস্য শুদ সমেত তাদের হাজির কত্তে কাল ব্যাজটি কত্তেন না।

মন্ত্রী। বিদূষক মহাশয়! আপনি মহা পণ্ডিত ; আপনি যথার্থ জ্ঞানী ; আপনিই ধর্ম্মকে চিনেছেন।

রাজা। বয়স্য! যা বল্লে বল্লে, আর এমন কথা বলোনা। এখন যা বল্লে, তার জরিমানা স্বরূপ উপস্থিত এই মালা ছড়াটি নেও। (নিজের গলার মালা বিদূষকের গলায় পরাইয়া দিলেন)

বিদূ। মহারাজ! এ গরিব ব্রাহ্মণের একটি দরখাস্ত আছে।

রাজা। তোমার আবার কি দরখাস্ত ? বয়স্য!

বিদু। মহারাজ! আমাকে যে অট্টালিকা দিয়েছেন, তা ছাড়া আর এক খানি সামান্য পর্ণ কুটীরের হুকুম হ'ক। আমি ব্রাহ্মণীর সঙ্গে সেই কুটীরে বাস করবো।

রাজা। এর কারণ কি বয়স্য ?

বিদু। আজ্ঞা, তার কারণ এই যে, অট্টালিকায় বাস কল্লে, তার ভাবরায় মন থামকা গরম হয়ে যায়। গব্যঘৃত আবরনী অন্ন ভিন্ন, উলঙ্গ অন্ন মুখে রোচে না। উত্তম উত্তম পরিচ্ছদ ভিন্ন সামান্য কাপড়, পরা দূরে থাক, একবার দেখ্‌তেও চক্ষু রাজি হন না। শকট ভিন্ন বাইরে যেতে মন বড়ই কেমন কেমন করে, দু'পা চল্‌তে চরণ জোড়াটি বড়ই নারাজ হয়। জগতের লোককে তৃণ তুল্য জ্ঞান হয়। আরও খুঁজে দেখ্‌লে অনেক সন্ধি পাওয়া যায়। তাই বলচি, মহারাজ! আর সন্ধিতে কায নাই, এখন লোপ হয়ে গেলেই বাঁচি।

একজন দৌবারিকের প্রবেশ ও রাজাকে প্রণাম।

রাজা। কি দৌবারিক ?

দৌবা। মহারাজ! রাজাচার্য্য মহাশয় এসেছেন। তাঁর প্রার্থনা—কোন বিশেষ প্রয়োজন বশতঃ মহারাজের সহিত একবার সাক্ষাৎ করেন। এক্ষণে মহারাজের অভিরুচি।

রাজা। (স্বগত) বিশেষ কারণ? বোধ হয় কোন নূতন সংবাদ আছে।(প্রকাশ্যে) আচ্ছা তাঁকে পাঠিয়ে দাও।

দৌব। যে আজ্ঞা। (প্রণাম ও প্রস্থান)

বিদু। (স্বগত) এইবার দেখ্‌চি চারটি ঘুলিয়ে গেল। এত রকম সকম করে' চারটি জমিয়ে এনেছিলুম, এইবারে দেখ্‌চি রসাতলে যায়। (প্রকাশ্যে) বলি, মন্ত্রণা গৃহে রাজাচার্য্য কেন? ঠাকুর ঘরে নাস্তিক কেন? খালি ঘরে চোর কেন? ষাঁড়া গাছের গোড়ায় জল ঢালা কেন? কুঁজোর পাঁচ হাত লম্বা বিছ্‌না কেন? আইবড় সম্বন্ধীর, ভগ্নিপতির ষষ্টি বাঁটার কাপড় দেখে লাপান কেন?

রাজাচার্য্যের প্রবেশ।

আচা। মহারাজের জয় হ'ক।

রাজা। আস্‌তে আজ্ঞা হ'ক। কি প্রয়োজন আচার্য্য মহাশয়?

আচা। মহারাজ! ব্যাসদেবের পুত্র শুকদেব এসেছেন।

রাজা। শুকদেব! বালক শুকদেব? কার কাছে এসেছেন?

আচা। আজ্ঞা, মহারাজের কাছেই এসেছেন।

রাজা আমার কাছে? কি জন্য? হেতু অবগত হয়েছেন?

আচা। আজ্ঞা না। জিজ্ঞাসা করেছিলেম, কিছুই বলেন নাই। কেবল মহারাজের সহিত সাক্ষাৎ প্রার্থনা। তবে এই মাত্র বলচেন যে, 'সব পণ্ড হ'ল, জন্ম বৃথা হ'ল, রাজর্ষি জনকের জন্মই সার্থক।' আর মধ্যে মধ্যে দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলচেন।

রাজা। (স্বগত) হাঁ, কতক কতক বুঝতে পাচ্চি। (প্রকাশ্যে) এখন তিনি কোথায় আছেন ?

আচা। আজ্ঞা, আমার চৌবাটীতে।

রাজা। আচ্ছা, তাকে আমার তোরণ দ্বারে এসে দাঁড়াতে বলুন।

আচা। যে আজ্ঞা। মহারাজের জয় হ'ক।

[প্রস্থান।

বিদূ। মহারাজ ! শুনিচি, শুকদেব বালক হয়েও বিশেষ জ্ঞানী।

রাজা। হাঁ বয়স্য, মন্দ নয়।

বিদূ। একটু 'কিন্তু' রাখলেন কেন ? মহারাজ !

রাজা। 'কিন্তু' কার পক্ষে নাই ? বয়স্য !

বিদূ। মহারাজ ! বাচালতার জন্য ক্ষমা করবেন। বড় কৌতূহল হলো। শুকদেব সম্বন্ধে কৃপা করে' একটু বিকাশ হলে কৃতার্থ হই।

রাজা। শুকদেব বোধ হয় কিছু জানবার জন্যই আমার কাছে এসেছে। এখন চল বয়স্য ! একটু স্থানান্তরে যাওয়া যাক। মন্ত্রি ! আজ এই পর্য্যন্ত থাক।

মন্ত্রী। যে আজ্ঞা মহারাজ।

[সকলের প্রস্থান।



দ্বিতীয় দৃশ্য।

রাজর্ষি জনকের লীলা কানন।

শুকদেবের প্রবেশ।

শুক। (চতুর্দ্দিক দেখিতে দেখিতে) একি? আমি কোথায় এলেম? এ যে একটি সুন্দর কুশুম কানন। রাজর্ষি জনক কি তবে বিলাস প্রিয়? (পরিক্রমণ) তাঁর দেখা পাচ্চিনা কেন? যে আমায় এখানে পাঠিয়ে দিলে, সেই বা কোথায় গেল?

গীত গাহিতে গাহিতে বারনারিগণের প্রবেশ।

ভৈরবী—দাদ্‌রা।

ফুট্‌লে কলি, জুট্‌বে অলি, লুট্‌বে পরিমল।
এলে নাগর, করবি আদর, বাস্‌বি অবিরল,
ভাল বাসবি অবিরল॥
আয়লো আয়, প্রাণ সজনি! নদীর কুলে চল্ চল্ চল্,
মলয় বায়ে নাচে কেমন, লহরী বুকের মাঝে ঢল্ ঢল্ ঢল্,
তত্তরিয়ে ভাস্‌চে তরী, যৌবনে নাব্‌লো যেন ঢল্,
রসের রসিক্ এসে নাবিক, করে পার দেখ্‌বি কেমন চল্।

শুক। তোমরা কারা?

১ম ব। আমরা পুরুষের ছায়া।

শুক। তোমরা এখানে এলে কেন?

২য় র। আমাদের দেশের নিয়ম পালন কত্তে।

শুক। কি নিয়ম?

৩য় র। আমাদের দেশের নিয়ম এই যে, কোন বিদেশী যদি আমাদের রাজর্ষির সঙ্গে দেখা কত্তে আসেন, তা হ'লে আমরা তাঁকে প্রথমে পরীক্ষা করে' দেখি যে তিনি রাজর্ষির সঙ্গে দেখা করবার যোগ্য কি না।

শুক। কৈ? যিনি আমাকে এখানে পাঠিয়ে দিলেন, তিনি ত আমাকে এ কথা বলে দেন নাই?

৪র্থ র। এ নিয়মত বাইরের লোকে জানেনা? এটি আমাদের ঘরোয়া নিয়ম।

শুক। তোমরা আমাকে কি বিষয়ে পরীক্ষা করবে?

১ম র। প্রথম পরীক্ষা করবো 'মনের।' আমরা প্রথমে দেখবো যে, আপনার মন কতদূর উন্নত।

শুক। আমার মন কি আমার কাছে আছে যে, তাকে পরীক্ষা করে' দেখবে উন্নত কি অবনত?

১ম র। আপনার মন তবে কোথায়?

শুক। রাজর্ষি জনকের কাছে।

২য় র। আর তাঁরই মন যে আমাদের কাছে।

শুক। তাঁর মন তোমাদের কাছে? তোমরা কারা? প্রকৃত উত্তর দাও।

২য় র। আমরা বারনারী।

শুক। (চমকিত হইয়া) তাঁর মন তোমাদের কাছে? রাজর্ষি জনকের মন বারনারীদের কাছে?

৩য় র। আজ্ঞা হাঁ।

শুক। মনই ত সব কার্য্য করে। আবার পাত্র ও কার্য্য ভেদেত মান অপমানের উৎপত্তি, তাঁর কি এ জ্ঞান নাই? ভাল, তাঁর মন যদি তাঁর কাছে নাই, তবে তাঁর কার্য্য করে কে? আর তাঁর এত মানইবা কিসের?

৪র্থ র। যাঁর মন নেই, তিনি আর কি কাজ করবেন? আর তাঁর মানইবা কিসের? রাজর্ষির যা কাজ, তাত আমরাই করি। আমরা যে প্রকৃতি, প্রকৃতিই যে সব কাজ করে। আবার প্রকৃতি-ভেদে প্রবৃত্তির তারতম্য, তা'ত জানেন? কাজে কাজেই, মন যখন কোন কাজ করে, তা প্রকৃতি-গত প্রবৃত্তির অনুরোধে। ধর্ম্মগত প্রকৃতি, প্রেম ভালবাসা মন যদি এই তিন জনকে সঙ্গে নিয়ে সব কাজ করে, তা'হলেইত জগতে তার কাজ করা হলো। প্রেমময়ের সঙ্গে অন্তরে অন্তরে প্রেম না কল্লে কি কোন কাজ হয়?

গীত।

ঝিঝিট—দাদ্‌রা।

বাস্‌তে যে জন জানে ভাল, তার কি থাকে মান?
উধাও হয়ে উড়ে যায়, সে মানের অভিমান।
মনে মনে কল্লে রমণ, আঁধার কি আর লাগে?

আলোয় এসে ঘেঁসে বসে', বাণ মারিলে তাগে,
আর কি নগর থাক্‌তে পারে? অমনি মিসে যান,
দোঁহে অমনি মিসে যান,
তবে-সঙ্গোপণে সে নাগরে মারনা কেন বাণ?

১ম, ৩য় র। তেলা গায়ে মাথে যে জন জল দুনিয়ার,
জল কি কভু লেগে থাকে গায়েতে তাহার?
সর্দ্দী কি তার লাগে, যে জন করে এমন চান?
তবে-রুক্ষু গায়ে চান করে' তুই হারাস কেন প্রাণ?

শুক। তোমরা কারা? দেবী না মানবী?

১ম র। আমরা মূর্ত্তিমতী প্রেম। আমরা পথ দেখাবার আলো।

(সকলে এক একটি
আলোর গেলাস হাতে লইয়া।)

জলের উপর তেলটি দেখ, পল্‌তে জ্বলে তায়,
পল্‌তে, দেখ, ঠেক্‌লে জলে, আপনি নিভে যায়।
মাথার আলো জলে এসে আপনি নিভে যান,
দেখ, আপনি নিভে যান,
একমনেতে জ্বলে এলে হয়রে নির্ব্বাণ।

শুক। জগতে তোমাদের কি কাজ?

১ম র। আপনার পিতামহী সত্যবতী-মৎস্যগন্ধা, আপনার জননী পিবরী জগতে কি কাজ করেছেন? বশিষ্ঠের স্ত্রী অরুন্ধতী কি কাজ করেছেন? কশ্যপের দুই স্ত্রী, দিতি আর অদিতি, জগতে কি কাজ করেছেন? জগৎসংসারে

প্রবেশ কত্তে কি আপনার মন আছে যে, আমরা কি কাজ কচ্চি আপনাকে বলবো, আর তা বল্লে আপনি বুঝতে পারবেন?

শুক। তোমরা যে আমাকে ঘোর সংশয়ে ফেলে দিচ্চ।

২য় র। বলি, গোস্বামী মহাশয়! আকাশে পাখী সব দুটো ডানা ছড়িয়ে উড়ে যায় দেখতে পান ত? ওরা কি একটা ডানায় উড়তে পারে?

শুক। না, না কথনই পারে না।

২য় র। আমরা মানুষ-রূপে পক্ষী। আমরা দু'ট ডানায় সংসারে বিচরণ করি। একটা ডানা হচ্চে ক্রিয়া, আর একটা হচ্চে জ্ঞান।

শুক। এ জ্ঞান তোমরা কোথা থেকে পেয়েছ?

৩য় র। আমাদের প্রাণের ঈশ্বর যিনি, তাঁর কাছ থেকে পেয়েছি।

শুক। কে তিনি? কে সে মহাপুরুষ?

৩য় র। আর কে? রাজর্ষি জনক?

১ম র। আমরা হচ্চি জীবাত্মা, আর তিনি হচ্চেন পরমাত্মা। আমরা হচ্চি স্বর্গ-বিদ্যাধরী, আর রাজর্ষি হচ্চেন দেবরাজ। তা এ সব আপনি কি বুঝবেন? আপনি যখন একটা ডানার জোরে সংসারে বিচরণ কত্তে চেষ্টা কচ্চেন, তখন আমাদের ধর্ম্ম, আমাদের মর্ম্ম, আমাদের কাজ আপনাকে আর কি বুঝিয়ে দেব?

আপনি যে যোগ টোগ কচ্চেন, তা'তে একেবারেই গোলযোগ।

শুক। তা হলে, জগতে কি আমার কোন কাজই হচ্চে না?

২য় র। বলি, ছুটো জিনিষের মিলনকেত যোগ বলে? বীজ মাটিতে পুতলে, মাটির রসের সঙ্গে সেই বীজের সারের সঙ্গে যোগ না হ'লে কি অঙ্কুর হয়? না সেই বীজ থেকে ফলের আশা করা যায়? আপনার শুক্‌নো প্রাণে প্রেমের রস কৈ? সংসারের মর্ম্ম কি?

৩য় র। বলি, গোস্বামী মহাশয়! এই গুরুজনের উপর স-প্রেম ভক্তি, স্ত্রীর উপর স-প্রেম ভালবাসা, সন্তানের উপর স-প্রেম স্নেহ, সমস্ত জীব জন্তুর উপর স-প্রেম যত্ন মমতা স্নেহ দয়া ভক্তি; সকল জিনিষেই যখন প্রেম রয়েচে, তখন সেই প্রেমকে চিনব না? হয়ে কেন মরিনা? জগতে এসে, প্রেম যে কি অমূল্য জিনিষ, তা চিনব না? প্রাণে, প্রেমের অঙ্কুর বেরিয়ে ফলে ফুলে শোভা হবে না?

৪র্থ র। গোস্বামী মহাশয়! ঐ ভক্তির প্রেম, ঐ ভালবাসার প্রেম, ঐ স্নেহের প্রেম, ঐ মমতার প্রেম, সব প্রেম জড়াজড়ি করে' মিশে গিয়ে যে এক অদ্ভূত প্রেম হয়, সেই প্রেমেই যোগ হয়, কাজ হয়, যা মনে করবেন তাই হয়। বলি, ঠাণ্ডা জলে চাল দিলে কি ভাত হয়? আগুণের তাতে জল না তাতুলে কি সে চাল নরম হয়?

শুক। গীত।

সিন্ধু—যৎ।

কি করিতে এলেন এ ভবে ?

১ম র। আঁখি নিয়ে দিশে হারা কেন হও তবে ?

শুক। মহৌষধি কোথা পাই ? কারইবা নিকটে যাই ?

২য় র। নাড়ী যদি দেখাও ভাই, ওষুধ দিই তবে॥

শুক। তোমরা যদি কবিরাজ, রাজর্ষিতে কিবা কাজ ?

৩য় র। দেখো তবে, যোগীবর ! শেষে যা হবে॥

রমনিগণ। গীত।

সিন্ধু—দাদ্‌রা।

তোমার যে হয়েছে বিকার ;

দিনে দিনে হচ্চ তাতে অস্থি চর্ম্ম সার॥

রোগ্‌টি এখন দেখ্‌ছি যেমন,

ওষুধ যদি পড়ে তেমন,

আরাম হয়ে সুখের ভবন করবে অধিকার ;

বলি-স্বাকার দেশে এসে কেন দেখ্‌ছো নিরাকার ?

পীরিত আলোয় রাখ্‌লে মনে,

দেখ্‌তে পাবে প্রেম রতনে,

জলের মতন দুধের সনে থাকৃবে একাকার,

তাই বলি হে প্রেমিক্ হ'য়ে ধারো প্রেমের ধার॥

[সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

রাজর্ষির বাটীর সম্মুখ। দূরে তোরণ দ্বার।

(কালসন্ধ্যা। রবি অস্তাচলগামী)

গীত গাহিতে গাহিতে রাখাল বালকগণের প্রবেশ।

পুরবী—দাদ্‌রা।

বেলা গেল, সন্ধ্যা হল, চল্‌ চল্‌ চল্‌ ঘরে যাই।
সূয্যি মামা বস্‌চে পাটে, চাঁদা মামা উঠ্‌চে ভাই॥
(আকাশ দেখাইয়া) ঝাঁকে ঝাঁকে পাকী গুলি,
ঘর মুকো সব্‌ যাচ্চে, বলে' কিলি কিলি বুলি,
(নেপথ্য দেখাইয়া) বউ যাচ্চে চড়ে' ঐ ডুলি, (কাদের)
আবার ওই দেখ্‌ সব্‌ দলে দলে, যাচ্চে বলদ গাই॥
দেখ্‌ দেখ্‌ দেখ্‌ গাঙ্গে কেমন জল কুলি কুলি,
কলসী কাঁকে জল নিয়ে সব্‌ যাচ্চে মেয়ে গুলি,—
ফুল ফুটেচে গায়ে গায়,
ফুলের বাস্‌ সব্‌ নিয়ে কেমন বইচে মলয় বায়,
ভোম্‌রা কেমন মধু খাচ্চে তায়,
চল্‌ চল্‌ চল্‌ আমরা দুট ফুল নিয়ে পালাই॥

[দৌড়াইতে দৌড়াইতে সকলের প্রস্থান।

শুকদেবের প্রবেশ।

শুক। কি আশ্চর্য্য!

ছয় দিন দিবা নিশী, আলোক আঁধারে মিশি',
অনাহারে অনিদ্রায় করিয়া যাপন,

রহিয়াছি যাঁর আশে, শুষ্ক কণ্ঠে ঊর্দ্ধশ্বাসে
পেলেম না সে রাজার শুভ দরশন ?
নানা স্থানে মিথিলার, ঘুরিতেছি বার বার,
প্রাসাদেরে করিয়াছি শত প্রদক্ষিণ।
পরিহরি নিজদেশ, যাতনার নাহি শেষ,
কাটাতে কি হ'ল কাল হয়ে দিন হীন ?
দেবর্ষি কি ছল করে' পাঠালেন এ নগরে ?
অবশেষে ভুলিনু কি তাঁর ছলনায় ?
মনের বাসনা যাহা, অপূর্ণ কি র'বে তাহা ?
ভগ্নহৃদে ফিরিতে কি হইবে আমায় ?
তাহাই যদ্যপি হবে, রাজ-ঋষি কেন তবে
বলেছেন উপস্থিত থাকিতে আমায় ?
নাহি হয়ে সন্দিহান, না করিয়ে অভিমান,
তাই তাঁর দয়া আশে রয়েছি হেথায় ॥
অবশেষে কিবা রূপ পরীক্ষা করিয়া ভূপ
লইয়া যাবেন মোরে আলোকের দেশে ?
দেখাইবা কোথা তাঁর ? পলে পলে অন্ধকার
ঘেরিল যে হৃদি মোর মিথিলায় এসে ?
গুরুর আদেশ মত, ঘুরিতেছি অবিরত,
দুর্ব্বল হৃদয়ে আর কত দুঃখ সয় ?
সহিলাম এত যদি, রব তবে তদবধি,
যে অবধি সৌভাগ্যের না হয় উদয়।

(নেপথ্যে-সন্ধ্যা সূচক গীত।)

গৌরী—আড়াঠেকা।

রোহিণী আগতা দেখি লাজে রবি লুকাইল।
প্রদোষের ছায়া আসি রঙ্গে রঙ্গে মিশাইল॥
হরিতে তিমির রাশী, উদিত হইল শশী,
ফুটিল তারকা রাশী, কুমুদিনী বিকসিল॥
তমজাল কুলবালা, নাশে জ্বালি দীপমালা,
শঙ্খ ঘণ্টা ঘণ্টারোলে সুমঙ্গল আচরিল :—
সায়ং সন্ধ্যা সমাপন, বেদাদি স্তব পঠন,
দেবে সেবি' দ্বিজগণ, শাস্ত্র আলাপে বসিল॥

শুক। আহা!

কি মধুর! কি লালিত্য!　　সুর ব্রহ্ম সত্য নিত্য,
সুর যোগে সুরজ্ঞান হৃদে উঠে জাগি'।
সেই জ্ঞান কৃপা করে',　　দাও, নাথ! এ পামরে,
কায় মনে এই ভিক্ষা তব পদে মাগি॥

(অস্তমিত রবিকে দেখিয়া)

অস্তমিত দিনমণি,　　সমুদিত নিশামণি,
ত্রিযামা সাজিছে কিবা মধুর বরণে।
দু'চার দণ্ডের পরে,　　জীব জন্তু অকাতরে,
লীন হবে নিদ্রা অঙ্কে ঘোর অচেতনে॥
কিন্তু—আমার কি হ'ল শেষে?　　আসিয়া সুদূর দেশে
রাজর্ষি-আলয়ে এসে কাটাতেছি কাল;

অজ্ঞাত বাঁসের মত, ঘুরিতেছি ইতস্ততঃ,
এত বড় দায় হ'ল, বিষম জঞ্জাল!

একজন লোকের প্রবেশ।

লোক। তুমিই কি শুকদেব, ব্যাসের তনয়,—
অতিথি হয়েছ রাজ-ঋষির আলয়?
শুক। আজ্ঞা হাঁ; কিন্তু কোথা অতিথি সৎকার?
ছয় দিনে পেলেম না দরশন তাঁর?
লোক। (সহাস্যে) ছয় দিন কি বলিছ? যা'ক যুগ ছয়,
তবে যদি লম্পটের দয়া কিছু হয়।
শুক। লম্পট?—এ কি কথা?—বলিছ কাহায়?—
লোক। আসিয়াছ যার কাছে এই মিথিলায়।
শুক। এসেছিত মিথিলার রাজার নিকট।
লোক। তার মত কেবা আছে মাতাল, লম্পট?
শুক। লম্পট মাতাল, যিনি মিথিলার রাজা?
লোক। কেন তার কথা কয়ে কর ভাজা ভাজা?
শুক। জ্ঞানীর প্রধান সবে বলেনা তাঁহায়?
লোক। অজ্ঞানী তাহার মত কে আছে ধরায়?
শুক। তাপস প্রধান তাঁকে বলেনা সকলে?
লোক। নাস্তিক তাহার মত কে আছে ভূতলে?
শুক। রাজ-ঋষি তাঁহারে না সব লোকে বলে?
লোক। এ যশ হয়েছে তার পূর্ব্বজন্ম ফলে॥

[প্রস্থান।

শুক। একি!

'রাজ-ঋষি'আখ্যা তাঁর, সাক্ষাৎ ধর্ম্মাবতার,
যশ তাঁর গাহিতেছে জগৎসংসার;
কিন্তু একি চমৎকার! দোষ তাঁর ব্যভিচার?
পাপের মূরতি, যিনি রাজা মিথিলার?
(ক্ষণেক চিন্তা)
শুনিলাম যাহা যাহা, সত্য যদি হয় তাহা,
কিসের আশায় তবে আসিনু হেথায়?
কাহার নিকটে যাই? কার কাছে জ্ঞান পাই?
কে আমায় লয়ে যাবে সাধনা যেথায়?

(পট পরিবর্ত্তন। এক গৃহ। তন্মধ্যে নানাবিধ বংশীর ধ্বনি, ও বারনারিগণ সহ রাজবেশে রাজর্ষি জনকের কেলীর দৃশ্য প্রকাশ।)

শুক। (দেখিয়া সবিস্ময়ে ওকি) ওকি?

ঝটিতি লোকের পুনঃ প্রবেশ।

লোক। আর ওকি,—দেখে যাও লীলা জনকের।
যতই দেখিবে, তত বেড়ে যাবে জের।

শুক। উনিই জনকঋষি, রাজা মিথিলার?

লোক। আজ্ঞা হাঁ,—দেখে যাও লীলা কত তার।

[প্রস্থান।

শুক। শুনিলাম যাহা যাহা, চক্ষের উপরে তাহা?
রিপুমদে মত্ত সদা মিথিলার পতি?

আমায় কি ছলনায় রেখেছেন মিথিলায় ?
উনি কি দেবেন বলি' কোথা কার গতি ?
মিলি' শত শত নারী, সু কু না বিচারি,'
আদি রসে রত সদা লম্পটের প্রায় ?
এই কি জ্ঞানীর কাজ ? পরিহরি মান লাজ,
সামাজিক বিধি সব দলিছেন পায় ?

(পট পরিবর্ত্তন পূর্ব্বের রাজবাটীর সম্মুখ, দূরে তোরণ-দ্বার।)

সংসার কাননে পশি' সর্ব্বাঙ্গে মাখিয়া মসী,
ঢেকে কি রাখিতে হয় গেরুয়া বসনে ?
এই কি রাজারাচার ? যাঁকে ধর্ম্ম অবতার
বলে সবে সগৌরবে এ তিন ভুবনে ?
পিতা তবে কি ভাবিয়া, আমাকে আশ্বাস দিয়া,
পাঠালেন মিথিলায় জনকের কাছে ?
খুঁজিতেছি আমি যাহা, জনক দেবেন তাহা ?
লম্পটের কাছে তবে কিবা ধন আছে ?
বীতস্পৃহ বীতভয়, রিপু-অরি করি জয়,
শুদ্ধমনে সুধীসনে থাকিবে সংসারে !
কিন্তু একি চমৎকার ! সব বীপরিতাচার ?
পাপের কি জয় হয় ধর্ম্মের বাজারে ?
এই কি কালের গতি ? সমাজ করিবে নতি
পাপ-পূর্ণ রাজ-পদে গলবস্ত্র হয়ে ?

কালে এই হ'ল শেষে ? অধর্ম্ম আসিয়া হেসে
জিনিছে পুণ্যেরে আজি দল বল লয়ে ?

(পট পরিবর্ত্তন। কক্ষ। তন্মধ্যে নানা কোমল যন্ত্রের ধ্বনি, ও তাপস বেশে রাজর্ষির দক্ষিণ কর অগ্নিমাঝে, ও বাম কর এক যুবতীর বক্ষে। এই দৃশ্য প্রকাশ।)

শুক। (দেখিয়া সভয়ে সবিস্ময়ে)

ওকি ওকি ? ওকি দেখি ? জ্যোতির্ম্ময় মূর্ত্তি কার ?
দক্ষিণাঙ্গ আবৃত পাবকে ?
অগ্নি অঙ্গে দিয়া কর, হাসিছেন ফুল্লমনে,
তুষিছেন যেমতি বালকে ?
পুনঃ ও কে বামদিকে ? প্রেমময়ী মূর্ত্তি কার ?
রূপে জিনি' মদনের রতি ?
পুরুষের বাম কর পীন পয়োধর পরে ?
কেবা উনি সুন্দরী যুবতী ?
কে উনি পুরুষবর ? পুনঃ দেখি ভাল করে'
(বিশেষ লক্ষ্য করিয়া দেখিয়া)
তাইত, উনিইত জনক।
একি লীলা দেখি ওঁর ! সুন্দরী যুবতী বামে,
দক্ষিণাঙ্গে জ্বলিছে পাবক !
অগ্নি মাঝে এক কর, অপর যুবতী হৃদে,
মন তবে কোথা আছে তাঁর ?

(কিঞ্চিৎ ধ্যানান্তে চমকিত হইয়া)

মরি মরি, একি দেখি! মন বাঁধা ব্রহ্ম-পদে?
রাজ-ঋষি ধর্ম্ম অবতার?
সুখ দুঃখ সম ভাব, রসের নাবিক ভেদ,
যুবতী পাবকে সম জ্ঞান?
'যুক্ত' হয়ে'মুক্ত' প্রাণ, দেবাদি ঈশান যথা?
হৃদে সদা পূর্ণ-ব্রহ্ম ধ্যান?
মুক্ত ভাব আবরণে অন্তর রাখিয়া ঢাকি',
নিবসেন সদা ব্রহ্ম সনে।
আর—যুক্ত ভাব আচরণে, খেলিছেন সকৌতুকে,
শিশু যথা কৌতুকের বনে?
একি খেলা অদভূত! খেলিতেছ এ সংসারে!
কেবা তুমি মিথিলার পতি?
এই কি পরীক্ষা মোরে করিতেছ অনন্তর—
ক্ষুদ্র আমি ক্ষুদ্রতম অতি?
জ্ঞান দাও, জ্ঞান দাও, অহে ধর্ম্ম অবতার!
রেখনা হে সন্দেহ দোলায়।
গুঢ়তর গুঢ়তম, মনের বাসনা যাহা,
পূর্ণ করে' বাঁচাও আমায়॥

[প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

রাজর্ষি জনকের পূজাগার।

পট্টবস্ত্র পরিধানে রাজর্ষি জনক যোগাসনে উপবিষ্ট। সম্মুখে হোম কুণ্ড; পার্শ্বে কোশা কুশী, তাম্রকুণ্ড ও সসাজে পুষ্পপাত্র।

দূরে গললগ্নিকৃতবাসে মায়া, গৈরিক বসনে দণ্ডায়মানা। রাজর্ষি, পুষ্পপাত্র হইতে একটী পুষ্প লইয়া, তাহাকে মন্ত্রঃপুত করিয়া, মায়ার গাত্রে নিক্ষেপ করিবা মাত্র

মায়া। (কাতরকণ্ঠে করযোড়ে) হে মহাভাগ! হে তেজময়! হে রাজর্ষে! ক্ষমা করুন, ক্ষমা করুন, প্রাণ বধ করবেন না। নারীহত্যাপাপে লিপ্ত হবেন না।

রাজা। (সহাস্তে) আমি নারীহত্যাপাপে লিপ্ত হব?

মায়া। প্রভো! আমিত অপনার শ্রীপাদপদ্মে কখন কোন আপরাধ করি নাই? তবে অকারণ দাসীর ভাগ্যে এ দারুণ যাতনা কেন?

রাজা। তোমার যাতনা অকারণ নয়। সংসারে তোমার অসাধ্য কিছুই নাই। আমার উপর সৃজনের ভার থাকলে, তোমায় সৃষ্টি কত্তেম না।

মায়া। (গীত)

ভৈরবী—যৎ।

রক্ষ রক্ষ রাজঋষি! বধ'না আমায়।
ধরা হ'তে অধিনীরে কর'না বিদায়॥
ইচ্ছা করে' ইচ্ছাময়, দিয়াছেন সঙ্গী ছয়,
অবনী করিতে জয় তাঁহারি কৃপায়,
বধ'না বধ'না তাই, বধ'না আমায়॥
জ্ঞানমার্গে আরোহণ, করে যেই মহাজন,
নিবসেন ব্রহ্মাসনে যেই তেজময়,—
আমার কি সাধ্য আছে. যাই আমি তাঁর কাছে,
তবে—বিধাতার ইচ্ছা পাছে লোপ হয়ে যায়,
বধ'না বধ'না তাই বধ'না আমায়॥

রাজা। (সহাস্যে) সন্তুষ্ট হলেম। এখন বর প্রার্থনা কর। কি বর চাও?

মায়া। (করযোড়ে) প্রভো! এই বর দিন যাতে শুকদেবের দেহে নিরাপদে অবস্থান কত্তে পারি। ভগবান যখন আমাকে শৃঙ্খলরূপে সৃজন করেছেন, তখন পাত্র বিশেষকে বন্ধন কত্তে না পাল্লে, আমার যশের আশা কোথায় প্রভো? রাজর্ষে! এই বর দিন, যাতে শুকদেবকে জয় করে' তাঁকে প্রবৃত্তি মার্গে নিয়ে যাই।

রাজা। (স্বগত) উত্তম হয়েছে। প্রকারান্তরে মায়াকে এখন বর দিতে হবে, যাতে শুকদেবের তপস্যার পথে কোন বিঘ্ন না হয়, অথচ মহামায়ার আদেশ পালন করা হয়। (প্রকাশ্যে) তথাস্তু। কিন্তু তোমার অল্পকাল স্থিতি পর্য্যন্ত জয়। ব্যাসদেবের মানস সফল পর্য্যন্ত জয়। কশ্যপকে, বশিষ্টকে যে পরিমাণে হস্তগত করেছিলে, সেই পর্য্যন্ত জয়। তার অতিক্রম হলে পৃথিবী মায়াশূন্যা হবে।

মায়া। প্রভো! ঐ শুকদেব কি আমার কম অপমান করেছে? পাছে আমার মুখ দেখ্‌তে হয়, এই ভেবে সে দ্বাদশ বৎসর পর্য্যন্ত মাতৃগর্ভে ছিল। একি কম প্রগল্‌ভতা যে, জীব সংসারে এসে মায়াশূন্য হ'য়ে থাক্‌বার বাসনা করে?

রাজা। সত্য।—কিন্তু আমি কি সংসার ছাড়া? তুমি আমার কত নিকটে আছ?

মায়া। মহাভাগ! দিবাকরের সঙ্গে কি খদ্যোতের তুলনা হয়?

রাজা। যাও তবে যাও। আমার কথা বিস্মরণ হওনা।

মায়া। যে আজ্ঞা। আপনার আদেশ শিরোধার্য্য। শুকদেবকে ক্ষণমাত্র অধিকার কত্তে পাল্লে অপমানের পরিশোধ হবে। এক্ষণে বিদায়।

[রাজর্ষিকে প্রণাম করিয়া মায়ার প্রস্থান।

রাজা (হোম কুণ্ডে একটি আহুতি দিয়া) ওঁ। (ধ্যানস্থ হইলেন)

(নেপথ্যে—গীত)

বেহাগ—খয়রা।

পাঁকের ভিতর পাঁকাল মাছের বাসা, ওরে ভাব্ দেখি মন।
বল্‌দেখি সে মাছের গায়ে, পাঁক্ কে কোথা দেখেছে কখন?
হলুদ মেখে নাম্‌লে জলে, কুমীরে ধরে কি কখন?
মূলে যদি ভুলটি করিস্, অকুলে ভাসবিরে তখন।
চক্ষু বুজে ঝড়ের মুখে, যদি তুই থাকিস্, ওরে মন!
আর কি যত পথের ধূলো, চোকে আর পড়ে রে তখন?

বিদূষকের প্রবেশ।

বিদূ। (স্বগত) কি এক কিম্ভূত কিমাকার গোস্বামীই ধরাধামে অবতীর্ণ হয়েছেন। ইনি পূর্ব্ব জন্মে বোধ হয় আগ্নেয়গিরি, কিম্বা একটি কেঁদো বাঘ ছিলেন। নিশ্চয়ই তিনি এ দু'য়ের একটা ছিলেন। তা না হলে, প্রেমময়ের প্রেমের বাজারে এসে তিনি ছাতু খেয়ে মচ্চেন কেন? যার প্রাণের ভিতর প্রেমের ফোয়ারা নেই, যার প্রাণে প্রেমের স্রোত বয়না, যার প্রাণে দু'পন দশপন পীরিতের ফুল ফুটেনা, সে কি গোস্বামী পদবাচ্য হতে পারে, না তাকে গোস্বামী বলে' ভক্তির বান ডেকে যায়? (পরিক্রমণ) আমাদের নূতন গোঁসাইকে দেখচি সৃষ্টি ছাড়া। প্রাণ একেবারে ধুধু মরু। (পরিক্রমণ) বেড়ে হয়েছে, বেশ হয়েছে। যেমন চড়া তেমনি বান। বানের মুখে কি চড়া টড়া থাই পায়? আজ ছ'দিন

ধরে' বাছাধন চোকের জলে নাকের জলে হয়েছেন। (পুষ্পপাত্র দেখিয়া) এই যে ১০৮টি পদ্মফুল হোম-কুণ্ডস্থ হয়েছে। তবেত দেখছি পাক চড়েছে।

রাজা। (ধ্যানান্তে) বয়স্য!

বিদূ। মহারাজ!

রাজা। শুকদেব কোথায়?

বিদূ। আজ্ঞা, তিনি এখন পথে।

রাজা। পথে? কি রকম?

বিদূ। আজ্ঞা, তিনি আচার্য্যের সঙ্গে আসচেন। মহারাজ কি ওই বেশেই থাকবেন?

রাজা। তোমার কি ইচ্ছা?

বিদূ। অমূল্য মণিকে একটি আচ্ছাদনের ভিতর রাখলে ভাল হয় না?

রাজা। ধুলো কাদা সব মণির গায়ে না লাগে। যদি লাগে, তা হলে আচ্ছাদনের গায়েই লেগে থাকবে, ভিতরে প্রবেশ কত্তে পারবেনা। কেমন সখা! তোমার ত এই অভিপ্রায়?

বিদূ। মহারাজত অন্তর্যামী, তবে আর আমায় ও কথা আজ্ঞা কচ্চেন কেন?

রাজা। তবে তোমার যা ইচ্ছা হয় কর। তোমার বাসনা পূর্ণ হ'ক।

বিদূ। যে আজ্ঞা।

[প্রস্থান।

রাজা। (স্বগত) ব্যাসদেবের তনয়। শিবশক্তি সম্পন্ন। পূর্ণবিবেকী। মানস, চিরকাল অচল অটল ভাবে নিবৃত্তি মার্গে বিচরণ করা। আবার অপর দিকে-ব্যাসদেব, মুনি ঋষিগণ প্রভৃতি সকলের অনুরোধ, অচলকে চলৎশক্তি প্রদান করে' প্রবৃত্তি মার্গে নিয়ে যাওয়া। কিন্তু মা শঙ্করীর প্রত্যাদেশ, শুকদেবকে সামান্য বেশে প্রবৃত্তিমার্গে আনয়ন না করা। সমস্যা মন্দ নয়।

একপ্রস্থ রাজপরিচ্ছদ লইয়া বিদূষকের পুনঃ প্রবেশ।

রাজা। এই যে, সখা! যা বল্লে তাই কল্লে। এখন কি কত্তে হবে?

বিদূ। মহারাজের যা অভিরুচি।

রাজা। আচ্ছা, তোমার বাসনাই পূর্ণ হ'ক।

(গৈরিক বসনের উপর রাজপরিচ্ছদ ধারণ করিয়া)

সখে! লোকে আমাকে 'বিলাসী' বলে' সমালোচনা করে।

বিদূ। রাজর্ষে! সে সমালোচনাকে রাস্তার ধূলোর মত জ্ঞান কত্তে হয়। অর্থাৎ, তাকে পদদলিত করাই বিধি। যার অন্তর্দৃষ্টি নাই, তার সমালোচনা করা কেন? দোষ গুণের বাড়ি ত মনের ভিতর। যে সমালোচক তা দেখতে পায় না, সে ত অন্ধ। যে অন্ধ, তার আবার বুক ফুলিয়ে বিচার কত্তে যাওয়া কেন?

(রাজাচার্য্য, ও তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ শুকেদবের প্রবেশ।

আচা। মহারাজের জয় হ'ক। রাজর্ষে! এই শুকদেব এসেছেন।

রাজা। (গাত্রোত্থান করিয়া) এসো, এসো, শুকদেব!

(শুকদেবকে আলিঙ্গন)

শুক। (করযোড়ে, কাতরকণ্ঠে) মহাভাগ! রাজর্ষে! অজ্ঞান বালক বলে' কি আমাকে এত কষ্ট দিতে হয়?

রাজা। শুকদেব! বয়সে তুমি বালক বটে, কিন্তু তোমার মত জ্ঞানী, সাধু, পবিত্র মহাপুরুষ ত্রিসংসারে বিরল।

শুক। মহারাজ! এ যে আমার প্রতি অতি-উক্তি হচ্চে? আবার অপর দিকে, আমি পবিত্র না হ'লে, আপনার পবিত্র পাদপদ্ম দর্শন কত্তে আসবো কেন? কেনইবা আপনার শিষ্যত্ব স্বীকার কত্তে আসবো?

রাজা। তুমি আমার শিষ্যত্ব স্বীকার করবে?

শুক। ঐ আশাতেইত মহারাজের নিকট আমার আসা?

রাজা। তবে বল দেখি, শুকদেব! কি জন্য আমার নিকট এসেছ?

শুক। রাজর্ষে! বল্‌তে সাহস হয় না। মানস, যাবজ্জীবন নিবৃত্তি মার্গে বিচরণ করি। দেবদেবের কৃপায়, এবং তাঁরই শ্রীমুখ হ'তে কিছু কিছু মুক্তি তত্ত্ব অবগত হয়েছি, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ তার শেষাংশ, অর্থাৎ তার সার অংশ

টুকু লাভ হয় নাই। তাই, যা'তে শেষাংশ টুকু লাভ হয়, সেই আশায় মহারাজের নিকট আমার আসা।

রাজা। শুকদেব! সীমান্তের পথ অতি দুর্গম। তুমি বালক, পারবে কি? তবে পার্ত্তে পারো যদি প্রবৃত্তি মার্গের কিছু কিছু পরীক্ষা দিতে পারো।

(শুকদেবের মৌনাবলম্বন)

রাজা। (সহাস্যে) প্রবৃত্তি মার্গের কথাটা শুনে ক্ষুব্ধ হলে?

শুক। রাজর্ষে! ক্ষুব্ধ হয়েছি সত্য; কিন্তু যাতে চক্ষু মুদিত করে' পরীক্ষা দিতে পারি, সেই উপায়টি কৃপা করে' আদেশ করুন।

রাজা। মুদিত চক্ষে পরীক্ষা দেবার চেষ্টা কল্লে, অন্ধকার ভিন্ন আর কিছুই দেখতে পাবে না, বরং তাতে পদে পদে বিপদ ঘটবার সম্ভাবনা। তবে উন্মীলিত চক্ষে অন্ধের ন্যায় যখন বিচরণ কর্ত্তে পারবে, অথবা উন্মীলিত চক্ষে জগৎকে যখন আত্মময় দেখতে পাবে, তখন পরীক্ষা দেওয়া দূরে থাক, পরীক্ষা নিতে পারবে। তাই বলচি, প্রবৃত্তি মার্গে বিচরণ ভিন্ন উন্মীলিত চক্ষে অন্ধের ন্যায় ভ্রমণ কর্ত্তে পারবে না, কিম্বা জগৎকে আত্মময় দেখতে পাবে না। সুতরাং, এই ভিন্ন নিবৃত্তি মার্গে আরোহণ করবার উপায়ান্তর নাই। এই প্রবৃত্তি মার্গের পরীক্ষা দিতে হবে।

শুক। রাজর্ষে! উপস্থিত, আমি কি পরীক্ষা দিতে পারব না?

রাজা। (সহাস্যে) কি করে বলবো? তোমার কত দূর অভ্যাস হয়েছে তা ত জানি না? তবে প্রথমে আমার গুটি-কয়েক প্রশ্নের উত্তর কত্তে পাল্লে বুঝতে পারবো।

শুক। যে আজ্ঞা, তবে প্রশ্ন করুন।

রাজা। প্রথম সোপান অতিক্রম করে' দ্বিতীয় সোপানে আরোহণ কত্তে গেলে, প্রথম সোপানকে কি স্পর্শ কত্তে হবে না?

শুক। আজ্ঞা হাঁ, স্পর্শ কত্তে হবে।

রাজা। আচ্ছা। কোন দ্রব্যের আস্বাদ না পেয়ে, তাকে পরিহার করাকে কি ত্যাগ স্বীকার বলে?

শুক। আজ্ঞা না, রাজর্ষে!

রাজা। উৎপত্তিই যখন সংসারের শ্রী, আর সংসার যখন তাঁর, তখন আমাদের দ্বারা তাঁর সংসারকে শ্রীহীন করে' রাখা কি ভগবানের অভিপ্রায়?

শুক। আজ্ঞা না।

রাজা। ক্রিয়া না কল্লে কি ক্রিয়াশূন্য বলা যায়? গৃহ প্রবেশ না কল্লে কি গৃহত্যাগী বলা যায়?

শুক। আজ্ঞা না, রাজর্ষে!

রাজা। তা হলে সংসার কাননে এসে ধর্ম্মপরায়ণ হয়ে প্রবৃত্তি মার্গে বিচরণ না কল্লে কি নিবৃত্তি মার্গে আরোহণ করা যায়?

শুক। আজ্ঞা না।

রাজা। এইবারে ক্রিয়ার কর্ত্তার অনুসন্ধান করো। বল দেখি, শুকদেব! 'আমি'র অর্থ কি ? 'আমি' কে ?

শুক। আজ্ঞা, তাঁর সূক্ষ্মাংশমাত্র এই দেহে থাকাতে 'আমি' বুঝাচ্ছে।

রাজা। বেশ। তা হলে তিনি ছাড়া 'আমি', কি 'আমার আমিত্ব' কিছুই নাই ?

শুক। আজ্ঞা না। সমস্তই তিনি, এবং সমস্তই তাঁর।

রাজা। তা হলে এই জগতস্থ সমুদয় পদার্থের অধিকারী এবং সমস্ত ক্রিয়ার কর্ত্তা, সেই স্বাকারে নিরাকার ব্রহ্ম ?

শুক। আজ্ঞা হাঁ।

রাজা। তা হলে 'আমারা' কে, বুঝতে পাচ্চ ? তিনিই সব। ভগবানই সব। তিনি আমাদের যে ভাবে চালান, আমরা সেই ভাবে চলি। আমি কে ? তুমিও আমি ; যে রমণিগণকে দেখেছ, সে রমণিগণও আমি, ক্ষুদ্র কীটানু-কীটও আমি। 'আমি'তে জগৎ পূর্ণ। সবই 'আমি', আবার সবই তিনি। প্রথমে প্রবৃত্তি মার্গে বিচরণ কত্তে কত্তে সকলকে 'আমি' জ্ঞান কত্তে শেখাই হচ্চে সাধনা। 'আমি'র দর্শন পেলে ব্রহ্মদর্শন হবে।

শুক। তবে, রাজর্ষে! সে জ্ঞান কিরূপে লাভ হবে ?

রাজা। যতক্ষণ সে জ্ঞান লাভ না হয়, ততক্ষণ এই মনে করো যে, প্রবৃত্তিমার্গে তাঁর চাকুরী কচ্চ, তার দাসত্ব কচ্চো। সমুদয় কার্য্যে সেই মণিবকে স্মরণ কত্তে হবে। সেই

আনন্দময়ের আজ্ঞামত কারও অন্তঃকরণে কষ্ট দেবে না। নিজের রসনা যেমন কটু তিক্ত ত্যাগ করে' অমৃতপান করবার জন্য ব্যাকুল হয়, সেইরূপ অপরের পক্ষে জ্ঞান কত্তে হবে। সাধ্যমত সকলকার আশা পূর্ণ কত্তে হবে। সকলকে হাসিমুখ দেখাতে হবে, আর সকলকার হাসিমুখ দেখতে হবে। এই নিয়মে কাজ কত্তে কত্তেই 'আমি' দেখতে পাবে। 'আমি' দেখতে পেলেই জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত হবে। তারপর সেই চক্ষু উন্মীলিত হলে' প্রবৃত্তিমার্গের সমুদায় পদার্থকে উপেক্ষা করে' নির্ব্বিঘ্নে নিবৃত্তিমার্গে যেতে পারবে।

শুক। রাজর্ষে! এ জগতের সমুদায় পদার্থ যখন অনিত্য, তখন তাদের সঙ্গে কোন সম্বন্ধ না রাখলেইত হয়?

রাজা। এ কথা তোমায় কে বল্লে? একবার ভেবে দেখ দেখি, এ জগতের সমুদয় যখন তিনি, তখন অনিত্য কি, আর কে? তিনি কোথায় নাই, আর কিসেইবা নাই? তিনি তোমাতে আছেন, আমাতে আছেন, সমুদায় জীবে আছেন, বৃক্ষে, লতায়, পাতায়, ফলে, ফুলে, প্রান্তরে, প্রস্তরে, স্তম্ভে, সমুদায় পদার্থে তিনি চির-বিরাজ কচ্চেন। তাঁ ছাড়া যখন কিছুই নাই, তখন জগতে কি অনিত্য বস্তু আছে? আর এক কথা, তুমি যা'দিগকে অনিত্য বলচো, তাদের সঙ্গে সম্বন্ধ না রাখলে, সৎ মনোবৃত্তির যে সকল কাজ, সে সকল কি করে'

করবে? দয়া, ধর্ম্ম, স্নেহ, ভক্তি, যত্ন, মমতা, এদের সব কার্য্য কত্তে হবে না? প্রবৃত্তিমার্গে প্রবেশ করে' জগৎকে হিত উপদেশ দিতে হবে না? জগতের কল্যাণ-সাধন কত্তে হবে না? ধর্ম্ম ভীতু হয়ে, আর দেশ কাল পাত্র বিবেচনা করে' প্রবৃত্তিমার্গে বিচরণ কত্তে পাল্লেই যে সহজে নিবৃত্তিমার্গে আরোহণ কত্তে পারবে। এ জগতে আমাদের পাঠাবার তাঁর অভিপ্রায় কি?

শুক। (সহাস্যে) আজ্ঞা হাঁ, বুঝতে পাচ্চি।

রাজা। শুকদেব! প্রবৃত্তিমার্গে আমাদের দ্বারা সেই সব সৎমনোবৃত্তির কার্য্য করানই হচ্চে তাঁর অভিপ্রায়। তাঁর অভিপ্রায় অনুসারে সব কার্য্য কত্তে হবে। তবে এটি মনে রেখো যে, সমস্ত কার্য্যই তাঁর প্রীতির জন্য। এখন সারের সন্ধান করো। আর এটিও মনে রেখো যে, প্রবৃত্তিমার্গ ভিন্ন অন্য স্থানে সারের প্রথম সাক্ষাৎ পাবেনা। আর এইটির মর্ম্ম বুঝ দেখি? (এই বলিয়া উপরের রাজপরিচ্ছদ খুলিয়া ফেলিলেন)

শুক। রাজর্ষে! বুঝতে পাল্লেম না।

রাজা। বুঝতে পাল্লে না? দেহকে গৈরিকবসনে আবৃত রেখে, উপরে অন্য পরিচ্ছদ ধারণ, অর্থাৎ, মনকে সাত্বিকভাবে আবৃত রেখে, উপরে অর্থাৎ বাহিকে সাংসারিকভাবে বিচরণ।

শুক। আজ্ঞা হাঁ, বুঝতে পাচ্চি।

ত্রস্তভাবে একজন রমণীর প্রবেশ।

রম। মহারাজ সর্ব্বনাশ হয়েছে।

রাজা। কি হয়েছে ?

রম। মহারাজ! ওদিকে আগুন লেগেছে, ঐ দেখুন।

রাজা। (দেখিয়া) তাইত!

বিদূ। (দেখিয়া) ও যে ভয়ানক আগুন লেগেছে, মহারাজ!

[রমণীর প্রস্থান।

রাজা। তাইত, বয়স্য!

শুক। (দেখিয়া সসব্যস্তে) ও দিকে যে আমার কৌপীন কমণ্ডলু রয়েছে, সে সব বা পুড়ে যায় ? (উঠিতে উদ্যত)

রাজা। (শুকদেবের হস্ত ধারণ করিয়া) ও কি কথা বলচো ? শুকদেব! এই না তোমার দেহে মায়া নাই ? এই কি তুমি মায়াশূন্য নির্ব্বিকার ? এখনও কৌপীন কমণ্ডলুর মায়া ত্যাগ কত্তে পারনি ? সম্পদে সুখানুভব, বিপদে দুঃখানুভব, কারা করে ? এ দুই অবস্থায় কারা আত্মহারা হয়ে থাকে ? আত্মহারার পরিণাম কি ? দৈবঘটনাই হ'ক, আর আত্মকৃত ঘটনাই হ'ক, তার জন্য সুখ দুঃখ অনুভব করা কি জ্ঞানীর কাজ ?

বিদূ। শুকদেব গোস্বামী মহাশয়! এই রজককে ফাঁকি দেওয়া ভাবটি অন্তরে অন্তরে, আর বাইরে গৈরিক বসন পরিধান :—পাওনাদারকে বৃদ্ধ অঙ্গুষ্ঠ দেখান

ভাবটি অন্তরে অন্তরে, আর বাইরে যোগীরূপ ধারণ ঃ—যার তার বাড়িতে ভোগ সরান ভাবটি অন্তরে অন্তরে, আর বাইরে 'পান্ সের আটা ঝট্ পট্ দেলায় দে রাম', বলে' ইতস্ততঃ ভ্রমণ; চক্ষুলজ্জাটিকে অতল জলে নিক্ষেপ ভাবটি অন্তরে অন্তরে, আর বাইরে নির্ব্বিকার হবার ভাণ করে' গঞ্জিকা সেবন;—ইত্যাদি ইত্যাদি কল্লে কিছুই হয় না।

শুক। সাধু, সাধু। আপনার চিত্ত যথার্থই পবিত্র। আপনি দেব-তুল্য। আপনি যথার্থই রাজর্ষির প্রিয় বয়স্য।

হাসিতে হাসিতে রমণীর পুনঃ প্রবেশ।

রম। মহারাজ! আগুন কোথায় গেল? তারত কোন চিহ্নও নেই। জিনিষ পত্রও কিছু পোড়েনি। মহারাজ! একি ভৌতিক কাণ্ড?

রাজা। এ যা হ'ক একটা। এখন তুমি যাও।

রম। যে আজ্ঞা।

[প্রস্থান।

রাজা। চল, শুকদেব! স্থানান্তরে যাই। চল বয়স্য!

বিদূ। যে আজ্ঞা।

[সকলের প্রস্থান।

চতুর্থ অঙ্ক।

"We must run glittering like a brook
In the open sunshine."

W. WORDSWORTH.



চতুর্থ অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

নন্দন কানন।

সিংহাসনে দেবরাজ ইন্দ্র আসীন।

সিংহাসনের একদিকে উর্ব্বশী ও মেনকা, অপরদিকে
তিলোত্তমা ও পঞ্চচূড়া দণ্ডায়মান।

উঃ মেঃ। (তিলোঃ ও পঞ্চঃ প্রতি) তোমরা দু'জনে আমাদের যেন নাগর, আমাদের প্রেমের নদী পার করাবার কর্ণধার। কিন্তু আজকাল তোমরা যেন আমাদের তুফানে ফেলে দিয়ে হাল ছেড়ে দিয়ে বসে' থাক। তাই যেন আমরা তোমাদের দশ কথা শুনাচ্চি।

তিঃ পঃ। বেশ ভাই। তা হলে তোমরা যেন আমাদের প্রেয়সী হলে। আচ্ছা বেশ, আমরাও ঐ সুরে গাইব।

ইন্দ্র। বেশ, উত্তম। আজকার আমোদ একপ্রকার নূতন, সুতরাং অতি সুন্দর। আজ আমাকে বিশেষরূপে সন্তুষ্ট কত্তে পাল্লে, সময়ে তোমাদের মনোমত বর দিতে কাল ব্যাজ করবনা। তবে আরম্ভ হ'ক।

মে। ('স্বগত') আমাদেরত বরের বড়ই অভাব।

উঃ মেঃ। গীত। খাম্বাজ—কাওয়ালি।

কি কর, কি কর? সর, কেন জ্বালাতন কর?
আমার নিকট হ'তে যাও।
মন দিয়ে লম্পটে, পড়িব কি শঙ্কটে?
কেন তবে যাতনা বাড়াও?

তিঃ পঃ। মন্ যে তোমার কাছে, বহুদিন বাঁধা আছে,
সেই মন আগে ফিরে দাও।
তবে আমি যাব চলি, ত্যজিয়ে কমল কলি,
বল আর নাই বল 'যাও'॥

উর্ব্বঃ মেঃ। আগে সে কেতকী মান, কর গিয়ে খান খান,
পরে তার পাদোদক খাও।
তাই বলি, হে নাগর! ফুল-কুল মনচোর,
আওতায় ফুলেরে বাঁচাও॥

তিঃ পঃ। জান তো রাগের ভরে, নাগরেরা কি না করে?
নিজ হাতে কেন বিষ খাও?
দয়া যদি কর, ধনি! শত সুখ মনে গণি,
তাই বলি আঁখি কোণে চাও॥

উঃ মেঃ। শতেক রমণী যার, কিবা ধন আছে তার?
কেন মিছে গুমোর বাড়াও?
এক নারী আনিবার বিরাজিবে হৃদে যার,
হেন জনে বলি কি হে, 'যাও'?

ঐ—দাদ্‌রা।

(তাই) যাও যাও যাও, যাও হে নাগব, চাইনা হে তোমায়।

রম্ভার প্রবেশ।

রম্ভা। গীত। ঐ ঐ।

গুমোর করে' থাক্‌লে ঘরে, কি হবে উপায়?

ইন্দ্র। এস, রম্ভা! এস এস, এত বিলম্ব হ'ল কেন? সংবাদ কি?

রম্ভা। আর 'সংবাদ কি,' দেবরাজ! ভাগ্যে ভাগ্যে প্রাণটি নিয়ে পালিয়ে এসেছি।

তিঃ। এম্‌নি রসিকের হাতে পড়েছিলে, যে শেষে প্রাণ নিয়ে পালিয়ে আস্‌তে হ'ল?

রম্ভা। এম্‌নি রসিক, যে মাসে মাসে একবার করে' চক্ষু খোলেন, আর বছরে বছরে একটি করে' কথা ক'ন। সম্প্রতি তাঁর রসিকতার তাতে ঝলসে গিছ্‌লুম, অদৃষ্টের জোরে ভস্ম হয়ে যাইনি।

ইন্দ্র। কি রকম?

রম্ভা। আজ্ঞা, দেবরাজ! অপরাধের মধ্যে একটি গীত গাইতে গাইতে রসিকরাজের কাছে গিছলুম, আর দু'একটি কবিতা বলেছিলুম। তাতেই কর্ত্তা মিষ্টভাবের ময়ান দিয়ে অগ্নিদেবকে ডাক্‌লেন।

অপ্সঃগণ। বল কি?

তিঃ। কি সর্ব্বনাশ! তারপর?

রম্ভা। তার পর, অগ্নিদেব এসে, লক্ লক্ করে' জিব্ বার করে' আমার চারিদিকে অঙ্গ ছড়িয়ে দিলে।

ইন্দ্র। (সক্রোধে) হুঁ,—তার পর?

রম্ভা। তারপর, অগ্নিদেবকে ঠারে ঠোরে কিছু বল্‌তে না পেরে, বিশেষত শুকদেবের সাম্‌নে, আমি অমনি আমাদের ব্রহ্মঅস্ত্র ছেড়ে দিলুম।

ইন্দ্র। সে কি রকম্, রম্ভা?

রম্ভা। কান্না আমাদের ব্রহ্মঅস্ত্র, যে অস্ত্র সকলকে জয় করে?

ইন্দ্র। (সহাস্যে) তা বটে। তার পর?

রম্ভা। তারপর, শুকদেব, অগ্নিদেবকে চলে' যেতে বলে,' আমাকে মোহমন্ত্রে মুগ্ধ করে' রাখ্‌লে। তার পর সেই অবস্থায় কতক্ষণ ছিলুম জানিনা, চৈতন্য হবার পর চেয়ে দেখি সামনে নারদ ঋষি।

ইন্দ্র। আঃ তিনি আবার সে সময় সেখানে কি কর্ত্তে গিয়েছিলেন? তার পর?

রম্ভা। তারপর তাঁর সঙ্গে দু'একটা কথা কয়ে চলে এলুম।

নারদের প্রবেশ।

ইন্দ্র। আসুন আসুন, দেবর্ষে!

(দেবর্ষির চরণে সকলের প্রণিপাত।)

উর্ব্ব। এই আপনার কথাই হচ্ছিল।

নার। এই যে, তোরাও মন রাখ্‌বার কথা কইতে শিখিছিস?

উর্ব্ব। এটা কি রকমের কথা হল, দেবর্ষে?

নার। কথাটা এই রকমের যে, অনেক দিনের ভুলে যাওয়া কোন চেনা লোকের সঙ্গে, ছ'দিন পরে হক, ছ'মাস পরে হক, কি ছ'বছর পরে হ'ক, হঠাৎ দেখা হলেই বলে যে, 'এই আপনার কথাই হচ্ছিল'। কেমন? কথাটা এই রকমের না?

ইন্দ্র। আজ্ঞা না, দেবর্ষে! তা নয়। সত্য সত্যই আপনার কথা হচ্ছিল। রম্ভাই আপনার কথা বল্‌ছিল।

নার। তা হলে ঠিক বটে। যাক্ ও কথা যাক। দেবরাজ! সম্প্রতি একটি বৃহৎ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করেছ না কি?

ইন্দ্র। আজ্ঞা হাঁ, দেবর্ষে! কিন্তু প্রথম উদ্যম ভঙ্গ হয়েছে।

নার। তা'ত হবেই। প্রথমে তেউড় গেল, থোড় গেল, পাতা গেল, খোলা গেল, মোচা গেল, একেবারে কিনা সাজ সজ্জায় ভরা একটি টুক্‌টুকে মর্ত্তমান অযাত্রা পাঠিয়ে দিলে। কাজেই ভঙ্গ হল।

ইন্দ্র। এখন কি উপায় দেবর্ষে?

নার। এর উপায় কি তুমি কত্তে পারনা? এর যে সব রীতি নীতি, যে সব আচার ব্যবহার, সে সবত তোমার মাথা হতেই জন্মাবার কথা। তবে যদি জিজ্ঞাসা কল্লে' তখন একটা উপায় বলি, দেখ তোমার মনোনীত হয় কি না। দেখ, দেবরাজ! কোন একটা কাজ কত্তে হ'লে, বড়ই হ'ক, আর

ছোটই হ'ক, তার একটা গোড়া বাঁধতে হয়। তা আগে যা হবার হয়ে গেছে, এখন এক কাজ করো। মদন রতি আর বসন্তকে ডেকে, শুকদেবের আশ্রমে গিয়ে, তাদের সব আপনার আপনার কাজ কত্তে বল। তারপর, মায়া প্রেম ভালবাসা, এদের সেখানে পাঠিয়ে দিয়ে শুকদেবের অন্তরে আশ্রয় নিতে বল। তার পর গোঁসাইজীর হাব ভাব লক্ষণ দেখে, আর লগ্ন বুঝে রম্ভা সেখানে গেলেই, দেখ্‌বে যে, রম্ভার গর্ভধারিণীকে এই সামনের ষষ্টীবাটায় শুকদেব জামাইকে তত্ত্ব কত্তে হবে। দেবরাজ! আগে চার কল্লে কি কাদা মেখে ফিত্তে হয়?

মেন। দেবর্ষে! এই সকল বিদ্যা শেখাবার জন্যে একটা চতুষ্পাটী খুলুন। তাহ'লে আপনাকে আর ঢেঁকি চড়ে' এদোর ওদোর করে' ঘুত্তে হবেনা।

পঞ্চ। না হয় আর এক কাজ কত্তে পারেন। এরির ন্যায়ের ফাঁকি করে' কোট কোট বিক্রী কল্লে বসে' বসে' চিরকাল চলবে। ঢেঁকি ঘাড়ে করে' আর দৌড় দৌড়ি কত্তে হবে না।

নার। ওরে দেখ, তোরা এক কাজ কর। রম্ভাও যা, তোরাও তা। পরাশর হচ্চে রম্ভার হোবো দাদা শ্বশুর, সুতরাং তোদেরও তাই। মৎস্যগন্ধা এখন গা ঢাকা দিয়েছে। তোরা পরাশরের কাছে যা, তিনি এখন

তোদের পেলে চতুষ্পাঠী কেন, অষ্টপাটী খুলে বসবেন। আর তোদের নিয়ে তাঁর আহার ওষুদ দু'ই চলবে।

তিলো। কেন দেবর্ষে? আপনি কি আমাদের নিয়ে কিছু খুলতে পারেন না?

নার। বটে? তবে আমার সঙ্গে কে কে যাবি আয়। দেবরাজ! এখন আমি চল্লুম। শুভ কার্য্যে বিলম্ব কর না।

[নারদ ও ইন্দ্রের প্রস্থান।

অপ্সরাগণ। কালেংড়া—দাদ্‌রা।

চল্ চল্ চল্ প্রেম-বাজারে যাই।
মনের মতন, সাধের জিনিষ যদি দেখ্‌তে পাই।
খুঁজি যদি মেলিয়ে আঁখি,
কেউ কি মোদের দিতে পারে সমূলে ফাঁকি?
উচিত দরের রাখব না বাকি,
উড়ু উড়ু কল্লে পরে, মারবো তাকে ঘাই॥

[অপ্সরাগণের প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

শুকদেবের তপোবন।

শুকদেব ঘোর ধ্যানে মগ্ন।

আকাশে মদন ও রতির আবির্ভাব।

মদন ও রতির গীত।

মদ। বসন্ত—কাওয়ালি।

(ললিত লবঙ্গলতা—ছন্দেন গীয়তে)

মনোহর সুন্দর সাজে বসুন্ধরা, মন হর জগত জনার।
এসহে অশান্ত বসন্ত অনন্তরে বিহরহ সঙ্গে আমার ॥

(বৃক্ষরাজি নব পল্লবিত ও কুসুমচয় বিকসিত হইল)

রতি। পঞ্চম তানে, সুমধুর গানে, মাতি আনন্দে অপার,
এসহে বসন্ত-সেনাকুল আকুল কর শুকে কুজনে সবার ॥

(নেপথ্যে—কোকিল ডাকিল)

মদ। ধীর সমীর বহে যদি সুন্দর, চাহিবে রসিকে বিহার।

(দক্ষিণ মলয় বহিল)

রতি। কোথা প্রেম সুন্দরী, ভালবাসা সঙ্গিনী, শুকে সুখে রাখলো অপার ॥

মদঃ রতি। শান্তির অন্তরে, রাখ পুরন্দরে, যাতনা বাড়াওনা তার।
পরম পুলকে শুকে রাখিবারে পারিলে, মানস সফল সবার ॥

[মদন ও রতির তিরোভাব।

শুক। (ধ্যান ভঙ্গে মুদিত নয়নে) একি? আমি জাগ্রত না নিদ্রিত? আজ হঠাৎ আমার এ ভাব হল কেন? মস্তিষ্কের গোলযোগ হ'ল কেন? মনেরও যে অবস্থান্তর দেখছি? মনের অবস্থান্তর হয়েছে বটে, কিন্তু কৈ? অশান্তির ত কোন লক্ষণ অনুভব কচ্চি না? এমন কি, শান্তির যে কখন অভাব হয়েছিল, তা ও ত বোধ হচ্চে না? মন যেন চিরকাল শান্তির উপকরণে নির্ম্মাণ বলে' বোধ হচ্চে। তবে আজ মনে সুখকর ভ্রম জন্মাচ্চে কেন?

(চক্ষু উন্মীলন করিয়া, চারিদিকে দেখিতে দেখিতে সবিস্ময়ে)

একি দেখি? আমি কোথা? ধরায় না অমরায়?
কোথা আমি রয়েছি বসিয়া?
সুরম্য স্বপন-রাজ্যে কে আমায় পাঠাইল?
অচৈতন্যে ছিনু কি ডুবিয়া?
এই কি সে তপোবন, শুকের যোগের স্থল?
সাত্বিক ভাবের জন্মস্থান?
স্বভাবের এ সুন্দর ভাবের যতেক শোভা
কোথা ছিল হয়ে অন্তর্দ্ধান?
কোথা হ'তে ফুল কুল মধুর হাসিছে? মরি!
মধুপানে মত্ত অলিগণ!
ওদিকে মাধবী লতা, সহকার তরুতলে
করিতেছে কিবা আলিঙ্গন!

চারিদিকে তরুরাজি, সাজিয়া নবীন সাজে,
প্রকাশিছে নবীন গৌরব।
প্রকৃতি সুন্দরী আজি হাসিছে মধুর হাসি,
কি সুন্দর কুসুম সৌরভ!
(আকাশে কোকিল ডাকিল)
ওকেও? বসন্ত সেনা? তুমিও আসিয়ে হেথা
করিতেছ মধুর ঝঙ্কার?
এখানে ত, মনে হয়, আসিতেনা কোন দিন?
আজ তবে কি কাজ তোমার?
অহো! আমি বুঝিলাম, বসন্তের সেনা তুমি,
রাজার প্রধান সহচর।
সাত্ত্বিক ভাবেতে তুমি জাগাও জগতবাসী,
গাও তবে গাও পিকবর!
(দক্ষিণ মলয় বহিতে লাগিল)
একি! দক্ষিণ মলয়! তুমিও এসেছ হেথা?
স্বাগত, হে অধীর অমর!
তুমিই জগৎ-প্রাণ, তোমা বিনা সবে শব,
অন্তরের তুমি প্রিয়তর॥
কিন্তু একি চমৎকার! কেন এ পরিবর্ত্তন?
কোথা ছিল এরা এতদিন?
মধুর মূরতি ধরি' হাসিতেছে তপোবন,
মুগ্ধ যে হল উদাসীন।

প্রকৃতির হাসি দেখে ভাঙ্গিল ঘুমের ঘোর,
কি হেতু ছিলাম অচেতন ?
সচেতন ত্রিভুবন জীব জন্তু আদি সব,
বৃক্ষ লতা কুসুম কানন।
আমি খালি অচেতন সচেতন ধরা মাঝে ?
একি ভালে লিখন আমার ?
জীবনে মরণ সম কেন হ'ল অধমের
(তবে) অচেতনে কেন থাকি আর ?

(পুনরায় ধ্যানস্থ)

(পরমা সুন্দরী রূপে প্রেমের প্রবেশ
ও বিবিধ কোমল যন্ত্রের সহিত গীত)

প্রেম। সাহানা মিশ্র—একতালা।

আমি অন্তরেরি সার।
আদি, ভক্তি, দুই রসে গঠন আমার॥
পুরুষ প্রকৃতি, ধরি দু'য়েরি আকার।
কুসুমের পরিমল আসন আমার॥
যে জীবনে নাহি পাই কোন অধিকার;
নাহি জানি কোথায় বা শান্তি তাহার ?
আমার আধার সেই সর্ব্বগুণাধার,—
যাঁহার আদেশে আমি ফিরি দ্বার দ্বার॥

(শুকদেবকে প্রদক্ষিণ ছলে নৃত্য করিতে করিতে)

রাঃ ঐ তাঃ দাদ্‌রা

যাঁ' যা' যা' প্রেমের বায়ু লাগ্‌গে শুকের গায়।
হাওয়া যেমন কমল বনে আপ্‌নি উড়ে যায়॥

(শুকদেবের গাত্রে একটি ফুল ফেলিয়া দিয়া প্রস্থান)

(নারদ ও ফুলসাজে সজ্জিতা মনোহর বেশে রম্ভার প্রবেশ ও দুই দিকে লুক্কায়িত ভাবে অবস্থিতি)

শুক। (ধ্যান ভঙ্গে গাত্রোত্থান করিয়া) একি? হঠাৎ মন আমার চঞ্চল হয়ে উঠলো কেন? আজ মনে যে এক অনির্ব্বচনীয় অভিনব ভাবের সঞ্চার হচ্চে? তপোবনের প্রকৃতি আজ যেমন হাস্যময়ী, আমার অন্তরের প্রকৃতিও যে সেইরূপ হাস্যময়ী বলে' বোধ হচ্চে। বসন্তসেনার মত এক অস্ফূট স্বরের ঝঙ্কারে আজ আমার মনকে যেন আকুলিত কচ্চে। দক্ষিণ মলয়ের মত এক মনোহর ভাবের বায়ু আমার হৃদয়কন্দরে যেন প্রতি মুহূর্ত্তে প্রবাহিত হচ্চে। হৃদয় কুসুম যেন এতদিন মুদিত ছিল, আজ যেন সত্য সত্যই বিকসিত হয়েছে। (চক্ষু মুদিত করিয়া) মরি মরি! কে উনি? অনুপম পরম পুরুষ যেন অলিরূপে আমার হৃদয় কুসুমে আসন পরিগ্রহ কচ্চেন? এতদিন এ মধুর ভাবের অভাব ছিল কেন?

(আকাশে পিক পাপিয়া, বৃক্ষশাখে ময়ুর প্রভৃতি সুস্বর পক্ষী সকল ডাকিতে লাগিল।)

শুক। (আকাশের দিকে চাহিয়া) মরি মরি বিহঙ্গম কুল! তোমাদের স্বর এত মধুময়? এত পবিত্র? এত হৃদয়গ্রাহী? এর কারণ কি? (সহাস্যে) বাঃ আমি যেন ঠিক পাগলের মত' বক্‌চি। ভগবানের গুণকীর্ত্তন ভিন্ন ওরা যখন অন্য কথা কয়না, তখন ত ওরা চির পবিত্র। সদানন্দে আহার, বিহার, আর তাঁর মহিমা কীর্ত্তন, এই তিনটি মাত্র যে ওদের কার্য্য; সুতরাং ওরা নির্দ্দোষী, পবিত্র, আর সদানন্দময়। আমরা মানুষ, আমাদের তবে এ দশা কেন? (সহাস্যে) আবার আমি পাগলের মত বক্‌চি। ওরা কি বিজ্ঞান, ন্যায়, শাঙ্খ, পাতঞ্জল, বৈষেষিক প্রভৃতি রাশি রাশি মতামতের ঘুর্ণীজলে আমাদের মত পড়ে' থাকে? হাঁ, ভাল কথা, (পরিক্রমণ) ওরা গৃহী, না বনবাসী? ওরা দুই আশ্রমভুক্ত। দিবাভাগে আলোকে ওরা গৃহী, আর রাত্রে অন্ধকারে ওরা বনবাসী। আমরা তবে মানুষ হয়ে দিবারাত্র কেন বনে বাস করি? কেন চির-কাল অন্ধকারে থাকি?

নারদের প্রবেশ।

নার। তাত বটেই।

(শুকদেব নারদকে প্রণাম করিল।)

নার। তাত বটেই ভায়া? কেন আমরা চিরকাল অন্ধকারে

থাক্‌বো? যখন এ জগতে 'আলো' নামে একটা পদার্থ আছে, তখন আমরা দৃষ্টিকে দুঃখ দিয়ে কেন অন্ধকারে থাক্‌বো? আচ্ছা, বলদেখি শুকদেব! অন্ধকারে ঘুরে ঘুরে ঝোঁপে জঙ্গলে পড়া ভাল— না আলোয় এসে সুরম্য কুসুম কাননে ফুল্ল মনে ভ্রমণ করা ভাল? বল দেখি, শুকদেব! অন্ধকার ভালবাস, না আলো ভালবাস?

শুক। আজ্ঞা. আলোই ভালবাসি।

নার। তবে 'ভালবাসা' নামে একটি জিনিষ আছে তা বুঝতে পাচ্চ? যে ভালবাসা কেবল ভাল জিনিষকেই আকর্ষণ করে? যে ভালবাসার গুণে, এমন কি, দেবতারাও পর্য্যন্ত বশ হ'ন?

শুক। (সহাস্যে) আজ্ঞা হাঁ, বুঝতে পাচ্চি।

(নেপথ্যে-কোমল যন্ত্রের ধ্বনি)

শুক। দেবর্ষে! ভালবাসার দরশনে প্রাণ পুলকিত হচ্চে। কি সুন্দর! কি সুন্দর! (মুদিত নয়নে অবস্থিতি)

(একদিকে মায়ার ও অপরদিকে ভালবাসার প্রবেশ। ভালবাসার গীত)

ভাল। ভৈরবী—পোস্ত।

কেন সবে আমা ধনে করে অযতন?
সুধা দিলে গরল তা'তে মিশায় কি কারণ?
আগে হেসে কথা কয়, কত ভালবাসাময়,

যেন অভিন্ন হৃদয়, কতই যতন ;—
পলকে প্রলয় ভাবে, হ'লে অদর্শন ;—
দু'দিন না যেতে যেতে, উড়ে যায় বাতাসেতে,
কাঁ'দি বসে' দিনে রেতে, হয়ে জ্বালাতন,
আকাশে পাতিয়ে ফাঁদ বধে এ জীবন ॥

(মায়ার গীত।)
ঐ — ঐ।

মায়া। বাসতে যদি জান্‌তে ভাল, সাদায় কি আর মিশতো কাল ?

ভাল। বল, মায়া ! বল বল, কিসে পাই শান্তি নিকেতন ?

মায়া। মায়া যদি, প্রাণ সই ! মাঝখানে দাঁড়ায়,
আর কি গরল মিশ্‌তে পারে স্বরগ সুধায় ?
ভালবেসে অমর হয়ে যায় ;—
মায়ার গুণে সে আগুনে, হবে, সই ! প্রেমের বরিষণ ॥

(প্রেমের প্রবেশ। পরে প্রেম, ভালবাসা, মায়া, একত্রে নারদ ও শুকদেবকে প্রদক্ষিণ ছলে নৃত্য করিতে করিতে গীত।)

ভৈরবী—দাদ্‌রা।

আদর করে' রাখলে ধরে', সুরসিক মনচোরে,
যৌবনের জোরে,
আর কি নাগর ঘুমে তখন থাকবে অচেতন ?
(তখন) প্রেমে মেতে চম্‌কে উঠে, ওলো সই ! করবে আলিঙ্গন ;
শেষে সে-হেসে হেসে ভালবেসে করবে সচেতন।

নার। ভায়া ! এখন কেমন আছ ?

শুক। (মুদিত নয়নে) দেবর্ষে! আপনার কৃপায় ভাল আছি।

নার। মনের অবস্থা কিরূপ?

শুক। মহামুনে! মন আর্দ্র। ভালবাসার দরশনে, মায়ার আলিঙ্গনে, প্রেমের শান্তিবারি বরিষণে, মন এক অদ্ভুত রসে আর্দ্র। প্রাণাধারে এক অপূর্ব্ব প্রকৃতি সুন্দরী আধেয়। মরি মরি! স্বর্গের রমণী, ভালবাসার খনি, প্রেম প্রদায়িনী, শান্তি বিধায়িনী। প্রেম-শান্তি, প্রেম-শান্তি, প্রেম-শান্তি। (স্থির ভাবে দণ্ডায়মান।)

নার। (স্বগত) এই যে ঔষুধ ধরেছে। তাইত বলি, এতটা আয়োজন কি বৃথা হবে? তাও কি কখন হয়? মুক্তকে যুক্ত কত্তে দুনিয়ায় এমন ঔষুধ কি আর আছে? দেবরাজ যদি আমাকে আগে বলে, তা হ'লে কি আমাদের সোনার চাঁদ রম্ভার অমন চাঁদ পানা মুখ খানি ভোঁতা হয়ে যায়? তা যা হ'ক, এখন ঐ ভোঁতা মুখেই কাজ কত্তে হবে। (প্রকাশ্যে) বলি, গোঁসাই জি! ও শুকদেব গোস্বামি! আমি এখানে দাঁড়িয়ে আছি, মনে আছেত? দেখ, ভায়া! ঝিমন্ত অবস্থায় যেন ঘুমন্ত ভ্রম আসেনা। আমি নারদ, তোমার প্রেম প্রদায়িনী নই, তোমার ভালবাসার খনি নই। ভ্রমকে একটু জাগিয়ে রেখ। (রম্ভার প্রতি অনুচ্চস্বরে) আর দেরি কেন? এই সময় এস, শুভ লগ্ন উপস্থিত।

(রম্ভার গীত গাহিতে গাহিতে প্রবেশ।)

রম্ভা। ভৈরোঁ—যৎ।

বিকসিত এ কমল, পরিমলে চল চল,
কেন তাহে মধুকর বসিতে না চায়?
সুধার কি নাই তার? প্রেম শূন্য প্রেমাধার?
রসিক কি একেবারে লুকাল ধরায়?
সুধা কি সোহাগভরে, ডেকে এনে মধুকরে,
মাতিতে বাসনা করে প্রেম-পিপাসায়?
এত কি অপ্সরা ভালে লেখা ছিল কালে কালে?
ধরিতে কি হ'ল শেষে নাগরের পায়?

শুক। (চক্ষু উন্মীলন করিয়া) গীত। রাঃ ঐ তাঃ ঐ।

কে তুমি ঢালিছ সুধা? বাড়িছে প্রাণের ক্ষুধা,
পিয়াসী চকোর আজি মরে পিপাসায়।
কর মোরে অধিকার, আমি নিতান্ত তোমার,
এস হে সুধার খনি, তোষ হে আমায়॥

(হস্ত প্রসারণ)

রম্ভা। (ধীরে ধীরে শুকদেবের হস্তধারণ ও গীত)

রাঃ ঐ—তাঃ ঐ।

যদি হে রসিক বর, আপনি ধরিলে কর,
দেখিও বিরহে যেন জীবন না যায়।
এত যদি ছিল মনে, হারিবে আমার পণে,
তবে কেন এত দুঃখ দিলে হে আমায়?

শুক। পুরিল বাসনা মোর, ভাঙ্গিল ঘুমের ঘোর,
সচেতনে, বরাননে! দেখ হে আমায়।
আর কি কহিব আমি, দোঁহে দোঁহাকার স্বামী,
আধেয় আধারে যেন শেষে মিশে যায়॥
(উভয়ে উভয়ের প্রতি নিরীক্ষণ ও
উভয়ের স্থিরভাবে দণ্ডায়মান)

আদিরসের প্রবেশ।

আঃর। (নেপথ্যাভিমুখে)
এস, ভক্তি! দেখ এসে, কার হল জয়।
গেরুয়া বসনে শুধু সাধনা কি হয়?
বৃক্ষ মূলে বসে' থাকা, ফল খাওয়া কচি পাকা,
সংসারকে ঢেকে রাখা, কোন্ ধর্ম্ম কয়?
পদ্মযোনি যিনি নিজে, গেছে তাঁর মন ভিজে,
পূজিলেন মনসীজে, কার হ'ল জয়? (বল)
হাতে সুতো না বাঁধিলে ধরম কি রয়?
এলেনা এলেনা, সখি! মনে হল ভয়?
যাও তবে যাও সেথা যেথা মরুময়॥

প্রেমঃভালঃ মায়াও আঃর। } একত্রে গীত। ভৈরবী—দাদ্‌রা।

প্রেমিক্ যদি কেউ না হ'ল আসিয়ে ধরায়,
জ্ঞানের বোঝা কি করবে তার সাধের সাধনায়?
আঁখি মুদে জাগ্‌তে যে জন জানে দুনিয়ায়,
আদিরসে মজে' কিসে ভাসে দরিয়ায়?

ভালবাসার তার যদি কেউ জীবনে না পায়,
অন্তে কি সে মিশ্‌তে পারে অনন্তেরি পায়?

[নাচিতে নাচিতে অদৃশ্য।

[ধীরে ধীরে শুকদেব ও রম্ভার প্রস্থান।

নায়। একটি বাসর ঘর করে' রাখ্‌লে ভাল হ'ত।

[প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

গৌরীশঙ্কর পর্ব্বত।

দূরে 'সহস্রধার' ঝরনা।

(ঝরনা মধ্যে হইতে মৃদুস্বরে একটি স্বর, আর সঙ্গীত কালীন মধ্যে মধ্যে তালের ন্যায় একটি শব্দ অনবরত উঠিতেছে।)

মোহন্ত সহ পুষ্প বিল্বপত্র সহিত ফুলের সাজি হস্তে সস্ত্রীক জনৈক যাত্রীর প্রবেশ।

যাঃস্ত্রী। বাবা! এ পর্ব্বতের নাম কি?

মোহ। মা! এ পর্ব্বতের নাম গৌরীশঙ্কর পর্ব্বত। প্রবাদ এই যে, বাবা কৈলাসনাথ আর মা কৈলাসেশ্বরী ত্রিপুরাসুর বধের পর এই পর্ব্বতে কিছুক্ষণ অবস্থান

করেছিলেন, তাই এ পর্ব্বতের নাম গৌরীশঙ্কর পর্ব্বত। আর ঐ যে দূরে সহস্রধার ঝরনা দেখ্‌ছেন, ঐ ঝরনার জলে তাঁরা উভয়ে শ্রীচরণ ধৌত করেছিলেন বলে' এস্থান মহাতীর্থ বলে' গণ্য।

যাঃস্ত্রী। (মোহস্তের প্রতি) বাবা! ঐ ঝরনায়ত স্নান কত্তে হবে ?

মোহ। হাঁ মা, তাত হবেই। আর বাবাজীকে শ্রদ্ধাদি তর্পণও কত্তে হবে।

যাত্রী। আজ্ঞা হাঁ, বাবা! সমস্তই করবো।

যাঃ স্ত্রী। (উৎকর্ণ হইয়া, মোহস্তের প্রতি) বাবা! ঝরনা থেকে ঐ যে একটি সুরের শব্দ হচ্চে, আর মধ্যে মধ্যে আর এক রকমের শব্দ হচ্চে, এর কারণ কি ?

মোহ। বাবা আর মা এই পর্ব্বতে যখন বিশ্রাম করেছিলেন, সেই সময় গন্ধর্ব্ব আর কীন্নরেরা এইখানে এসে গীত বাদ্য দ্বারা তাঁ'দিগকে সন্তুষ্ট করেছিল। তাদের গীত বাদ্যে সন্তুষ্ট হ'য়ে বাবা গৌরীশঙ্কর তা'দিগকে এই বর দিয়েছিলেন যে, 'তোমরা যেমন আমাদিগকে সন্তুষ্ট করিলে, তোমাদিগের স্বরের আর বাদ্যের তালের ধ্বনি চিরকাল এই ঝরনা হইতে উত্থিত হইবে।' প্রবাদ এই যে, ঐ দুই শব্দ সেই স্বর আর বাদ্যের তালের শব্দ।

যাত্রী। বাবা! এখানকার আর একটি বিষয় যা শুনিছি, তা কি সত্য ?

মোহ। কি বিষয়? বাবাজি!

যাত্রী। শুনিছি যে, বহুকালের পুরাতন একটি ব্যাঘ্র নাকি এই পর্ব্বতে আছে? এ কথা কি সত্য?

মোহ। হাঁ, বাবাজি! এ কথা সত্য।

যাঃ স্ত্রী। তবে ত এখানে ভয় আছে?

মোহ। না, মা! তাতে কোন ভয় নাই। সে বাঘ কারও অনিষ্ট করে না। বরং আরও একটি আশ্চর্য্য দেখ্‌বে। ঐ পাহাড়ের উপরে একটি গুহা আছে। সেই গুহা-মধ্যে গৌরীদাস বাস করে।

যাঃ স্ত্রী। গৌরীদাস কে? বাবা!

মোহ। ঐ ব্যাঘ্রের নামই গৌরীদাস। যে কেউ ঐ গুহার মুখে ফুল বিল্বপত্র, মিষ্টান্ন, কি প্রসাদী মাংস দেয়, গৌরীদাস কেবলমাত্র মাথাটি বার করে' সে সব খায়। আর যে ব্যক্তি ঐ সব জিনিষ দেয়, গৌরীদাস মাথাটি লুটিয়ে ভক্তিভাবে তাকে প্রণাম করে' গুহা মধ্যে প্রবেশ করে। তার সাক্ষ্য দেখ, আমি কিছু ফুল বিল্বপত্র দিগামি।

(মোহন্ত তদ্রূপ করিলেন। ব্যাঘ্রও সেইরূপ কার্য্য করিল।)

যাঃ স্ত্রী। কি আশ্চর্য্যি! কি ভগবানের খেলা!

যাত্রী। অদ্ভুত! অদ্ভুত! ভাল কথা। বাবা! ব্যাসদেবের পুত্র শুকদেব নাকি আজ ক'দিন হ'ল রাজর্ষি জনকের কাছে এসেছেন?

মোহ। হাঁ, বাবা! কেবল এসেছেন নয়, তিনি এক বিষম সমস্যায় পড়েছেন।

যাত্রী। আজ্ঞা হাঁ, তাও শুনিছি। আবার রাজর্ষি জনক সে সমস্যা পূরণও করেছেন, তা ও শুনিছি। তা বাবা! সংসারে এসে প্রবৃত্তিমার্গে পবিত্রভাবে পবিত্র সঙ্গিনী নিয়ে বিচরণ কত্তে পারলে, সহজেই নিবৃত্তিমার্গে আরোহণ করা যায়।

মোহ। এখন চল, বাবা! ঐ ঝরনায় স্নান শ্রাদ্ধ তর্পণ করবে চল।

যাত্রী ও যাঃস্ত্রী। গীত।

ঝিঝিট—একতালা।

জয় জয় জয় মহেশ্বর, তাপ ত্রয় বারণং।
জয় জয় জয় মহাদেব, ত্রিপুরাসুর নাশনং।
জয় পশুপতি অগতির গতি, পার্ব্বতী পতি মহেশং,
পরাৎপর করুনাসাগর, শান্তি সুখ কারণং॥

[সকলের প্রস্থান।

নারদ ও শুকদেবের প্রবেশ।

শুক। দেবর্ষে! মন আর জ্ঞানের তর্ক বিতর্কে অন্তর যার পর নাই চঞ্চল হয়ে উঠলো। আমার উপর এত বিড়ম্বনা কেন? ভগবানের শ্রীপাদপদ্মে আমি কি এতদুর অপরাধী হয়েছি যে, প্রবৃত্তিমার্গে এসে রিপুর সঙ্গী হ'তে হবে? তা হলে, দেবর্ষে! নিবৃত্তির

শান্তিময় রাজ্যে আর কি আমি বিচরণ কত্তে পাব না?

নার। শুকদেব! দুঃখিত হও না। প্রথমে প্রবৃত্তির রাজ্যে কিছু দিন সুখ সম্ভোগ করে', পরে নিবৃত্তির রাজ্যে প্রবেশ করে' পূর্ব্ব প্রবৃত্তির সমস্ত সুখ উপেক্ষা করাই হচ্চে বীরের আর জ্ঞানীর লক্ষণ। সুখের আস্বাদ পেয়ে, পরে তা ত্যাগ করাই হচ্চে ত্যাগ স্বীকারের লক্ষণ। এইরূপ ক্রিয়াই সুফলপ্রদ। (নেপথ্য দেখাইয়া) ঐ দেখ কারা আসচে। চল আমরা একটু অন্তরালে যাই।

[উভয়ের অন্তরালে গমন।

পৃষ্ঠে তূণ স্কন্ধে ধনু,—পাহাড়ীয়া ও পাহাড়ীয়া পত্নীর প্রবেশ।

পাহাঃ ও পাহা-পত্নী গীত।

ভৈরবী—কাহার'য়া।

তাগ করনা, তাগ করনা, বাণ মারনা ভাই।
পেটের তরে শীকার টিকার পাবিরে এ ঠাঁই॥
হিয়ে রাখলে বিশোয়াস, হাড়ের ভিতর পাব শাঁস,
শুকনো ভুঁয়ে হবে চাষ, ভজলেরে গোঁসাই ;—
কালা মনে সোণা মানিক, সব হবেরে ছাই,
(আর) সাদা মনে ঝুলি পোরা পাবিরে বছরাই॥
রাঙ্গা মুকস্ কালা মু, আরে রাম রাম থু থু,
সোণামুখী পীরিত করে, কালামুখী ডুকরে মরে,

(নেপথ্য দেখিয়া) ধর্ ধর্ ধর্, মার্ মার্ মার্ বাঘ যায়রে ভাই,
(উভয়ে উভয়ের চিবুক ধরিয়া) চল্ চল্ চল্ চাঁদমুখী তে'গা সানাই॥

[নাচিতে নাচিতে উভয়ের প্রস্থান।

অন্তরাল হইতে নারদ ও শুকদেবের পুনঃ প্রবেশ।

নার। শুকদেব! এ পাহাড়বাসিরা কি বলে গেল বুঝতে পাল্লে? জগতে পুরুষ প্রকৃতির কার্য্য দেখতে পাচ্চ? ক্ষুদ্রমনে হীন জাতিতেও ওরা পবিত্র ভাবে পুরুষ প্রকৃতি। ওরা সামান্য লোক হলেও, ওদের অন্তঃকরণে প্রবৃত্তির সঙ্গে সাত্বিকভাবের ক্রিয়া দেখ। আর শেষটা মনে রেখ, ওরা সংসারী।

শুক। দেবর্ষে! সবই বুঝতে পাচ্চি, কিন্তু—

[উভয়ের প্রস্থান।

পট পরিবর্ত্তন।

নদীর কূল।

দাঁড় হস্তে নাবিক ও নাবিকপত্নীর প্রবেশ।

নারদ ও শুকদেবের প্রবেশ ও অন্তরালে অবস্থিতি।

নাঃ পঃ। খাবি কি রে ভোঁদার বাপ! ঘরকে নেই যে চাল?
নাবি। তাইত, ক্ষেপি! আজ যে আমি হয়ে গেনু ঘাল?
নাঃ পঃ। দু'চার কাহন কড়ি আসে, তিনটে পেট কি চলে?
নাবি। কোথা যাব পেটের দায়ে, না' রেখে এই জলে?

নাঃ পঃ। (হাসিতে হাসিতে)

ভাবনা কি রে ভোঁদার বাপ! আয়না ডাকি তায়।
পাই কি না পাই, দেখে শেষে করবো যা মন চায়॥

উভয়ের গীত।

টোড়ী ভৈরবী—দাদ্‌রা।

পারে যে যায়, কচ্চি তারে পার।
নদীর জল সব শুকিয়ে গেলে, পার হবে কে আর?
পেটের জ্বালায় মরবো ঘুরে, থাক্‌বো পড়ে' বহুৎ দূরে,
কাঁদ্‌বে না ক শ্যাল্ কুকুরে, দেখলে মোদের বইতে দুঃখের ভার,
কইব কি আর ঠাকুর তোমায়, এ চেষ্টাতে পড়চে বুকে ভার॥
মনে করি সকাল বিকেল, নমি তোর রাঙ্গা দুটি পায়,
পড়ি কাঁদে, ভোঁদা কাঁদে, দুবেলা পেটের জ্বালায়:—
বল্ ঠাকুর কি করি তবে? চ্যারো কাল কি কাঁদ্‌বো ভবে?
কে আর মোদের আপন হবে কল্লে হাহাকার?
তো' বিনে কে আছে মোদের বল্‌তে আপনার?
(উভয়ে নেপথ্যাভিমুখে চাহিয়া চাহিয়া যাত্রী দেখিতে লাগিল)

নার। শুকদেব! শুনলে? ভগবানের উপর ওদের দৃঢ় বিশ্বাস শুনলে? ওরাও ক্ষুদ্রমনে পুরুষ প্রকৃতি, আবার সংসারী।

নাবি। হাই, ভোঁদার মা! একজন যাত্রী আসচে।

একজন ব্রাহ্মণের প্রবেশ।

ব্রাহ্ম। নারায়ণ পরা বেদাঃ নারায়ণ পরক্ষরাঃ নারায়ণ পরা-মুক্তিঃ নারায়ণ পরাগতিঃ ॥

(নাবিকদম্পতীর প্রতি) কিরে, তোরা কি এখন পারে যাবি ?

নাবি। এজ্ঞে যাব। তবে এক কথা জিগ্‌গুসি, তুমি আপনি কি বেরাহ্মণ ঠাকুর ?

ব্রাহ্ম। হাঁ।

উভয়ে। তবে আগে বলতি হয় ? (ব্রাহ্মণ চরণে উভয়ের প্রণাম।)

ব্রাহ্ম। জয়স্তু, ৺ তোদের মঙ্গল করুন। ওরে দেখ্, একটু দেরি কল্লে হয়না ? এই ভাঁটা আরম্ভ হল, আর একটু ভাঁটার জোর হ'ক, তাহলে যাবার সুবিধা হবে, উজান ঠেলে আর যেতে হবেনা, তার কারণ একটু দক্ষিণ দিকে যেতে হবে।

নাঃপঃ। তা বেশ ত ঠাকুর ? ত্যাতক্ষণ আমি তবে এই দাঁড়টা লা'তে বেঁধে রেখে আসি।

[নাবিকপত্নীর প্রস্থান।

নাবি। ঠাকুর ! দক্ষিণ দিকে কদ্দূর যেতে হবে ?

ব্রাহ্ম। এই ক্রোশ খানেক। তা ভাঁটার টানে গেলে, তোদের বেশী বাইতে হবেনা।

(নেপথ্য হইতে নাবিকপত্নী) ওরে ভোঁদার বাপ !

শিগ্‌গির আয়, শিগ্‌গির আয়, একবার দেখে যা এখানে কি।

নাবি। কিরে কিরে। [প্রস্থান ও মুখ আঁটা একটা কলসী লইয়া উভয়ের পুনঃ প্রবেশ।]

ব্রাহ্ম। ওটা কিসের কলসী রে?

নাঃপঃ। তা কি করে জানব, ঠাকুর? না'তে সবে দাঁড়িইচি এমন সময় নায়ের তলায় ঠক্ ঠক্ করে' কি আও-য়াজ হ'তে লাগলো। অমনি তড়াক্ করে' নিচে নাপিয়ে পড়ে দেখি যে, এই মুখ আঁটা কলসীটে। ভাঁটায় বুঝি বেরিয়ে পড়েচে।

ব্রাহ্ম। আচ্ছা, ওর মুখটা খোল্ দেখি?

নাবি। ওর ভিত্‌রি যদি সাপ থাকে?

ব্রাহ্ম। তা হলে কি তারা বেঁচে আছে? হাওয়া খাওয়া না পেয়ে সব মরে গেচে। আচ্ছা, আমিই খুলচি।

(ব্রাহ্মণ কলসী খুলিয়া দেখিলেন, সেটি মোহরে পরিপূর্ণ।)

ব্রাহ্ম। ওরে, এ যে এক কলসী মোহর?

নাঃপঃ। 'মোহর' কি ঠাকুর? ওকি খায়?

ব্রাহ্ম। ওরে, এ খায়না। মোহর হচ্চে সোণার টাকা।

উভয়ে। সে কি ঠাকুর? (কলসী দেখিল)

নাঃপঃ। তবে, ঠাকুর! তুমি আপনি নিয়ে যাও।

ব্রাহ্ম। সে কি রে বেটি? আমি নেব কি? এ সব যে

তোদের। তোরা যখন কুড়িয়ে পেয়িচিস্, তখন এ সব কি আমার? এ সব ত তোদের।

নাঃপঃ। আর আপনি যে খুল্লে? আপনি যেই খুলোচো, তাইত মোহর বেরুলো? আমরা খুল্লে ওর ভিত্রি থেকে সাপ বেরুতো।

ব্রাহ্ম। (স্বগত) হা ভগবান! এ কি শুনচি? এরা কি নাবিকদম্পতীরূপে কোন দেব দেবী? (প্রকাশ্যে) তোরা খুল্লে ওর ভিতর থেকে মানিক মুক্তা বেরুতো। আমি খুলিচি বলে' তোরা এত কম পেলি। যাক্, তোরাত ওপারে থাকিস্? তোদের বাড়ি ত ওপারে?

নাবি। এজ্ঞে।

ব্রাহ্ম। তবে চ'। এটা নৌকায় তুলবি চ'। তারপর এই মোহর সব তোদের বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে আমি বাড়ি যাব।

নাবিকদম্পতীর গীত।

রাঃ পিলু-বারোঁয়া—তাঃ দাদ্রা।

নাঃ পঃ। ঠাকুরের খেলা, ওরে দেখ্ রে, ভোঁদার বাপ।
নাবি। আমি ভেবেছিনু ওটায় পোরা আছে সাপ॥
নাঃ পঃ। বল্ দেখিরে ভোঁদার বাপ, মোহর দিল কে?
নাবি। পরের কান্নায় নিজে কাঁদে, এমন দয়াল যে?
নাঃ পঃ। ঠাকুরের দয়া দেখ্ একবার,

ভোঁদা মোদের কাঁদ্‌বেনাক পেটের জ্বালায় আর ;—

উভয়ে। ঠাকুর দ্যাব্‌তা পূজ করে,' অতিত সেবা মুটো ভরে,'

রং বেরংএর কাপড় পরে,' যাব ভবের পার,

(ব্রাহ্মণের প্রতি) তোমার কেরপায় মোহর পেনু

তোমাকে করি (ভূমিষ্ঠ হইয়া) নমস্কার,

আর যদি কেউ হত, তবে কত্তো এসব গাপ॥

(উভয়ে ব্রাহ্মণের চরণে প্রণাম করিয়া, নাবিকপত্নী কলসী মাথায় লইয়া অগ্রে অগ্রে, তৎপশ্চাৎ ব্রাহ্মণের ও নাবিকের প্রস্থান।)

অন্তরাল হইতে নারদ ও শুকদেবের পুনঃপ্রবেশ।

নার। শুকদেব ! ভগবানের কল্পনার ভিতর প্রবেশ কত্তে পাল্লে ?

শুক। দেবর্ষে ! বুঝতে পাচ্চি। তাঁর পদে একান্ত মতি থাক্‌লে, মনে অচলা ভক্তি থাক্‌লে, প্রবৃত্তি মার্গে প্রকৃতির মায়া কোন রকম অনিষ্ঠ কত্তে পারে না, কিন্তু—(চিন্তা)

নার। (স্বগত) এত আয়োজন করে' এসে, কোথা হ'তে একটা 'কিন্তু' র আবির্ভাব হল ? এখন ঐ 'কিন্তু' টুকুর তিরোভাব হলেই যে আমি বাঁচি। (প্রকাশ্যে) এখন চল, স্থানান্তরে যাওয়া যা'ক।

উভয়ের প্রস্থান।

পট পরিবর্ত্তন।

কুটীর।

কুটীর মধ্যে জনৈক সাধ্বী রমণী, নিদ্রিত স্বামীর পদ সেবা করিতেছে।

(শুকদেব ও নারদের প্রবেশ ও অন্তরালে অবস্থিতি।)

দুর্ব্বাসার প্রবেশ।

দু। অতিথি। (কিছুক্ষণ উত্তর না পাইয়া, কিঞ্চিৎ উচ্চৈস্বরে) অতিথি।

রম। (স্বগত) কি সর্ব্বনাশ! এযে দুর্ব্বাসা মুনি অতিথি হয়েচেন। কি করি? এঁর পা নামালে পাছে ঘুম ভেঙ্গে যায়?

দু। (কিঞ্চিৎ ক্রুদ্ধভাবে) এখনও নিরুত্তর? ক্ষুধার্থ ব্রাহ্মণ অতিথি উপস্থিত, এখনও নিরুত্তর?

রম। (স্বগত) কি করি? হে দয়াময়! পতির ঘুম ভাঙ্গান যে মহাপাপ। আবার অতিথ্ ফিরে গেলেও যে মহাপাপ। এ যে উভয় শঙ্কটে পড়লুম।

দু। (পূর্ণক্রুদ্ধভাবে) কি? এতদূর স্পর্দ্ধা? এত অহঙ্কার? দুর্ব্বাসা দরজায় উপস্থিত, বারবার ডাকৃচি, এখনও নিরুত্তর? আমাকে অবজ্ঞা? তবে এই দেখ্—(এই বলিয়া মস্তকের একটা জটা ছিঁড়িয়া ভূতলে ফেলিবামাত্র তাহা জ্বলিতে লাগিল।)

রম। (স্বগত সভয়ে) হে নারায়ণ! হে মা দুর্গতিনাশিনী দুর্গা! রক্ষা করুন। আমি মরি, তাতে কোন ক্ষতি নেই, আমার পরম দেবতা স্বামীর যেন কোন অমঙ্গল না হয়।

দু। (ক্রোধে অগ্নিবৎ জ্বলিয়া) তবে রে পাপিয়সি! এখনও তোর চৈতন্য হল না? তবে এই দেখ পূর্ণ অভিসম্পাৎ কল্লেম। (এই বলিয়া যেমন দ্বিতীয় জটা ভূতলে ফেলিলেন, তাহাও আবার জ্বলিতে লাগিল, দুর্ব্বাসাও মূর্চ্ছিত হইয়া ধরায় পতিত হইলেন)

রম। (ধীরে ধীরে পতির পা দু'খানি বিছনায় নামাইয়া রাখিয়া, জল ও পাখা আনিয়া মূর্চ্ছিত দুর্ব্বাসাকে শুশ্রূষা করিতে করিতে স্বগত) কি সর্ব্বনাশ! একে দুর্ব্বাসা মুনি, তাতে আবার তাঁর মূর্চ্ছা হয়েছে। মূর্চ্ছা ভাংলে কি আমার রক্ষা থাকবে? আমাকে যে একেবারে ভস্ম করে ফেলবেন।

দু। (চৈতন্য পাইয়া ক্ষীণস্বরে) মা! বড় তৃষ্ণা, একটু জল।

রম। (স্বগত) আঃ—রক্ষা হল। (প্রকাশ্যে) এই যে বাবা! হাঁ করুন, জল খান? (দুর্ব্বাসার মুখে জল দান।)

দু। (জল পানান্তে) মা! বড় দুর্ব্বল হয়েছি, উঠতে পাচ্চি না। আমি নিস্তেজ হয়ে পড়িছি।

স্ত্রম। ও কি কথা বলচেন? বাবা! আপনি এক জন মহা তেজস্বী ঋষি, দেবতারা পর্য্যন্ত আপনার নামে কাঁপেন, আপনি এত বড় ঋষি হয়ে আজ নিস্তেজ হয়ে পড়লেন? আপনার এমন অবস্থা কে কর‍্লে? বাবা!

শু। (ধীরে ধীরে উঠিয়া বসিয়া) মা! আমি বড় লজ্জিত হয়েছি। তোমাকে অভিসম্পাৎ করিছি বটে, কিন্তু সে অভিসম্পাৎ বায়ুর সঙ্গে আকাশে মিশ্রিত হয়ে গেছে। ভস্ম করা, ছিন্ন জটাতেই রয়ে' গেল। আমার আর কোন ক্ষমতা নাই, কোন তেজ নাই।

স্ত্রম। বাবা! বিনাদোষে আমাকে কেন অভিসম্পাৎ কল্লেন? আমিত আপনার শ্রীপাদ পদ্মে কোন অপরাধ করিনি? আমি সতীর কার্য্য পরম দেবতা পতির সেবা কচ্ছিলুম! আবার তাতে তিনি নিদ্রিত, আমাদের কুটীরে আপনার পদধূলি পড়েছে, তা জেনেছিলুম। কিন্তু কি করবো? বাবা! তখন আপনার কথার উত্তর দিলে পাছে পতির নিদ্রা ভঙ্গ হয়, এই ভয়ে আমি চুপ করেছিলুম। এতে কি আমার অপরাধ হয়েছে?

শু। না, মা! তোমার কোন অপরাধ হয় নাই। তোমার অপরাধ হ'লে আমার অভিসম্পাৎ ব্যর্থ হত না। এখন আমাকে তোলো। সন্তানকে যেমন করে তোলে

তেমনি করে' তোলো, তেমনি করে' আমার হাত ধরে' আমাকে তোলো। আমাকে কিছু খেতে দাও, বড় ক্ষুধা, বড় তৃষ্ণা।

রম। যে আজ্ঞা, বাবা! আসুন।

(দৈববাণী) ভো দুর্ব্বাসা! চিরকুমারব্রত অবলম্বন কর্‌লেও রোষপরবশ হয়ে থাক্‌লে তেজস্বী হয় না। যে পতিব্রতা সতী, তার পরম দেবতা পতি সেবায় নিযুক্ত, এমন সতীর প্রতি অভিসম্পাৎ কল্লে, নিজে হীনপ্রভ হতে হয়। পতিব্রতা সতী, দাক্ষায়িণী সতী সমা। এমন সতীর প্রতি যে বিনাদোষে অভিসম্পাৎ করে, সে মহাজন পদবাচ্য হতে পারে না, আর তাতে সে সতীরও কোন অশুভ হয় না।

(দুর্ব্বাসার পদধূলি মস্তকে ধারণ করিয়া, তাঁহাকে লইয়া রমণীর প্রস্থান।)

নারদ ও শুকদেবের প্রবেশ।

নার। দেখ্‌লে, শুকদেব! সতীর পুণ্য প্রভা দেখ্‌লে? সংসারে পবিত্র মতি দম্পতীর ক্রিয়া দেখ্‌লে? দুর্ব্বাসা হেন মহাতেজস্বী তাপসের অবস্থা দেখে বুঝতে পারলে, জগতে শুদ্ধমতি দম্পতীর কত পরিমাণে পুণ্য প্রভা? পবিত্র প্রকৃতিগত শক্তির কত মহিমা, হৃদয়ঙ্গম কত্তে পাচ্চ?

শুক। দেবর্ষে! বিষম সমস্যা। সামান্য বুঝতে পাচ্চি কিন্তু—

নার। (স্বগত) আবার ঐ 'কিন্তু'। কি 'কিন্তু'ই জন্মগ্রহণ করলে গা?

[উভয়ের প্রস্থান।

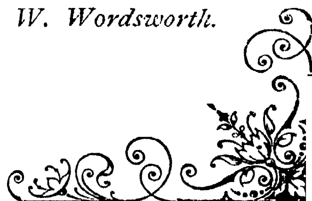
—



পঞ্চম অঙ্ক।

"Serene will be our days and bright
And happy will our nature be
When love is an unerring light,
And joy its own security."

W. Wordsworth.



পঞ্চম অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

শান্তিরাজ্যের পথ।

এদিক দিয়া ভক্তির ও অপরদিক
দিয়া আদিরসের প্রবেশ।

আঃরঃ। পেয়েছ কি কিছু সমাচার?

ভক্তি। সমাচার কার?

আঃরঃ। (সহাস্যে) মহামুনি শুকদেব, সমাচার তার,
আর কার?

ভক্তি। হেসে হেসে দেখ্‌ছ যে আলোকে আঁধার?
কিবা হেন শুভ সমাচার?

আঃরঃ। বড় যে বড়াই আগে করেছিলে তার?
বল দেখি, শুকদেব আজ কাল কার?
এখন সে শুকদেব আপন দারার।

ভক্তি। (স্বগত) শুকদেব বিবাহিত? একি সমাচার?
(প্রকাশ্যে) এইতেই দেখাতেছ এত জোরজার?
চিরকাল রাখিবে কি শুকে পর পার?

জান তুমি, শুকদেব তনয় কাহার ?
মনের বা কত তেজ, তাও জান তার ?
আঃরঃ। তেজ টেজ চলে' গেছে ভবনদী পার,
তপবনে বসে' শুক গাঁথিতেছে হার—
যেমন তেমন নয়, প্রেমের সে হার।
স্বরগের বিদ্যাধরী সম রূপ তার,—
তাহার উপরে তার যৌবনের ভার,—
দেখিয়া ঘুরিয়া গেছে মাথাটি বাছার।
আর কি করিবে শুক ন্যায়ের বিচার ?
তপোবন তার, এবে প্রণয় আগার,—
আদিরসে সহরষে করিছে বিহার,
দারা নিয়ে সুখে শুক করিছে বিহার,
দু'জনেই দু'জনের আধেয় আধার।
ঠিক করে' বল দেখি জয় হল কার ?

গীত।

পিলু-বারোঁয়া ঃ—দাদ্‌রা।

মিছে গুমোর ভবে যে তোমার ?
ভালবেসে ক'জন তোমায় করে অধিকার ?
মালা গলায়, তিলক সেবায়,
বাজারে কিবা চটক্‌দার,
ত্রিপুণ্ড্র কারুর ভালে,
গেরুয়ায় কেউ দেয় বাহার,

বল দেখি কত টুকু অন্তরে থাক সে সবার ?
এলিয়ে বেণি, ভস্ম মাথা,
কমণ্ডলু ত্রিশূল নিয়ে তায়,
করেতে জপের মালা, পুণ্যির ছালা,
বাজারে লুটে চলে’ যায়,
বল দেখি কত টুকু অন্তরে থাক সে সবার ?
বক ধার্ম্মিক কত শত,
রং বেরং এর পোষাক এঁটে গায়,
সভাতে ফাটিয়ে গলা, দু’বেলা,
চলে’ যায় দু’চোক্ যেথা যায়,
বল দেখি কতটুকু, অন্তরে থাক সে সবার ?
আমায় দেখ করে’ আদর
ধরাতে জীবে সমুদায়,
হৃদ্ মাঝারে ধরে’ রেখে
কি সুখে জীবন কাটায়,
বল দেখি, আদর কত সকলে করে লো আমার ?

ভক্তি। অমূলক তোমার এ শুক-সমাচার।

[উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

—ঃ০ঃ—

নন্দনকানন মধ্যস্থ প্রমোদ কুঞ্জ।

রম্ভাকে মধ্যে রাখিয়া উর্ব্বশী মেনকা একদিকে, ও তিলোত্তমা পঞ্চচূড়া অপর দিকে দণ্ডায়মান।

গীত।

ভৈরবী—দাদ্‌রা।

উঃ তিঃ। সাধের তরী ভাসলো জলে দেখ্‌বি যদি আয়।

মেঃ পঃ। আয় আয় আয়, আঁখি মেলি কূলে কূলে আয়॥

রম্ভা। নাবিক বিনা তরণী কি ভাসে লো জলে?
ঝড়ের মুখে তলিয়ে যায় তলে,

উঃ তিঃ। সুবাতাসে হালের বশে
মেঃ, পঃ,। প্রেমের বায়ে, পীরিত ছায়ে, } তত্তরিয়ে যায়॥

রম্ভা। মনের মতন মাঝি যদি ধরে তরীর হাল,
ঘুর্ণী পাকে হয় কি লো বানচাল?

উ, তি,। বানের মুখেও পড়্‌লে তরী,
মে, প,। মানের ভেঙ্গে জারি জুরি, } নেচে নেচে যায়॥

ইন্দ্রের প্রবেশ।

ইন্দ্র। রম্ভা! দেবর্ষির আয়োজনে, তুমি যে মা কৈলাসেশ্বরীর আদেশ পালন কত্তে বিশেষ মনোযোগী হয়েচ, তাতে আমি তোমার উপর যার পর নাই সন্তুষ্ট হয়েছি।

এজন্য তুমি আমার নিকট মনোমত বর প্রার্থনা কর। তুমি যে বর চাইবে, আমি তাই দেব।

রম্ভা। দেবরাজ! আগে কৃতকার্য্য হই। সম্প্রতি ভাবী আনন্দে আমি এখন আত্মহারা হয়েছি। এখন আমার মন বড়ই চঞ্চল। আপনার এখনকার বর আমি সময়ান্তরে নেবো।

ইন্দ্র। বেশ, উত্তম, তাই হবে।

অপ্সরাগণের গীত। ভৈরবী—দাদ্‌রা।

উ, তি, মে, প, } (রম্ভার প্রতি) মনের মতন প্রেমিক রতন মিলবো আজি তোর!

রম্ভা। স্বপনেতে চম্‌কে যদি ভাঙ্গে ঘুমের ঘোর॥

উ, তি, মে, প, } কোথা ছিল ন্যাংটা যোগী, কিবা তপের জোর, যোগাসনে বসে', শেষে করবে নিশী ভোর,

রম্ভা। কপাল গুণে মুনি যদি হয় লো মনচোর॥

উ, তি, মে, প, } লাল বসনে ফুলের অলঙ্কার, যোগীর গলায় ঝুলবি যেমন মরকতের হার,
এলিয়ে বেণি এলোকেশে বাঁধ্‌বি লো নাগর,

রম্ভা। সুধা পানে প্রাণ জুড়ালে পিয়াসী চকোর॥

[সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

—:০:—

শুকদেবের তপোবন।

শুকদেবের প্রবেশ।

(একান্তে রম্ভার প্রবেশ ও অন্তরালে অবস্থিতি।)

শুক। সংসার, সংসার, ভগবানের নাট্যশালা। এই পর্য্যন্ত কি আমাদের কর্ম্মকাণ্ডের সীমা? গর্ব্বের কথা বিস্মরণ হয়ে', মায়ার বশীভূত হয়ে', বহুরূপী হয়ে' সংসার রঙ্গমঞ্চে অবতরণ করে,' নানা রঙ্গের রঙ্গিনী সঙ্গে লীলা পর্য্যন্ত কি আমাদের কর্ম্মকাণ্ড? এই কি আমাদের ইহ জগতের কার্য্য? এই জন্যই কি আমরা সংসারে এসেছি? (পরিক্রমণ) কিন্তু ভগবানের কল্পনা কোথায়? হায়রে! সে যে আমাদের অন্তর্দৃষ্টির অতীত। (পরিক্রমণ) কি কার্য্যের জন্য এই সংসার নাট্যশালায় আমাদের আগমন? কি কার্য্য কল্লে আমরা তাঁর আশীর্ব্বাদের পাত্র হব? কি কার্য্য কল্লে আমরা তাঁর প্রসাদ লাভ করবো? (পরিক্রমণ) প্রকৃতির শোভায় মোহিত হ'য়ে, স্বার্থ ও পার্থিব সুখ সম্ভোগের বশ হয়ে জীব উৎপত্তির জন্যই কি আমাদের সংসারে আসা? ইন্দ্রিয়গণ কি আমাদের পরিচালক? আমরা কি বীর্য্যহীন? আমরা

কি ইন্দ্রিয়গণের কৃতদাস ? আমাদের যে টুকু জ্ঞান আছে, তা কি ইন্দ্রিয়গণের কাছে তেজহীন ? যারা তেজহীন, যারা প্রভাহীন, যারা স্বার্থ ও ইন্দ্রিয়গণের দাস, তারা কি সেই দ্যুতিমান ভগবানের প্রসাদ লাভ কত্তে পারে ? (চিন্তা)

রম্ভার প্রবেশ।

রম্ভা। দেব ! প্রণাম করি। (শুকদেবকে প্রণাম করিল)

শুক। কে তুমি ?

রম্ভা। আমাকে কি চিন্‌তে পাচ্চেন্ না ? পলকে পলকে ভুলে যাচ্চেন ?

শুক। তুমি রম্ভা ? স্বর্গ বিদ্যাধরী রম্ভা ? দেবরাজের প্রীতি কাননের চির বিকসিত পারিজাত রম্ভা ? কন্দর্প-প্রিয়ার দর্পহারিণী রম্ভা ? আবার আমার কাছে কেন ? আবার আমার কাছে তোমার কি প্রয়োজন ?

রম্ভা। (স্বগত) একি ? আবার একি ভাব ? (প্রকাশ্যে) দেব ! উপস্থিত প্রয়োজন কিছু গুরুতর, কিন্তু অভিসম্পাতের ভয় করি।

শুক। আর অভিসম্পাতের ভয় কর' না। অভিসম্পাত আমার অন্তর হ'তে বহুদূরে প্রস্থান করেছে। এমন কি সে চির-নির্ব্বাসিত হয়েছে। এখন বল, রম্ভা ! আবার তোমার কি প্রয়োজন ?

রম্ভা। দেব ! আপনি বীর্য্যহীনের মত কথা বলচেন কেন ?

আপনি যা বলছিলেন, আমি যে সব শুনিছি! আপনি মহা মুনির তনয় হয়ে, নিজে মহাজ্ঞানী হয়ে, প্রভা-হীনের মত প্রকাশ পাচ্চেন কেন?

শুক। আর আমার সে প্রভা কোথায়? রম্ভা!

রম্ভা। সে কি? দেব! শক্তির সংস্পর্শে জীব শক্তিসম্পন্ন হয়, না শক্তিহীন হয়? আপনি ভগবানের প্রিয় পাত্র হয়ে, শক্তিযুক্ত হয়ে, নিজেকে 'প্রভাহীন' বলে' আত্ম ভর্ৎসনা কচ্চেন? আপনি মহা তপস্বী হয়ে, মহাবীর্য্যবান হয়ে রিপুর ভয় কচ্চেন?

শুক। ও কি কথা বল্‌চো? রম্ভা! তুমিই না ইতিপূর্ব্বে বলেছ, যে, রিপুর কাছে তপস্যা হীনবল? এখন আবার বিপরীত কথা বলচো?

রম্ভা। দেব! আগে যা বলিছি তাও সত্য, আবার এখন যা বলছি এও সত্য।

শুক। তোমার যে এ কথার ভাব বুঝতে পাচ্চি না।

রম্ভা। প্রভো! দাবানল যখন অল্প মাত্রায় আরম্ভ হয়, তখন সামান্য বারি পতনে কি সেই অনল নির্ব্বাণ হয় না?

শুক। হয়।

রম্ভা। কিন্তু সেই অনল প্রজ্বলিত হয়ে নির্ব্বিঘ্নে যখন ভীষণ মূর্ত্তি ধারণ করে, লক্ লক্ করে' তার শিখা যখন বিমান ভেদ করে উত্থিত হয়, তখন সেই সামান্য বারি কি তার কোন অনিষ্ট কত্তে পারে?

শুক। (সচকিতে বীরভাবে) না, তা পারেনা, কখনই পারেনা।

রম্ভা। তবে আপনার চিন্তা কেন? তবে কি জন্যইবা এত দুর্ভাবনা? আপনার অসীম জ্ঞান, ঘোর তপস্যা, ঐ সব কি সামান্য কারণে নষ্ট হয়? মনে করুন, আর্দ্র বস্ত্র কি রবিকরে আগের মত শুষ্ক হয় না? জলের সৃজন না হলে কি অগ্নির সৃজন হত? অলি, কুশুমের পরিমল চুমি চুমি পান করে বলে' কি কুশুম অপবিত্র হয়, না সে কুশুমের অঞ্জলি ভগবানের শ্রীপাদপদ্মে অর্পণ করা যায় না?

শুক। রম্ভা! প্রবৃত্তি কি অস্পৃশ্য নয়? প্রবৃত্তি কি সাধনার পথে কণ্টক নয়?

রম্ভা। এ কি কথা বলচেন? প্রভো! প্রবৃত্তি অস্পৃশ্য? প্রবৃত্তি সাধনার পথে কণ্টক? প্রকৃতি-ভেদে প্রবৃত্তির যে তারতম্য, তা কি বিস্মরণ হয়েছেন? ধর্ম্মগত প্রকৃতি কি কখন অশুভ ফল দেয়? আর প্রকৃতি যদিও দোষ যুক্ত হয়, তা হলে আপনার ন্যায় মহাজনেরা কি সেই দোষকে গুণে পরিণত কত্তে পারেন না? যে প্রবৃত্তি হতে জগতের উৎপত্তি আর শ্রী, যে উৎপত্তি আর শ্রী হচ্চে ভগবানের কল্পনা ও সৃজন, সেই প্রবৃত্তি কি কখন অস্পৃশ্য হ'তে পারে?

শুক। (স্বগত) রমণীর কি রমনীয় প্রলোভন! ইতিপূর্ব্বে রম্ভার প্রতি একটু সন্তুষ্ট হয়েছিলেম বলে', আমাকে

কি রিপুর দাস করবে বলে' মনে করেছে? জানিনা, কি পাপে রম্ভার সঙ্গে আমার পুনঃ পুন সাক্ষাৎ হচ্চে। কিন্তু আর না। (প্রকাশ্যে) রম্ভা! আর আমাকে স্তোক বাক্যে ভুলিও না।

রম্ভা। (সহাস্যে) দেব! প্রভো! আমার কি ক্ষমতা যে স্তোক বাক্যে আপনাকে ভুলাই। তবে আবার পুরাতন কথা বলতে হ'ল। প্রকৃতিস্থ হ'ন, অপ্রকৃতিস্থ হ'য়ে থাকবেন না। দেবাসুরের পিতা মহামুনি কশ্যপ, মহামুনি বশিষ্ঠ, এঁরা কি অপ্রকৃতিস্থ হ'য়েছিলেন? কি আশ্রমবাসী, কি তপোবনবাসী, জগতের যত পুরুষ, সকলেই কি অপ্রকৃতিস্থ হ'য়ে থাকেন? ভগবানের অতি কমনীয় ধীর শান্ত সৃজন যে প্রকৃতি, তা কি পুরুষের চক্ষে হেয় হয়? প্রকৃতিকে ঘৃণা নেত্রে দেখা কি পুরুষের পুরুষকার?

(গীত।)

সিন্ধু—যৎ।

দিও না দিও না আর দিও না যাতনা!
চরণে লইনু স্থান, আর যেন ঠেলনা॥
প্রেম-ফাঁসে বাঁধা রব, সুখ-দুঃখ ভাগী হব,
যতনে পরিব অঙ্গে কুসুমের গহনা॥
নিতান্ত আমি হে তব, যা সহাবে তাই স'ব,
জানেন কেশব সব, প্রেম-দায়ে ফেলনা॥

শুক। রম্ভা! আমাকে বলতে কিছু আর বাকী রাখনি। সব শুনিছি, সব বুঝিছি। কিন্তু-কিন্তু রম্ভা! আমার মন এক প্রকার নূতন পদার্থে গঠিত। তীর্য্যকরূপে বাবা কৈলাসনাথের শ্রীমুখ হ'তে মুক্তিতত্ত্ব লাভ করে' অপার আনন্দ ভোগ করেছি। মাতৃগর্ভবাসে, গর্ভের যাতনা উপেক্ষা করে', সেই তত্ত্ব বারবার আলোচনা করে' পূর্ণ আনন্দ ভোগ করেছি। তুমি এখন আমাকে প্রকৃতির মায়ায় মোহিত হ'য়ে অন্য এক প্রকার আনন্দ ভোগ কত্তে অনুরোধ কচ্চো। রম্ভা! তোমার এ অনুরোধ বৃথা। এখন আমি তোমাকে অনুরোধ কচ্চি, তুমি আমাকে আর বৃথা অনুরোধ কর না। তবে যদি রাজর্ষি জনকের মত হ'তে পারি, তা হলেও যে কি করবো, তাও এখন বলতে পারিনা। উপস্থিত আমাকে ক্ষমা কর।

[প্রস্থান।

রম্ভা। এতদিনের পর যে আমার মনে ভয়ের সঞ্চার হ'ল? উপস্থিত শুকদেবের মনের অবস্থা যেরূপ দেখ্‌ছি, তাতে বড় ভাল বোধ হচ্চে না। তাইত, কি করি?

[প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক। *

ভক্তির আলয়।

ভক্তি। (প্রবেশ করিতে করিতে নেপথ্যাভিমুখে)

ওকি ওকি? আদিরস! কোথা যাও হেঁট মুখে?

দেখেও যে দেখনা আমায়?

আগেকার সেই তুমি, আজ কেন হেন ভাব?

একমনে চলেছ কোথায়?

দাঁড়াও দাঁড়াও, ভাই! মাথা খাও ফিরে' চাও,

কথা দু'টো শুনাও আমায়।

এস, সই! এস এস, বুক ভরা রাগ কেন?

অধিনীরে কেন ঠেলো পায়?

আদিরসের ধীরে ধীরে প্রবেশ।

আঃ র। কি আর শুনাব? সখি! কিবা কথা আছে আর?

কোন দিকে মুখ আর নাই।

আগে যদি জানিতাম নীরস জীবন তার,

তা হ'লে কি তার কাছে যাই?

ভক্তি। কোথায় মনের গতি, কিরূপ আচার কার,

মুখ দেখে পার না বুঝিতে?

* গ্রন্থকার, এই গর্ভাঙ্কে, পদ্য ও গীতে, একটি মাত্রও যুক্তাক্ষর ব্যবহার করেন নাই। প্রকাশক।

শুধুই আমোদে মাতি' নিতি নিতি নানারসে
ফেরো সদা নব নবনীতে ?
তোমার যা আমোদ, তা দু'দিনের বেশী নয়,
আসা যা'য়া কাঁচায় কাঁচায়।
তাই বলি শুন, সই ! কসিতে আমোদ দাও,
ঝাঁটি হ'লে তোমায় কে চায় ?
আমি দেখ চিরদিন নিবসি হিয়ায় তার,
যে আমায় করে লো আদর।
দিনে দিনে কত তার বেড়ে যায় যশ মান,
সব লোকে পায় সমাদর॥
আমার গমন যেথা, অগণন সুখ সেথা,
অবশেষে গিয়ে অমরায়,
অমরের করে' সেবা সুখে থাকে চিরকাল !
তোমাকে যে ভজে, সে কি পায় ?

গীত।

(কীর্ত্তন)

সাধ করে' সাজায়ে বাসর, থাক রসবতী সনে।
পলে পলে রসের খেলা খেলাও হরষিত মনে॥
নবীন নবীনা পেলে, পড়ে' তাদের গায়ে হেলে,
দিনে রেতে রাখ তাদের কতমত রসে ফেলে,—
আবার—কখনবা করাও মান, বাড়াও কখন্ অভিমান
(বাড়িয়ে দিতে রসের খেলা)—

আঁথিনীরে করাও আবার নিশী অবসান,

শেষে—অভিমান ভাসিয়ে দিয়ে,মাতাও তাদের নিরজনে ঃ

(মরি কিবা খেলা খেলো)—

(ভুলিয়ে দিয়ে আসর বাসর খেলা খেলো)—

(কত রসে রসিয়ে তাদের, খেলা খেলো)—

(রসাতলে পাঠিয়ে মানে, খেলা খেলো)—

(মরি কিবা খেলা খেলো)—

নব রসে সহরষে মাতাও তাদের নিরজনে ॥

[আদিরসের প্রস্থান।

ও পশ্চাৎ পশ্চাৎ গীত গাহিতে গাহিতে ভক্তির প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য।

গোলোকধাম।

বিচিত্র দেবমঞ্চে গোলোকেশ্বরী সহ গোলোকনাথ আসীন।
গোলোক-কিঙ্করিগণ মঞ্চের নিম্নে দণ্ডায়মান
হইয়া চামর ব্যজন করিতেছে।

নারদ ও ইন্দ্রের প্রবেশ, ও দেব দেবী চরণে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত।

গোলো। এস, নারদ ! এস, দেবরাজ !

গোলোকে। কেমন ? তোমাদের সর্ব্বাঙ্গীন মঙ্গল ত ?

নার। মা! আপনাদের কৃপায় আমি ত কখনই অমঙ্গলের মুখ দেখ্‌তে পাইনা। তবে সম্প্রতি দেবরাজের জন্য কিঞ্চিৎ চিন্তিত আছি।

গোলোকে। কেন? দেবরাজের কি হয়েছে?

নার। মা! দেবরাজ সম্প্রতি একটি দুরূহ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করেছিলেন, তাতে ভবিষ্যতে ওঁর মঙ্গল কি অমঙ্গল, কি যে নিহীত আছে, তা'ত বুঝতে পাচ্চিনা।

গোলো। (সহাস্যে) কেন? দেবরাজ কি এমন কার্য্য করেছেন?

ইন্দ্র। (করযোড়ে) প্রভু ত অন্তর্যামি,—ত্রিসংসারে এমন কি বিষয় আছে, যা' প্রভুর বিদিত নয়?

নার। (করযোড়ে) দেব! আর ছলনা কেন? শান্তি দি'ন।

গোলো। তার জন্য চিন্তা কি? মা ইচ্ছাময়ীর ইচ্ছায় সকলই হচ্চে। এর ভবিষ্যতে কি অমঙ্গল নিহীত থাক্‌তে পারে?

গোলোকে। তবে মায়াকে একটু সাবধান করে' দিও। সে যেন সময় বুঝে শুকদেবকে আশ্রয় করে।

নার। মা! সে পক্ষেও চিন্তা নাই। রাজর্ষি জনক হ'তে মায়া সুশাসিত হয়েছে।

গোলো। তবে দেবরাজের চিন্তার কারণ কি?

ইন্দ্র। প্রভো! মুনি ঋষিদের মস্তিষ্কের ঠিক নাই। তাঁরা কখন্ কি ভাবে থাকেন, কিছুই অনুভব করা যায়

মা। ক্ষণে তুষ্ট ক্ষণে রুষ্ট। এই একটু ভয়ের কারণ।

গোলো। মহামুনি শুকদেব ধীর শান্ত। তাঁ হ'তে কোন চিন্তা নাই।

দুই দিক দিয়া (দুই জন করিয়া) চারিজন
কিন্নরের গীত গাহিতে গাহিতে প্রবেশ।

ভৈরবী—একতালা।

কিন্নরগণ। জয় জয় জয় জগতনাথ, জগত পালন কারণং।
জয় জয় জয় কলুষ নাশন, শান্তি নিকেতনং॥

(দুই দিক দিয়া, দুই জন করিয়া, চারিজন
কিন্নরীর গীত গাহিতে গাহিতে প্রবেশ)

রাঃ ঐ তাঃ ঐ।

কিন্নরীগণ। জগত জননী, জগত পালিনী,
জগজ্জনের অশুভ নাশিনী,
ত্বংহি পিতা, ত্বংহি মাতা,
শান্তি বিধায়িনী;—

কিন্নরগণ। পরম পুরুষ পরাৎপর,
সংসার সারাৎসার,
দীন দয়াল দীন বন্ধু,
দনুজ দর্প দলনং॥

কিন্নরীগণ। পরমা প্রকৃতি পরমা শক্তি,
তুমি মা সেথায়, যেথায় ভক্তি,
কি কব তোমার মহিমা অপার,
ভকত-মন চারিণি!—

সকলে। তুমি অনাদি তুমি অনন্ত,
তুমি হে বীর ধীর শান্ত,
কৃতান্তের তুমি কৃতান্ত,
তাপ ত্রয় নাশনং,
ধরম হীনে, কর গো পার,
লইনু চরণে শরণং

